কুরআনের বিভিন্ন শিক্ষাসম্বলিত

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

(৩০তম পারা)

মূল

মুহাম্মাদ বিন শামী মুত্বাইন শাইবাহ

অনুবাদ

নূরুল আলম বিন আব্দুস সবুর মাদানী

ক্বুরআনের বিভিন্ন শিক্ষাসম্বলিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর

(৩০তম পারা)

মূল :

মুহাম্মাদ বিন শামী মুত্বাইন শাইবাহ্

মুফতী জীযান এলাকা, সৌদি আরব।

অনুবাদ :

শাইখ নূরুল আলম বিন আব্দুস সবুর মাদানী

দাওরায়ে হাদীসঃ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
অনার্স ও হায়ার ডিপ্লোমাঃ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব।

সম্পাদনায় :

আব্দুস সালাম আব্বাস আলী

লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারাহ
সৌদি আরব।

কুরআনের বিভিন্ন শিক্ষাসম্বলিত

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

(৩০তম পারা)

মূল : **মুহাম্মাদ বিন শামী মুত্বাইন শাইবাহ্**
অনুবাদ : **শাইখ নূরুল আলম বিন আব্দুস সবুর মাদানী**

স্বত্ত্ব : অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৯
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২০

প্রকাশনায় : আত-তাওহীদ প্রকাশনী
বিবির বাগিচা, ৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭১২৫৪৯৯৫৬, ০১৮৪১৫৪৯৯৫৬
email: atpbd04@gmail.com

বর্ণ বিন্যাস : **আত-তাওহীদ কম্পিউটার্স, ওমর ফারুক**
বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১২৫৪৯৯৫৬, ০১৮৫৪৫৩৫২৮৪
email: atc.bd04@gmail.com

প্রচ্ছদ : খাঁন গ্রাফিক্স
মুদ্রণ : ফারজানা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং, ফকিরাপুল, ঢাকা।

বিনিময় মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সউদী আরব হতে লিসান্স প্রাপ্ত এবং জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব-এর বিশিষ্ট দাঈ সম্মানিত শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল হাফিযাহুল্লাহর সুচিন্তিত

– বাণী –

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণীর অপূর্ব সমাহার বিস্ময়কর এক গ্রন্থের নাম। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সংরক্ষিত এক সংবিধান। এই কুরআন যেমন সমগ্র মানব জাতির মানসিক সংশয়, সন্দেহ, অস্পষ্টতা, কু প্রবৃত্তি, লোভ-লালসা নামক নানা রকম রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের অব্যর্থ মহৌষধ; ঠিক তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধি, বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ এবং জীবন চলার পথের সকল অন্ধকার বিদূরিত করার এক অনবদ্য নির্দেশিকা। এটি সত্য-মিথ্যা এবং বৈধ-অবৈধের সীমা-রেখা নির্ধারণের এক সুউচ্চ মাইল ফলক। সুখ সমৃদ্ধ জীবনের বিশ্বস্ত ঠিকানা এবং পশ্চাদপদতা, দুর্ভাগ্য ও হতাশার গ্লানি থেকে মুক্তির অনুপম গাইড লাইন। কিন্তু মানব জাতি কিভাবে তাদের নিকট প্রেরিত এই কিতাব থেকে উপকৃত হবে? উত্তর হলো, যখন তারা তাদের সকল সমস্যার সমাধান এখান থেকে অনুসন্ধান করবে। এ জন্য প্রয়োজন কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআন বুঝার মানসিকতা নিয়ে তা পাঠ করা।

বর্তমানে আল হামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত কুরআন চর্চা হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো দিক। সত্যিই আমরা যত বেশী কুরআনের চর্চা করবো তত বেশী সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

এই ধারাবহিকতায় আমার বন্ধুবর শাইখ নূরুল আলম বিন আব্দুস সবুর মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ) কুরআনের ৩০তম পারার তাফসীরের অনুবাদ করে বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা ও কুরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনকে একধাপ এগিয়ে দিলেন- এতে কোনো সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সর্বনিম্ন এ সূরাগুলোর তরজমা ও তাফসীর জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত তাফসীর থেকে কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাদের সুপ্ত চাহিদা পূরণ করতে পারবেন বলে আশাকরি। এই তাফসীরটি কুরআন ও হাদীসের দলীল সমৃদ্ধ হওয়ায় ও প্রতিটি সূরার শেষে শিক্ষণীয় দিকগুলো পয়েন্ট ভিত্তিক

উল্লেখ থাকায় বিশেষ করে মসজিদের ইমাম, খতীব, দাঈ, বক্তা ও ছাত্রদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি বইটি বহুল প্রচার কামনা করি। সেই সাথে মূল লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক সহ যারা এই বইটি প্রস্তুত ও প্রকাশে সহযোগিতা করেছে তাদের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করেন। আমীন।

বিনীত

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
(আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) সউদী আরব।
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং অগণিত দরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) উপর। মহান আল্লাহ আল-ক্বুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের নিমিত্তে। কিয়ামত পর্যন্ত আল-ক্বুরআন মানবতার মুক্তির দিশারী এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য এর অধ্যয়ন, চর্চা ও বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম)-এর ঘোষণায় যারা ক্বুরআন কারীমের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকে তারাই মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়া সাল্লাম)-এর এই পবিত্র বাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদের উদ্বুদ্ধ করেছে পবিত্র ক্বুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রণয়ন করার কাজে। সেই ধারাবাহিকতায় সৌদি আরবের জীযান বিভাগের প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ বিন শামী শাইবাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্ ক্বুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তাফসীর রচনা করেন এবং তাতে তিনি প্রত্যেক সমষ্টিগত আয়াতের ব্যাখ্যার পর এবং ছোটো ছোটো সূরাগুলির ব্যাখ্যার পর তা থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলো পয়েন্ট ভিত্তিক উল্লেখ করেন। যা ইতোমধ্যেই তাফসীর জগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় উক্ত তাফসীরের আম্পারার/৩০তম পারার বাংলায় অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। তাই ক্বুরআন কারীমের জ্ঞান পিপাষুদের কাতারে শামিল হওয়ার আশায় আরবী ভাষায় যথেষ্ট অদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আমি এই পবিত্র মহৎ কাজে হাত দেই। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা হওয়ায় দয়াময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, আল্হামদুলিল্লাহ।

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ বইটিতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করবেন। হে আল্লাহ্! তুমি এই বইটির মূল লেখক, প্রকাশক সহ যারা প্রস্তুত ও প্রকাশে সহযোগিতা করেছে, তাদের সকলের এবং আমার ও আমার পিতা-মাতার জন্য কাল ক্বিয়ামতের দিন নাজাতের উসীলা হিসেবে কবূল করে নাও।

বিনীত

নূরুল আলম আল্-মাদানী

মোবাইল : +৮৮০১৭১২৪৪৫১৯৭

+৯৬৬৫৫৬২৮৯৭৬৯

সূচিপত্র

সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর.....৯
সূরা ফাতিহা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ প্রসঙ্গ.....১০
সূরা ফাতিহা থেকে কতিপয় শিক্ষা.....১২
সূরা আন্-নাবার তাফসীর.....১৫
সূরা আন্-নাযিয়াতের তাফসীর.....২৫
সূরা আবাসার তাফসীর.....৩৩
সূরা আত্-তাকভীর এর তাফসীর.....৪০
সূরা আল্-ইনফিত্বারের তাফসীর.....৪৮
সূরা আল্-মুত্বাফ্ফিফীনের তাফসীর.....৫৩
সূরা আল্-ইন্শিক্বাক্বের তাফসীর.....৬০
সূরা আল্-বুরুজের তাফসীর.....৬৫
সূরা আত্-ত্বারিক্ব এর তাফসীর.....৭২
সূরা আল্-আ'লা এর তাফসীর.....৭৮
সূরা আল্-গাশিয়ার তাফসীর.....৮৫
সূরা আল্-ফাজ্র এর তাফসীর.....৯১
সূরা আল্-বালাদের তাফসীর.....৯৯
সূরা আশ্-শাম্সের তাফসীর.....১০৩
সূরা আল-লাইল এর তাফসীর.....১০৭
সূরা আয্-যুহার তাফসীর.....১১১
সূরা আলাম্-নাশরাহ বা ইনশিরাহ্ এর তাফসীর.....১১৪
সূরা আত্-ত্বীন এর তাফসীর.....১১৭
সূরা আল্-আলাক্ব এর তাফসীর.....১২০
সূরা আল্-ক্বদরের তাফসীর.....১২৪
সূরা লাম ইয়াকুন তথা আল্-বাইয়্যিনাহ্ এর তাফসীর.....১২৬
সূরা আল্-যিলযাল এর তাফসীর.....১২৯
সূরা আল্-আদিয়াত এর তাফসীর.....১৩২
সূরা আল্-ক্বারিআহ্ এর তাফসীর.....১৩৫
সূরা আত্- তাকাছুরের তাফসীর.....১৩৭
সূরা আল্-আসরের তাফসীর.....১৪০
সূরা আল্-হুমাযাহ্ এর তাফসীর.....১৪২
সূরা আল্-ফীলের তাফসীর.....১৪৪
সূরা আল্-কুরাইশের তাফসীর.....১৪৬
সূরা আল্-মাউনের তাফসীর.....১৪৯
সূরা আল্-কাউসারের তাফসীর.....১৫১
সূরা আল্-কাফিরূনের তাফসীর.....১৫৩
সূরা আন্-নাসরের তাফসীর.....১৫৫
সূরা আল্-লাহাবের তাফসীর.....১৫৭
সূরা আল্-ইখলাছের তাফসীর.....১৬০
সূরা আল-ফালাক্বের তাফসীর.....১৬৩
সূরা আন্-নাসের তাফসীর.....১৬৫

atpbd04@gmail.com

atpbd04@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত সত্য মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবে, তাঁদের উপর অফুরন্ত দুরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

অতঃপর নিশ্চয়ই এই (সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ক্বুরআনের শিক্ষা) এটা আমাদের এমন একটি কিতাব, যা রাসূল (ﷺ)-এর বাণী : (يسروا ولا تعسروا)

তোমরা মানুষের উপর সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না'' এর প্রতি অনুধাবিত হয়ে সংক্ষিপ্তাকারে সহজ-সরল করে প্রকাশ করেছি।

আর এই কিতাব নিম্নোক্ত গুণাবলীতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত :-

১. এটা একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর যা প্রত্যেক পাঠক সহজেই বুঝতে পারবে।

২. এই তাফসীরটি বিভিন্ন শিক্ষা সম্বলিত। আর এই শিক্ষাগুলি ক্বুরআন কারীম থেকে অথবা রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস থেকে দলীল প্রমাণাদীপুষ্ট।

৩. আমরা এই তাফসীরে শুধুমাত্র সহীহ (বিশুদ্ধ) অথবা হাসান (উত্তম) হাদীস উল্লেখ করেছি। যা নির্ভরযোগ্য উলামাগণ বা কতিপয় আলেম সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বা হাসান (উত্তম) বলেছেন। যেন পাঠক অনুসন্ধান করা থেকে অবকাশ পায়।

৪. এই কিতাবে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি সবকিছুতে কেবল আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পন্থা অবলম্বন করেছি।

৫. আল্লাহর তাওহীদের (একত্ববাদের) গুরুত্ব এবং তাকে আঁকড়ে ধরা এবং তার প্রতি (মানুষকে) দাওয়াত দেওয়া (আহ্বান করার) উপর (বিষয়গুলো) কেন্দ্রীভূত করেছি।

৬. এই কিতাবে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ক্বুরআনিক পদ্ধতি উল্লেখ করেছি এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের (দায়ীদের) কে তাঁদের দাওয়াতি কাজে ঐ-সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিয়েছি।

৭. এই কিতাবে এই মহা-গ্রন্থ আল্-ক্বুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্য মানুষের প্রতি অনেক উপদেশ ও দিকনির্দেশনামূলক বাঁতা রয়েছে। এবং যাতে করে তারা এবিষয়কে সর্বোপরি গুরুত্ব দেয়।

৮. এই কিতাবে রয়েছে আখিরাতের স্মরণ, তার অন্বেষণ, তাতে প্রচেষ্টা করা এবং বান্দা যেন দুনিয়া হতেও গ্রহণ করে (তার অংশ যেন সে ভুলে না যায়)। আর এসব কিছুই ক্বুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে (উল্লেখ করা হয়েছে)।

atpbd04@gmail.com

৯. এই তাফসীর এবং এর (শিক্ষামূলক) পাঠগুলি মসজিদসমূহে, বিভিন্ন বৈঠকে ও ওয়াজ-মাহ্ফিলে জনসম্মুখে এবং ছাত্রদের সামনে পাঠের উপযোগী।

১০. এই তাফসীর একজন ইমামের জন্য এমন উপযোগী যে, সে এই তাফসীরের কিছু অংশ নিয়ে জুমুআর খুতবা দিতে পারবে। অনুরূপভাবে এই তাফসীরে অনেক শিক্ষা রয়েছে যা দায়ীদেরকে (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) মহিলা ও পুরুষ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে সম্বোধন করে।

মহানুভব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই কিতাবের দ্বারা উপকার করেন এবং আমলসমূহ যেন খালেছভাবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হয়। আর আদি-অন্ত সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

আর আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সমস্ত সাহাবাগণের উপর। আর আল্লাহ তা'য়ালাই তাওফীক্বদাতা।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন শামী মুত্বাঈন শাইবাহ্।
পরিচালনা-পরিষদ প্রধান, আল্ মালহা ইসলামী দাওয়া সেন্টার
ভূতপূর্ব বিচারক বেশ (ইসলামী) আদালত (কোর্ট)
মুফতী জীযান এলাকা, সৌদি আরব

অনুবাদ: নূরুল আলম বিন আব্দুস সবূর

atpbd04@gmail.com

سورة الفاتحة

সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
﴿٧﴾﴾ الفاتحة: ١ - ٧

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ :

(১) পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক (৩) যিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু (৪) যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক (৫) আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করো (৭) তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব বর্ষিত হয়েছে, এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট। আমীন!

ব্যাখ্যাসহ অনুবাদঃ পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে আমি আমার পড়া শুরু করছি। তাঁর কাছে সাহায্য কামনা ও তাঁর মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তাঁর উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ ও পরিপূর্ণ গুণাবলি এবং মহিমা সহকারে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। তিনি সকল সৃষ্ট-জীবের প্রতিপালক যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযক দান করেছেন এবং তাঁর নিয়া'মতরাজির মাধ্যমে প্রতিপালন করেন। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়া ও করুণায় হিদায়াত দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অজস্র দয়ায় পরম করুণাময়। মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু যার দয়া সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ক্বিয়ামাত দিবস তথা প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসের মালিক। অতএব সেদিন তিনি ছাড়া আর কেউ মালিক নেই।

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ غافر: ١٦

"আল্লাহ বলবেন : আজ রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহরই"। (সূরা গাফের, আয়াত নং ১৬)

atpbd04@gmail.com

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, আর তুমি ছাড়া অন্যকে ছেড়ে তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমারই উপর আমরা ভরসা করি। অতএব তুমি ছাড়া আমাদের কোনোই শক্তি এবং সামর্থ্য নেই। আমাদেরকে পথ নির্দেশ করো এবং তাওফীক দাও এমন পথের দিকে যাতে কোন বক্রতা নেই। (যে পথ) তোমার দ্বীন অনুপাতে আমল এবং তোমার নির্দেশের অনুসরণ ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার জান্নাতে পৌছাবে। আর এই সহজ-সরল পথ সেই পথ যার প্রতি ঈমান আনয়ন ও সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক প্রদানের মাধ্যমে নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণের উপর নিয়া'মত দান করেছ। তাদের পথ নয় যাদের উপর তুমি রাগান্বিত হয়েছ ওদের মধ্যে যারা সত্য (হক্ব) জেনেছে অথচ আমল করেনি। যেমন: ইয়াহুদিরা। এবং তাদের পথও নয় যারা তোমার দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, ওদের মধ্যে যারা (হক্ব) সত্যকে পরিত্যাগ করেছে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিতে। যেমন: খৃষ্টানরা।

সূরা ফাতিহা, আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ প্রসঙ্গ

১। সূরা ফাতিহা এটা সাবউল মাছানী তথা বারবার পঠিত সাতটি আয়াতবিশিষ্ট সূরা। মহান কুরআন যা কেবল নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই দেয়া হয়েছে এবং এটা কুরআনের এক অতি মহান সূরা। আর নিশ্চয়ই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরা শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الفاتحة: ٢

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (তথা সূরা ফাতিহা) এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে''। (সহীহ বুখারী হা : ৪৪৭৪)

২। সূরা ফাতিহা (রোগ আরোগ্যের জন্য) ঝাড়-ফুঁক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটা উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) আর আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি বলেন: ''একবার আমরা সফরে চলছিলাম (পথিমধ্যে আমরা এক স্থানে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ বাড়ীতে নেই। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সাথে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুঁক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুঁক করলো এবং গোত্রের সরদার সুস্থ হয়ে উঠলো। এতে সরদার খুশী হয়ে তাঁকে ত্রিশটি ছাগল দান করলো এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করাল। ফিরে আসার পথে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালভাবে ঝাড়-ফুঁক

করতে জানো (অথবা রাবীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুঁক করতে পার? সে উত্তর করলো, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব তথা সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুঁক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মাদীনায় পৌঁছে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, সে কেমন করে জানলো যে, তা (সূরা ফাতিহা) রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একটা ভাগ রেখো''। (সহীহ বুখারী হা: ৫০০৭)

হে মুসলিম! তুমি নিজের অথবা অন্যের যে-কোনো রোগের জন্য সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো। আর তোমার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। যেহেতু পরিপূর্ণ কুরআনই মুমিনদের জন্য (শিফা) আরোগ্য দানকারী ও রহমত স্বরূপ।

৩। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষাংশ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে : নিশ্চয় একজন ফেরেশতা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলেন : ''আপনি আপনাকে দেওয়া দুইটি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নাবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দুইটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন, তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে। (ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন)।

৪। যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাতই হবে না। যেহেতু ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী সলাত আদায়কারী সকলের উপর তা পাঠ করা রুকন। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো অথচ তাতে উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সলাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেলো, পূর্ণাঙ্গ হলো না''। (সহীহ মুসলিম)।

৫। কুরআন পাঠ করার পূর্বে ইস্তি'য়াযাহ তথা (আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম) পাঠ করা শরীয়ত সম্মত। এই দলীলের ভিত্তিতে যে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ النحل : ٩٨

''যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে''। (সূরা আন্-নাহ্ল, আয়াত নং ৯৮)।

মুসলিম ভাই আমার! সলাতে হোক বা সলাতের বাইরে হোক আর সূরার প্রথম থেকে বা মধ্যস্থল থেকে অথবা শেষাংশ থেকে শুরু করো কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে ইস্তিয়াযাহ করো। এবং তা প্রত্যেকবার পাঠের সময়ই করো।

৬। যে কোন সূরা প্রথম বা শুরু থেকে পাঠ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা শরীয়তসম্মত। কেননা বিসমিল্লাহ্ হলো সূরা গুলির মাঝে পার্থক্য করার জন্য একটি আয়াত। আর বিশুদ্ধতম কথা হলো এটা সূরা নামলের একটি আয়াতাংশ এবং সূরা ফাতিহার আয়াত নয়।

সূরা ফাতিহা থেকে কতিপয় শিক্ষা

১। মুসলিম ভাই আমার! আমরা যেন তা দ্বারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসা এবং আল্লাহর গুণগান করি। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'আয় বলেছেন : ''তোমার প্রশংসা ও গুণগান গণনা করার শক্তি আমার নেই। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছ, তুমি ঠিক তদ্রূপ''। (সহীহ মুসলিম)

অতএব সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং বলবো যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

(اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

এবং জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আর সর্বোত্তম দু'আ হলো (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)''। (ইবনে মাজাহ হাদীসটি হাসান)।

২। মুসলিম ভাই আমার! যখন আমাদের কেউ সলাত আদায় করে এবং সূরা ফাতিহা পড়ে তখন সে যেন প্রত্যেক আয়াতের ক্ষেত্রে গবেষণাসহ তাঁর অন্তরকে বিনয়ী ও সজাগ রাখে। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''মহান আল্লাহ বলেছেন: আমার এবং বান্দার মাঝে আমি সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হয়। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য); আল্লাহ তা'য়ালা এর জবাবে বলেন : আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, 'আর-রহমানির রহীম' (তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : বান্দা আমার তা'রীফ করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন; (তিনি বিচার দিনের মালিক); তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি এও বলেন : বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, ''ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন'' (আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তখন আল্লাহ বলেন : এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চায় তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে ''ইহদিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায-যোয়াল্লীন'' আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন। যেসব লোকদের আপনি নিয়া'মাত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়- তাদের পথেই আমাদের পরিচালনা করুন); তখন আল্লাহ বলেন : এসবই আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হবে''। (সহীহ মুসলিম)

৩। মুসলিম ভাই আমার! জেনে রেখ, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ একমাত্র তিনিই ক্বিয়ামাত দিবসের অধিপতি, তিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ غافر : ١٦

আল্লাহ বলবেন: ''আজ রাজত্ব কার? একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহরই''। (সূরা গাফের, আয়াত নং ১৬)

সুতরাং এখন থেকেই প্রস্তুত হও এবং সেই দিনের জন্য তোমার জীবনের মুহূর্তগুলোর প্রত্যেকটি মূহূর্তে প্রস্তুত থাকো। কেননা সেটা হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান দিবস। এবং তোমার উঠা-বসা ও চলাফেরা সর্বাবস্থায় তাকে তোমার স্মরণে রাখ। অতএব শুধুমাত্র উত্তম কাজ ও আনুগত্যে অগ্রসর হবে এবং আল্লাহর সমস্ত নাফরমানী কাজ থেকে দূরে থাকবে। আর যখনই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তখনই স্মরণ করবে ক্বিয়ামত দিবসে কর্মসমুহের উপর হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের বিষয়। আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

৪। নিশ্চয় পথ তিনটি-

১ম:- তাঁদের পথ যাদের উপর আল্লাহ নিয়া'মাত দান করেছেন। তাঁরা হলেন নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, এবং সৎর্কমশীলগণ। আর তা হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা। আল্লাহর নাফরমানী ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। সুতরাং হে মুসলিম ভাই আমার, তুমি এই পথেরই অনুসরণ করো এবং আল্লাহর কাছে দুয়া করো তিনি যেন তোমাকে এপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন এবং তার সন্ধান দেন এবং পথনির্দেশ দেন।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الفاتحة: ٦

আল্লাহ্ বলেন : ''আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন''।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে হিদায়াত-প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক বানান। আম্মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : ''হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমন্ডিত করো এবং আমাদেরকে হিদায়াত-প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক বানাও''। (নাসাঈ, সহীহ)

আর আল্লাহর কাছে হিদায়াত কামনা করো এবং বলো যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন :

(اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى)

''হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সঠিক পথনির্দেশ, আল্লাহ-ভীরুতা, চারিত্রিক নির্মলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি''। (সহীহ মুসলিম)

২য়:- যারা রোষানলে পতিত হয়েছে তাদের পথ তথা (যারা হাক্ব বা সত্যকে জেনেছে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করেনি)। যেমন ইয়াহুদরা। আর এই পথকে তুমি পরিহার করবে। আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে ঐ পথ থেকে মুক্তি দেন এবং বিশেষ করে তা থেকে যেন দূরে রাখেন। বরং তুমি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যা কিছু জেনেছ ঐগুলির উপর আমল করা তোমার উপর অপরিহার্য্য কর্তব্য। কেননা যে জ্ঞান অর্জন করেছে অথচ আমল করে না তার মধ্যে ইয়াহুদীর সাদৃশ্য রয়েছে।

৩য়:- পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্তদের পথ। (যারা হাক্ব বা সত্যকে পরিত্যাগ করে অজ্ঞতা এবং বিভ্রান্তির উপর আল্লাহর ইবাদাত করে)। যেমন: খৃষ্টানরা। আর এই পথকে তুমি পরিহার করবে। আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে ঐ পথ থেকে মুক্তি দেন এবং বিশেষ করে তা থেকে যেন দূরে রাখেন। বরং তোমার উপর অপরিহার্য্য কর্তব্য হচ্ছে, তুমি তোমার দ্বীনকে জানবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন: ''ইয়াহুদীরা রোষানলে পতিত হয়েছে আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট''। (তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)।

মুসলিম ভাই আমার! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পথ থেকে সাবধান থাকো এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং এরা ছাড়া অন্যান্য কাফেরদের সাদৃশ্য হতে সাবধান থাকো। কেননা অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুরূপ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে"। (আবূ দাউদ, সহীহ)।

***

سورة النبأ

সূরা আন্-নাবার তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾﴾ النبأ : ١ - ١٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তারা পরস্পর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (২) সেই মহান সংবাদটির বিষয়ে (ক্বিয়ামাত) (৩) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত (৪) কক্ষনো না, (তাদের ধারণা অবাস্তব) তারা শীঘ্রই তা জানতে পারবে (৫) আবার বলছি, কক্ষনো না, তারা শীঘ্রই তা জানতে পারবে (৬) আমি কি জমিনকে বিছানা বানিয়ে দেইনি? (৭) আর পর্বতগুলোকে পেরেক রূপে গেঁড়ে দেইনি? (৮) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রামের মাধ্যম (১০) রাতকে করেছি আবরণ (১১) এবং দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের উপযোগী (১২) আর তোমাদের উপর সুদৃঢ় সাত আকাশ নির্মাণ করেছি (১৩) এবং সৃষ্টি করেছি একটি অতি উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য) (১৪) আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘ-মালা থেকে প্রচুর পানি (১৫) যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ (১৬) এবং নিবিড়-ঘন বাগানসমূহ।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

মুশরিকরা তাদের পরস্পরের মাঝে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে?

নিশ্চয় তারা একটি মহান উজ্জ্বল ভয়ানক সংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তা হচ্ছে যা নিয়ে নাবী (ﷺ) এসেছেন যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তা'য়ালার একজন রাসূল এবং আল্-

কুরআন যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার ভিতর যে ক্বিয়ামত, পুনরুত্থান এবং অংশীদার বিহীন এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ রয়েছে তার। তা এমন চিরসত্য যে তার অগ্রে ও পশ্চাতে কোনো মিথ্যার লেশ নেই। যাতে মুশরিকরা মতানৈক্য করেছে, ফলে তারা কেউ সত্যবাদী, কেউ মিথ্যাবাদী, কেউ সন্দেহকারী, কেউ দ্বিধাগ্রস্ত, আবার কেউ ইতস্ততকারী।

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন এই কুরআনের সত্যতা এবং যে বিষয়ে তা সংবাদ দিয়েছে তার এবং তা উপেক্ষা করার বোকামি তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। অতিসত্বর এ বিষয়টির জ্ঞান তাদের নিকট দিবালোকের মত আরো স্পষ্ট হবে এবং অচিরেই তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে। অতঃপর তারা তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

আর আল্লাহ তা'য়ালার মহান ক্ষমতা ও পুনরুত্থানের উপর বিভিন্ন প্রমাণাদির মধ্য হতে অন্যতম প্রমাণ বা দলীল হলো, সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ বলেন : আমি কি ভূমিকে বিছানা স্বরূপ করিনি?

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً﴾

অর্থাৎ বিছানা স্বরূপ সৃষ্ট জীবের জন্য বশীভূত এবং অবস্থান বা বসবাসের ও আবাদের এবং অন্যান্য যে সমস্ত কাজে সৃষ্টজীব প্রয়োজনবোধ করে তার উপযোগী করে দিয়েছি।

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً﴾

অর্থাৎ পাহাড় সমূহকে জমিন ধরে রাখার জন্য পেরেক রূপে গেঁড়ে দিয়েছি যাতে করে হেলে-দুলে না যায় এবং নড়াচড়া না করে।

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً﴾

তোমাদেরকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী রূপে যাতে করে পরস্পরে একে অপরকে উপভোগ করে এবং বংশ বিস্তার লাভ করে । ফলে এর বংশ বা জাত অবশিষ্ট থাকে।

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً﴾

তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রামের মাধ্যম অর্থাৎ তোমাদের শরীরের আরামের জন্য।

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً﴾

রাত্রিকে করেছি আবরণ। তোমাদের জন্য পোশাকের মত আবরণকারী।

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً﴾

দিনকে জীবিকা অর্জনের জন্য আলোকময় করেছি যাতে করে জীবিকার জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং উপার্জন করতে পার।

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً﴾

তোমাদের উপর শক্তিশালী সাত (আসমান) তৈরি করেছি। অর্থাৎ শক্তিশালী ও মজবূত সাত আসমান।

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجا﴾

অর্থাৎ আমি সারা বিশ্বের উপর সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় আলোকময় করেছি।

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجا﴾

অর্থাৎ আমি মেঘমালা থেকে অবিশ্রান্ত পবিত্র উপকারী পানি বর্ষণ করেছি।

﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً﴾

যাতে আমি এই পানির মাধ্যমে খাদ্য-শস্য ফলাই যা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো এবং বিভিন্ন পশুর জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদও ফলাই।

﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً﴾

এবং এই পানি দ্বারা উদ্গত করি নিবিড় প্রাচুর্যের বাগানসমূহ, ডালপালা বা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ-গাছালি ভরা, যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির ফলমূল।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই। নিশ্চয়ই মহান সংবাদ যা সারা বিশ্ব ও অন্যান্যকে আন্দোলিত বা কম্পিত করে দিয়েছে তা হলঃ-

ক। নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। আর ইয়ায বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ)-এর বাণী : ''আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা জগতবাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করে আরব অনারব সবার প্রতি (তাদের কার্যকলাপে) ক্রোধান্বিত হলেন। কেবল আহলে কিতাবদের কিছু সংখ্যক লোক যারা সঠিক পথকে ধরে রেখেছে (তারা স্রষ্টার ক্রোধ থেকে বেঁচে গেলো)।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে নাবী করে প্রেরণ করেছি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমার দ্বারা জগতবাসীকে পরীক্ষা করার জন্য.....আল-হাদীস। এ দু'উদ্দেশ্যে আপনাকে জগতে পাঠিয়েছি। (সহীহ মুসলিম)।

অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা এই রাসূলের (ﷺ) দ্বারা জগতবাসীকে শির্কের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের দিকে নিয়ে এসেছেন।

পূর্বে উল্লেখিত ইয়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে :

''আর নিশ্চয়ই আমি আমার সমস্ত বান্দাকে (জন্মগত ভাবে) নিষ্কলুষ করে তথা সঠিক পথের অনুসারী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছে। আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা সে তাদের উপর হারাম করেছে

এবং সে তাদেরকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে নির্দেশ করেছে যে বিষয়ে আমি কোন যুক্তি-প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি''.....আল-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)।

অতএব হে ভাই, আমরা কি এই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করছি? এবং তাঁকে এমনভাবে ভালবাসছি কি? যাতে তিনি আমাদের নিকট নিজ আত্মার চেয়েও বেশী প্রিয়ভাজন হয়েছেন? যেমন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার সন্তান তার পিতা এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়ভাজন না হব''। (এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিঃ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

আর যেহেতু রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কতিপয় পাথর সালাম দিতো, যেমন তিনি জাবের বিন সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, ''নিশ্চয় আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি যে আমাকে আমার নবুওত পাওয়ার পূর্বে সালাম করত, আমি অবশ্যই এখনো ঐ পাথরকে চিনি''। (সহীহ মুসলিম)। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খেজুরের ডাল (কাষ্ঠ) পরিত্যাগ করেছিলেন তখন ডালটি (সমবেদনায়) ক্রন্দন করছিলো।

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেন : ''এই পাহাড় আমাকে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি''। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অতএব হে ভাই আমরা নিজেরা কি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণ ভালবাসা বাস্তবায়নের জন্য আত্মপর্যালোচনা করছি?

খ। এই মহা-গ্রন্থ আল্-ক্বুরআনের অবতরণ।

আর ইয়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ বলেন : ''আর আমি তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না। তা আপনি শয়নে জাগরণে সর্বাবস্থায় পাঠ করতে পারেন''.....আল্-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)।

এবং মহান আল্লাহ বলেন : ''নিশ্চয় এই ক্বুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে''। (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত নং ৯)।

অতএব এই ক্বুরআনের মাধ্যমেই অনেক জাতিকে সমুন্নত করা হয় এবং অন্যদেরকে হীন করা হয়। যেমন: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ''নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই ক্বুরআনের মাধ্যমে অনেক জাতিকে (মর্যাদায়) সমুন্নত করবেন এবং অন্যদেরকে (অবনত) হীন করবেন''। (সহীহ মুসলিম)।

কিন্তু ভাই আমরা কি এই ক্বুরআনকে তিলাওয়াতে, আমলে, উপলব্ধি-অনুধাবনে, আক্বীদা-বিশ্বাসে, আদান-প্রদানে, চলাফেরাতে এবং চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছি? প্রত্যেককে নিজের দিকে ফিরে এবিষয়ে আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যাতে এই মহান গ্রন্থকে জ্ঞানে এবং আমলে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

২. প্রিয় পাঠক! আপনি এসমস্ত বিশ্বজনীন নিদর্শন সমূহ (সৃষ্টিকুল) যা কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি লক্ষ করুন। এগুলো যথাযথ মজবূতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা

আল্লাহর মহান ক্ষমতার প্রমাণ করে। সমতল পৃথিবী, সুউচ্চ পাহাড় সমূহ, সমস্ত সৃষ্টিকুল এবং তার প্রকারভেদ, দিবা-রাত্রি, খুঁটি বিহীন শক্তিশালী আকাশ সমূহ, দীপ্তিমান আলোকময় সূর্য, বারিধারা ও পানি সমূহ, মাঠ-ময়দান, শস্যক্ষেত্র, বিভিন্ন লতাগুল্ম ইত্যাদি। অতএব আপনার অন্তরকে আল্লাহর ভীতি ও তাঁর ভালবাসা দিয়ে ভরপুর করে রাখুন। এবং তাঁর আনুগত্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আর জেনে রাখুন! এসমস্ত সকল সৃষ্টিকুল আল্লাহর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর যখন নাবী (ﷺ) (মক্কার) একটি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন বলেন, ''তোমরা ভ্রমণ করো, এটি ''জুমদান'' পাহাড়। (মনে রেখ) নির্জন-বাসীরা অগ্রে বেড়ে গেছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, নির্জন-বাসী কারা হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)? তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারীনি মহিলাগণ''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ
يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ
السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ
فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
﴿٢١﴾ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَابِثِينَ فِيهَا
أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً
وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ
إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾﴾ النبأ: ١٧ – ٣٠

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে (১৮) সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে (১৯) আকাশকে খুলে দেওয়া হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দরজা বিশিষ্ট (২০) আর পর্বতগুলিকে করা হবে চলমান, ফলে সেগুলো নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম অপেক্ষায় রয়েছে (২২) যা সীমা লঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল (২৩) সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে (২৪) সেখানে তারা কোন শীতল ও পানীয় আস্বাদন করবে না (২৫) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া (২৬) এটাই উপযুক্ত প্রতিফল (২৭) তারা কখনো হিসাব-নিকাশের আশা পোষণ করত না (২৮) এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো (২৯) সবকিছুই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি (৩০) অতএব তোমরা সাধ গ্রহণ করো, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করবো।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নিশ্চয় সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার ফয়সালার দিবস আর তা হলো ক্বিয়ামত দিবস, যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত রয়েছে। আর তার সুনিশ্চিত সময় সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যে দিন ঈস্রাফীল আলাইহিস সালাম পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিবেন সেদিন তোমরা দলে দলে আসবে। আর আকাশকে উন্মোচন করা হবে ফলে তার বিভিন্ন রাস্তা হবে যেগুলি দিয়ে ফেরেশ্তাগণ অবতরণ করবেন। আর পর্বতমালাকে সেগুলোর অবস্থান থেকে উপড়িয়ে ফেলা হবে ফলে তা চলমান হয়ে যাবে, যার ফলে প্রত্যক্ষকারীর কাছে মনে হবে যে তা হয়তো কোন বস্তু, অথচ তা হলো মরীচিকা, যা আসলে কিছুই নয়।

নিশ্চয় জাহান্নামের আগুন প্রস্তুতকৃত রয়েছে। আর তা সীমালঙ্ঘনকারী বিদ্রোহী যারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের জন্য প্রত্যার্বতনস্থল এবং আবাসস্থল। আর সেখানে তারা দীর্ঘ যুগ (অনন্তকাল) ধরে অবস্থান করবে যার কোন শেষ নেই এবং সমাপ্তও হবে না। জাহান্নামের আগুনের ভিতরে তারা তা নিভানোর জন্য বা তার তাপ বা উষ্ণতা লাঘবের জন্য কোন ঠাণ্ডা বস্তু পাবে না। এবং পিপাসা নিবারণের জন্য কোন সুস্বাদু পানীয় বস্তু পাবে না। তবে তারা তীব্র গরম পানি পাবে যা পেটের নাড়ি-ভূরি কেটে ফেলবে। তারা আরও পাবে জাহান্নাম বাসীদের জমে থাকা পুঁজ, ক্ষতস্থানের দূষিত রস, ঘাম, অশ্রু আর তা হবে এত ঠাণ্ডা যে, অতি ঠাণ্ডার কারণে তা সুপেয় হবে না। এবং দুর্গন্ধের কারণে পান করাও সম্ভবপর হবে না। আর এই শাস্তি দুনিয়াতে তাদের কার্যকলাপের বিনিময় অনুপাতে। তারা পুনরুত্থান এবং হিসাব-নিকাশের দিবসকে অস্বীকার করত। এবং অস্বীকার করেছে আল্লাহ পাকের দলীল সমূহ এবং তাঁর সৃষ্টির অকাট্য প্রমাণসমূহকে এবং তিনি যা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন তাকে। আর আমি অবশ্যই বান্দাদের সকল আমল সমূহকে জেনে শুনে অতি সূক্ষ্ম হিসাবে কোন রকম হেরফের বা কমবেশি না করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। অতএব হে জাহান্নাম-বাসীরা তোমরা যে শাস্তিতে আছো তা ভোগ করতে থাক। সুতরাং আমি তোমাদের উপর অনুরূপ শাস্তি এবং আরও বিভিন্ন ধরণের শাস্তি বৃদ্ধি করতেই থাকবো। এবং তোমাদের শাস্তির কোন ঘাটতি করা হবে না।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১। নিশ্চয় ক্বিয়ামত দিবসে সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার ফয়সালা করবেন। অতএব হে প্রিয় ভাই! তুমি কি হক্বদারদের প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করেছ? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন : "অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হক্ব (প্রাপ্য) যথাযথ আদায় করবে। এমনকি শিং বিহীন বকরীর কাছে শিং বিশিষ্ট বকরীর নিকট থেকে হক্ব আদায়ের জন্য টেনে নিয়ে আনা হবে"। (ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) ও অন্যান্য গ্রন্থাকার উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)।

অতএব এই মুহূর্ত থেকে বান্দার হক্বসমূহের ব্যাপারে নিজে আত্মপর্যালোচনা করো এবং তা মৃত্যুর পূর্বেই অতি উত্তম ভাবে পরিশোধ করে দাও। আর নিশ্চয় ক্বিয়ামতের দিন টাকা পয়সা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না। বরং তা সৎ আমল ও মন্দ আমলের মাধ্যমে হবে। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''আর সেখানে কোন টাকা পয়সা (দীনার/দিরহাম) থাকবে না। তাই যদি তার কোন সৎ আমল থাকে সেই সৎ আমলসমূহ থেকে নেওয়া হবে। আর যদি কোন সৎ আমল না থাকে তাহলে পাওনাদারের গুনার বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে''। (তিরমিযী, সহীহ)।

২। (الصور)

হচ্ছে শিঙ্গা যার ভিতর ফুঁক দেয়া হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ''একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক আরব বেদুঈন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেন, সূর কি? তখন তিনি উত্তরে বলেন : তা একটি শিঙ্গা যাতে ফুঁৎকার দেয়া হবে''। (তিরমিযী, সহীহ)।

৩। নিশ্চয় জাহান্নাম সীমালঙ্ঘন কারীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তার বিবরণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যখন আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে জান্নাতে প্রেরণ করেন..... উক্ত বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে বলেন তুমি জাহান্নামের কাছে গিয়ে তার দিকে লক্ষ করো (তা অবলোকন করো) এবং তাতে বসবাসকারীদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখ। অতঃপর তিনি দেখেন যে তার (জাহান্নামের) একটি আরেকটির উপর আরহণ করছে''.....আল্-হাদীস। (ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থাকার উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)। (সহীহ)।

উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, ''একটি বিশাল পাথর যদি জাহান্নামের পার্শ্ব থেকে নিক্ষেপ করা হয় অতঃপর তা যদি ৭০ বৎসর পর্যন্ত নীচের দিকে নামতে থাকে তবুও তার অবস্থানস্থল পাবে না''। (মুসলিম ও তিরমিযী শব্দগুলো তিরমিযী শরীফের)।

সুতরাং বান্দার উচিত সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতা থেকে সতর্ক থাকা। কারণ জাহান্নাম অবাধ্য সীমা-লঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

৪। হে মুসলিম! জাহান্নামের আগুন থেকে পলায়ন করো মুক্তির উপকরণ সম্পাদন ও ধ্বংসের বিভিন্ন উপকরণ পরিত্যাগের মাধ্যমে। অর্থাৎ (ওয়াজিবসমূহের বাস্তবায়ন ও হারামসমূহ পরিত্যাগের মাধ্যমে)। এবং তাকে তুমি সর্বোপরি গুরুত্বে স্থান দাও। আর নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আমি জাহান্নামের মত বস্তু থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে ঘুমাতে দেখিনি আর জান্নাতের মত (নিয়ামতর্পূণ) বস্তুকে অন্বেষণকারী (প্রত্যাশী) ব্যক্তিকে ঘুমাতে দেখিনি''। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)।

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾﴾ النبأ : ٣١- ٤٠

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ

(৩১) নিশ্চয় মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা (৩২) বাগানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর (৩৩) এবং সমবয়স্কা নব্য কুমারীবৃন্দ (৩৪) এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র (৩৫) সেখানে তারা শুনবে না অসার অর্থহীন আর মিথ্যে কথা (৩৬) এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পুরস্কার যথোচিত দান (৩৭) যিনি আকাশ, পৃথিবী আর এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক, তিনি অতি দয়াময়, তাঁর সম্মুখে কথা বলার শক্তি কারো হবে না (৩৮) সেদিন রূহ্ (জিবরাঈল) এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। দয়াময় (আল্লাহ) যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে (৩৯) এ-দিবস সুনিশ্চিত সত্য। অতএব, যে চায় সে যেন তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল করে নেয় (৪০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিকটতম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি, সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নিশ্চয় যারা আল্লাহকে তাঁর নির্দেশিত কাজসমুহ সম্পাদন করে এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলতা অর্জন কামনায় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বাগবাগিচা তাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের গাছগাছালি, নানাবিধ আঙ্গুর এবং তাদের জন্য রয়েছে সমবয়স্কা আনত নয়না সুন্দরী (পূর্ণযৌবনা) উন্নত বক্ষা হুরদের মধ্য থেকে স্ত্রীগণ। তাদের জন্য আরো রয়েছে নির্মল, স্বচ্ছ শরাব ভর্তি পেয়ালাসমূহ যা জ্ঞানের বিকৃতি ঘটাবে না এবং পেটে ব্যথা দেবে না। এবং তারা জান্নাতে কোন অনর্থক উপকারহীন কথা শুনবে না, না কোন পাপের, না মিথ্যা আর না কোন

বেহুদা কথা। বরং সেখানে যা কিছু থাকবে সবই দোষ-ত্রুটি মুক্ত। আর এটাই হবে পরহেযগারদের (আল্লাহ ভীরুদের) জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং বিশেষ দান যা তাদের প্রভুকে ভয় করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া স্বরূপ। আর এই পুরস্কার ও বিনিময় যিনি তাদেরকে দান করেছেন, তিনি হলেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল (আকাশসমূহ ও জমিন) এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক এবং বাদশাহ্। নিশ্চয় তাঁর রহমত (দয়া) সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁকে সম্বোধন করতে বা তাঁর সাথে কথা বলার ক্ষমতা কারো থাকবে না। ক্বিয়ামতের দিন জিবরীল আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ আল্লাহর শানে বিনয়ী, ভীত-সন্ত্রস্ত ও হীন হয়ে এবং তার সম্মানার্থে কাতারবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাবেন। সুতরাং রহমান আল্লাহ কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি না দিলে তাঁদের মধ্যে কেউ কারো সুপারিশের জন্য কথা বলতে পারবে না।

আর তিনি যর্থাথই বলেছেন : (সুপারিশ-কারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি, সুপারিশের জন্য অপরিহার্য শর্ত)।

সেই দিন অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং তা অবশ্যম্ভাবী। কেননা তা বাস্তব সত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি মুক্তি ও সফলতা কামনা করে সে যেন তার প্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তন পথ অবলম্বন করে। এমন এক পথ যা কল্যাণকর ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে অতি নিকটতম আযাব এবং তা তোমাদের উপর নাযিল হওয়ার ভয় দেখিয়েছি। সেদিন বান্দার সামনে তার সমস্ত ভাল-মন্দ আমলসমূহকে পেশ করা হবে, ফলে সে সেগুলোকে তার সামনে দেখতে পাবে। আর ঐসময় যখন কাফের তার নিকৃষ্ট আমল এবং অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল বা পরিণাম দেখবে তখন সে বলবে হায়, আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! ফলে আমার হিসাব নেয়া হতো না এবং আমাকে শাস্তি দেয়া হতো না এবং এই যন্ত্রণাদায়ক ঠিকানায় পৌছতাম না (তাহলে কতই না ভাল হত)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১। হে বান্দা! নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য রয়েছে মহান সফলতা ও জান্নাতসমূহ। সুতরাং তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। তবে তা আল্লাহ যার উপর সহজ করে দেন তার জন্য সহজতর হয়। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বলেছেন : ''জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে এবং জাহান্নামও তদনুরূপ''। (সহীহ বুখারী)।

২। মু'মিন ব্যক্তির জন্য সুপারিশের শর্তসমূহ :

(ক) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি (থাকতে হবে) প্রদান।

(খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কবীরা গুনাহ্কারীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ এর মধ্যে গণ্য।

যেমন জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ''আমার সুপারিশ আমার উম্মতের কবীরা গুনাহ্কারীদের জন্য''। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিববান) হাদীসটি সহীহ।

আর কাফেরদের জন্য (তাদেরকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচা আবু তালিবের শাস্তি লাঘবের জন্য সুপারিশ করবেন। ফলে তাকে দু'টি জুতা পরানো অবস্থায় দোযখের কিনারায় রাখা হবে। যার তাপের তীব্রতার কারণে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''আমি না হলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত''। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

৩। আঙ্গুর সর্বোত্তম ফল। তা টাটকা ও শুকনা কিশমিশ বানিয়ে খাওয়া যায়। আঙ্গুরের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন (এ) এবং কিশমিশে রয়েছে ভিটামিন (সি) এবং আঙ্গুর ও অন্যান্য টাটকা ফলমূলের মধ্যে Enzyme তথা উৎসেচক রয়েছে। আঙ্গুরের মধ্যে (পটাসিয়াম) ও (ফসফরাস) জাতীয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। আর কিশমিশের মধ্যে (তামা) ও (গন্ধক) জাতীয় খনিজ দ্রব্য রয়েছে।

আর পটাসিয়াম মাংসপেশী ও স্নায়ুর বিনিয়োগে (খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে) এবং ফসফরাস অস্থি গঠনে, তাম্র হিমোগ্লোবিন তৈরিতে আর সালফার বা গন্ধক ত্বকের শুন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেহকে বিষ থেকে পরিশুদ্ধ করণে সকাল বেলার থুথুতে আঙ্গুরের রস মিশিয়ে পান করা বিশেষ কার্যকরী। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আঙ্গুর বিভিন্ন রোগের উপকার করে। (শ্বাস প্রনালী জাতীয় রোগ, কিডনির বিভিন্ন রোগ, পিত্ত-থলির পাথর, কোষ্ঠকাঠিন্যতা ও গিরা বাথ ইত্যাদি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

***

سورة النازعات

সূরা আন্-নাযিয়াতের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّاشِطَاتِ
نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا
الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَإِنَّا
لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا
نَخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ
بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾﴾ النازعات: ١ - ١٤

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতার যারা ডুব দিয়ে নির্মমভাবে (পাপীদের আত্মা) টেনে বের করে (২) শপথ তাঁদের যারা (নেক-কারদের আত্মা) খুবই সহজভাবে বের করে (৩) শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতার যারা তীব্র গতিতে সাঁতরে চলে (৪) অতঃপর শপথ দ্রুত বেগে অগ্রসর হয় সে সমস্ত ফেরেশতার (৫) অতঃপর সব (সকল কর্ম নির্বাহ করে) কাজের ব্যবস্থা করে (৬) সেদিন ভূকম্পন প্রকম্পিত করবে (৭) তারপর আসবে আরেকটি ভূকম্পন (৮) হৃদয়সমূহ সেদিন ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে (৯) তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে অবনমিত (১০) তারা বলে, আমাদেরকে কি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবেই (১১)আমরা যখন গলিত হাড্ডিতে পরিণত হব তখনও? (১২) তারা বলে, অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে এই প্রত্যাবর্তনটা হবে বড়ই লোকসানের (১৩) ওটা তো কেবল একটা বিকট আওয়াজ (১৪) সহসাই তারা একটা খোলা ময়দানে আর্বিভূত হবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ তা'য়ালা শপথ করেছেন, (অন্-নাযিয়াত) অর্থাৎ ঐ সমস্ত ফেরেশতাকুলের যারা মৃত্যুর সময় কাফেরদের আত্মাগুলিকে কঠোরভাবে ও বলপূর্বক (সহিংস ভাবে) এবং অতিরঞ্জন ভাবে টেনে বের করে।

(অন-নাশিতাত) ঐ সমস্ত ফেরেশতাকুলের শপথ যারা মু'মিনগণের আত্মাসমূহকে অত্যন্ত কোমল, নমনীয় এবং সহজভাবে কবজ করে তারপর হালকা ও কোমলভাবে তার বাঁধন খুলে দেয়।

(অস্সাবিহাত) ঐ সমস্ত ফেরেশতাকুলের শপথ যারা আকাশে ঊর্ধ্বগমন ও পৃথিবীতে সুমহান আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলি সহ অবতরণের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

(ফাস্সাবিকাত) ঐ সমস্ত ফেরেশতাকুলের শপথ যারা আল্লাহ পাকের যথাযথ নির্দেশসমূহ পালনে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং বিলম্ব করে না। আর তন্মধ্য হতে মু'মিনদের আত্মাসমূহ নিয়ে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়।

(ফাল্মুদাব্বিরাতে) অতঃপর ঐ সমস্ত ফেরেশতাকুলের শপথ যারা পৃথিবীতে আল্লাহর সকল কর্ম যেভাবে তিনি নির্দেশ দেন সেভাবে পরিচালনা করেন। যেমন: বৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি।

স্মরণ করো সেদিনের যেদিন ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম ১ম ফুঁক দেবেন যাতে ভূমি ও পর্বতমালা প্রকম্পন করতে থাকবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু কাঁপতে থাকবে। অতঃপর ২য় ফুঁৎকার প্রথমটির অনুসরণ করবে ফলে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে তাদের কবর থেকে পুনরুত্থান করা হবে। ফলে সে দিন অন্তরগুলি ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। এবং তাদের দৃষ্টিসমূহ সেদিনের বিভীষিকাময় চিত্র অবলোকন করতঃ ভীত বিহ্বলতায় তাচ্ছিল্য ও হীনতায় অবনমিত থাকবে। কাফেররা কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবসকে অসম্ভব মনে করে বলে যে, আমরা কি কবরস্থ হওয়ার পর এবং আমাদের হাড্ডিগুলো চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে পঁচে, গলে যাওয়ার পর পূনরায় পুনরুজ্জীবিত হবো? আল্লাহ যদি মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করেন তাহলে আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

আর তা শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ মাত্র। যাতে ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম একটি মাত্র ফুঁক দেবেন। যাতে একটি আওয়াজ হওয়ার পর পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুল আচানক দেখতে পাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে বিচার ফয়সালা করার জন্য জীবিত করেছেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে আল্লাহর দাস! যাদের আত্মাসমূহকে মৃত্যুর সময় কোমল ও প্রফুল্লতার সাথে কবজ করবে তুমি এখন থেকেই তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে কামনা করো। আর তারাই হচ্ছে মু'মিন। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের আত্মাগুলিকে কঠোরভাবে কষ্ট দিয়ে কবজ করা হবে। মু'মিনদের আত্মা বের হওয়া সম্পর্কে যেমনটি বারা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ''মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যেমন ভাবে কলসির মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। আর কাফেরদের আত্মা বের করা সম্পর্কে বলেন : ফেরেশ্তা তার রূহ্ এমনভাবে টেনে বের করেন যেমন ভাবে (কাঁটাবিশিষ্ট) লোহার শিককে পশমের তৈরী ভিজা কাপড়ের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়''। (আবু দাউদ, আহ্মাদ ও আরো অন্যান্য কিতাব এহাদীসটি উল্লেখ করেছেন, হাদীসটি সহীহ)।

২. হে মুসলিম ভাই! ক্বিয়ামত ও মৃত্যু আসার কথা স্মরণ করো এবং সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহকে স্মরণ করো । নিশ্চয় উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : ''যখন রাতের (দুই তৃতীয়াংশ) চলে যেত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠে বলতেন : (হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে

স্মরণ করো। তোমরা আল্লাহর যিক্‌র করো। ভূমি প্রকম্পনকারী সন্নিকটে এসেছে এবং তৎপরবর্তী প্রকম্পনকারীও এসে গেছে, এসে গেছে মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়, এসে গেছে মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়'')। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)।

৩। হে মুসলিম ভাই! ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''পাঁচটি বিষয়ে উত্তর দেয়া ব্যতীত কোন মানুষ ক্বিয়ামতের দিন তার প্রভুর সামনে থেকে এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। তার বয়স সম্পর্কে কিভাবে তা শেষ করেছে। যৌবন সম্পর্কে এবং কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে। তার মাল সম্পর্কে, কোথা থেকে সে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং ইল্‌ম (জ্ঞান) অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে''। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

অতএব তুমি এই পাঁচটি বস্তুকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করো। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন।

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴿٢٦﴾﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৫) (হে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার নিকট মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাহীনি (বৃত্তান্ত) পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে পবিত্র ত্বুয়া উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন (১৭) ফিরআ'উনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে (১৮) অতঃপর (তাকে) বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (১৯) আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাবো যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো (২০) অতঃপর তিনি তাকে মহা-নিদর্শন দেখালেন (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করলো এবং অবাধ্য হলো (২২) আবার সে পিছনে ফিরে প্রতিকার কর্মে সচেষ্ট হলো (২৩) সে সকলকে সমবেত করলো এবং ঘোষণা করলো (২৪) অতঃপর বললঃ আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক (২৫) ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের আযাবে পাকড়াও করলেন (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে

﴿أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾﴾ النازعات: ١٥ - ٣٣

(২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন (২৮) তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন (২৯) এবং তিনি এর রজনীকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট করেছেন তার দিবসকে (৩০) অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন (৩১) তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও উদ্ভিদ (৩২) আর পর্বতসমুহকে তিনি দৃঢ়ভাবে গেঁড়ে দিয়েছেন (৩৩) এসব তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলোর ভোগের সামগ্রীরূপে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে নাবী (ﷺ) আপনি কি মূসা আলাইহিস সালাম-এর বৃত্তান্ত শ্রবণ করেছেন? যখন তাঁর প্রভু তাঁকে পবিত্র ত্বুয়া উপত্যকায় ডেকেছিলেন। আর আল্লাহ মূসাকে আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, যে বিদ্রোহ এবং সীমালঙ্ঘন করেছে আর অহমিকা প্রদর্শন করেছে। এবং তাকে বল যে, তুমি কি এমন বিষয়ের প্রতি সাড়া দেবে? যা তোমার অন্তরকে কুফরী ও সীমালঙ্ঘন হতে পবিত্র করবে এবং তোমাকে একমাত্র একক লা শারীক (যার কোন অংশীদার নেই) তোমার প্রভুর ইবাদতের পথ প্রদর্শন করবো, যাতে তুমি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করবে এবং তুমি যে কুফরীতে রয়েছ তা থেকে ফিরে আসবে আর তোমার অন্তর বিনয়ী নম্রতা এবং ঈমানে পরিতৃপ্ত হবে।

অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম তাকে এক বিশাল মু'জিযাহ্ প্রকাশ করে দেখালেন।

﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾

"তিনি তার লাঠিকে ফেলে দিলেন ফলে তা সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো"। (সূরা শূআরা, আয়াত নং ৩২)

আর সেটা ছিলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর সত্যতা প্রমাণের দলীল ও মু'জিযাহ। অতঃপর ফিরআউন মূসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করলো। এবং মূসা আলাইহিস সালাম যে তাকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বিরোধিতা করলো। অতঃপর মিথ্যার দ্বারা সত্যের মুকাবিলা করতে সম্মুখীন হলো। তারপর তার সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ঘোষণা দিলো আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু। অতএব অন্য কাউকে ছাড়া একমাত্র আমারই ইবাদত করতে হবে। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে তাকে ডুবিয়ে (হালাক করে) মেরে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন আর পরকালে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে কঠোর শাস্তি।

নিশ্চয় ফেরাউনকে ধ্বংস করার মাঝে ঐ সমস্ত মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয় এবং সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহকে ভয় করে। হে মানব মণ্ডলী তোমরা কি আকাশের চেয়েও মহান সৃষ্টি? বরং আকাশই সৃষ্টিতে তোমাদের চেয়ে কঠিনতর। তিনি তাকে নির্মানে সমুচ্চ, চতুর্দিক সুবিন্যস্ত এবং তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। তিনি তার রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফলে তাকে গভীর নিকষ কালো অন্ধকারে পরিণত করেছেন। আর তার দিবসকে করেছেন আলোকিত। আর জমিনকে তিনি আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। এবং আকাশকে সৃষ্টির পর জমিনকে সমতল করে আসবাবপত্রে সজ্জিত করে বিছানার ন্যায় প্রস্তুত করেছেন। এবং জমিনে নদীনালা, খালবিল, উপত্যকা, ঝরনা ও কূপের মাধ্যমে পানি বের করেন। আর তাতে জীবজন্তুর জন্য বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্গত করেন। আর পাহাড়সমূহকে জমিনের জন্য পেরেকের ন্যায় দৃঢ়ভাবে গেঁড়ে দিয়েছেন যাতে নড়াচড়া না করে এবং হেলে না যায়। আর এগুলি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ও তোমাদের পশুর জন্য যাদেরকে তোমরা ভক্ষণ করো এবং দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেগুলির উপর আরোহণ করো ভোগের সামগ্রী হিসেবে। কেননা তোমরা সেগুলির প্রয়োজনবোধ করো।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু যেমন: আকাশ, জমিন, গাছপালা, পানি, পাহাড় পর্বত, পশুপাখি, জীবজন্তু, সাগর ও অন্যান্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা সবকিছু দিয়ে একজন মুসলিম উপকার লাভ করতে পারে। কেননা সকল জিনিস থেকে উপকার লাভ করার মূল হচ্ছে বৈধতা। কেননা আল্লাহ ঐ সবকিছুকে অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তা বৈধতার প্রমাণ করে। আর যা ক্ষতিকর তা নিশ্চয়ই হারাম।

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর ভিত্তিতে তিনি বলেন : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

অর্থাৎ ''ইসলামে এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে নিজের কোন ক্ষতি হবে বা বয়ে আনবে অথবা অন্যের কোন ক্ষতি করবে''। (আহ্মাদ, সহীহ)।

এবং শরীয়ত প্রবর্তক যেটাকে হারাম (অবৈধ) নির্ধারণ করেছেন তা হারাম। আর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন : ''রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক সরু দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট (থাবা দিয়ে খায় এমন) পাখি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন''। (সহীহ মুসলিম)।

এবং আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, ''নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গৃহ পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আর আল্লাহ তা'য়ালা পাক কালামে বলেছেন :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾

"তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত (উৎসর্গকৃত) পশু, গলা টিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পড়ে মৃত পশু এবং উক্ত আয়াতে উল্লেখিত অন্যান্য বস্তুকে হারাম করা হয়েছে"। (সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত নং ৩)।

অতএব হে মুসলিম ভাই! তুমি এই সমস্ত নিয়া'মতের জন্য সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর প্রশংসা ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আর পবিত্র সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণ করো এবং ধূমপান, হুক্কা, ক্বাত, অনুভূতি নাশক পদার্থ, মদ, (নেশাদায়ক দ্রব্য) মাদক দ্রব্য ইত্যাদি ক্ষতিকর হারাম বস্তুকে পরিহার করো।

২. প্রিয় মুসলিম ভাই। আল্লাহর পথে মানুষকে মহানুভব পদ্ধতিতে (উদারভাবে) আহ্বান করোঃ অতঃপর বল হে অমুক ! তুমি কি নিজেকে সুদের লেনদেন (সুদী কারবার) থেকে পুত-পবিত্র করতে ইচ্ছুক এবং তা কামনা করো? বা যে কোন হারাম বা পাপাচার অথবা অন্যায় থেকে পবিত্র করতে ইচ্ছুক? অতঃপর বলবে হে ভ্রাতা! বাস্তবেই আমাদের মাঝে কি নিজেদের নফ্সকে বিভিন্ন পাপাচার থেকে পুত-পবিত্র করার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে? তাহলে আমাদেরকে এধরণের কাজ করতে হবে। এ সমস্ত পাপাচার থেকে আমাদেরকে তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে (রুজ্জু করে) ফিরে এসে আমাদের আমলসমূহকে সংশোধন করে আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা কি আল্লাহকে ভয় করি? এভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে, যেভাবে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের সাথে করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আর আমি ও তুমি কেবল মাত্র মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু দ্বীনী ভাইকে আহ্বান করি। (বা তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করি)।

৩. আমি ও তুমি আমরা কি আল্লাহকে ভয় করি? বিভিন্ন পাপাচার, কাফের, জালেম ও ঔদ্ধত্যদের ক্ষেত্রে যা শাস্তি ও অশুভ পরিণাম ঘটেছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾

"নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে যে ভয় করে তার জন্যে"। (সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত নং ২৬)।

নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রভুকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি অবশ্যই তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি বলে প্রত্যাশা করি এবং কিসের মাধ্যমে ভয় করি সেটাও আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত রয়েছি। (সহীহ মুসলিম)।

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা কিছু করার জন্য সে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে (৩৬) এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে যে দেখবে তার জন্যে

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

النازعات: ٣٤ - ٤٦

(৩৭) অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে, (৩৮) এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে (৩৯) নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে (৪১) অবশ্য জান্নাতই হবে তার ঠিকানা (৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? (৪৩) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? (৪৪) এসংক্রান্ত জ্ঞান তোমার প্রতিপালক পর্যন্তই শেষ (৪৫) যারা একে ভয় করে তুমি কেবল তাদের সতর্ককারী (৪৬) যেদিন তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়াতে) মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

অতঃপর যখন ক্বিয়ামত আসবে আর তা হলো এক মহা বিপর্যয়। এবং তা এমন দুর্ঘটনা যা সকল দুর্ঘটনাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর সকল কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ও সৃষ্ট জীবকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আর ঐ মুহূর্তে মানুষ তার সমস্ত ভাল-মন্দ আমলসমূহকে স্মরণ করবে যা সে দুনিয়াতে করেছিলো। এবং জাহান্নামকে প্রদর্শন করানো হবে ফলে তারা তাকে তাদের চোখ দিয়ে চাক্ষুষ ভাবে দেখবে। অতঃপর যে অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করেছে ও অহমিকা করেছে এবং দুনিয়াকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তার আখিরাতের জন্য কোন কর্ম করেনি তার প্রত্যার্বতনস্থল হবে জাহান্নাম।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে (ক্বিয়ামতের দিন) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে, পুত-পবিত্র আল্লাহকে ভয় করেছে আর নিজেকে কু-প্রবৃত্তির (অনুসরণ) থেকে বিরত রেখেছে এবং নিজেকে তার প্রতিপালকের আনুগত্যে বেঁধে (বাধ্য) রেখেছে তার গন্তব্য ও প্রত্যার্বতনস্থল হবে জান্নাত।

হে নাবী (ﷺ) কাফেররা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় কখন? এর আলোচনার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক আছে কি? এই বিষয়ে আপনার কোনই জ্ঞান নেই যে আপনি তাদেরকে বলবেন। তার স্থির করার সময় এবং তা আগত হওয়ার জ্ঞান (সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়) একমাত্র আল্লাহর কাছে। অতএব তার সময় আল্লাহ

ছাড়া কেউ জানে না। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যারা ক্বিয়ামতের দিনকে ভয় করে এবং তার আখিরাতের জন্য কাজ করে কেবলমাত্র তাদেরকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করা।

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় যখন কাফেররা তাদের কবর থেকে উঠবে,তখন তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের সময়কে সংকীর্ণ মনে হওয়ার কারণে তারা মনে করবে যে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক দিনের বিকাল বেলা বা একদিনের সকাল বেলার চেয়ে অধিক সময় অবস্থান করেনি।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. প্রিয় মুসলিম ভাই! আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া থেকে সাবধান হও। অবশ্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''দুনিয়া অভিশপ্ত এবং তাতে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত, একমাত্র আল্লাহর যিক্‌র ও তাতে যারা মশগুল তারা ও জ্ঞানী ব্যক্তি ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত''। (ইবনে মাজাহ্, সহীহ)।

এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''আমার সাথে দুনিয়ার কি সম্পর্ক, আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হলো, আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন মুসাফিরের ন্যায় যে, সে গ্রীষ্মকালের একদিন ভ্রমণ করলো। অতঃপর দিনের কিছু সময় একটি গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করলো, অতঃপর কিছুক্ষণ আরাম করে তা ছেড়ে চলে গেলো''। (আহ্‌মাদ ও হাকেম, সহীহ)।

অতএব হে ভাই! তুমি যদি মুক্তি ও সফলতা কামনা করো তাহলে তোমার আখিরাতের প্রতি তুমি উদগ্রীব হও এবং সে ব্যাপারে সদা সচেতন থাকো যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন।

২. আমরা কি (ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করি?

নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত দিবসে প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে।

সুতরাং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন নিজেকে কু-প্রবৃত্তি যা (বিভিন্ন মন্দ) কাজসমূহ পরিবেশন করে থাকে তা থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''যে ব্যক্তি ভয় করে সে রাতের প্রথম ভাগে রওয়ানা হয়, আর যে সকাল সকাল রওয়ানা হয় সে গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারে। মনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। মনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো জান্নাত''। (হাকেম, সহীহ)।

৩. নিশ্চয় ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান, সেটা সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর হাদীসে উল্লেখ আছে, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি উত্তরে বলেন: ''প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধীক জ্ঞাত নন''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

কিন্তু সেদিনের জন্য আমরা কতটুকু আমল প্রস্তুত করেছি? আমরা কি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাক্বওয়ার (পরহেযগারিতার) সাথে সৎ আমলসমূহ প্রস্তুত করেছি? না করিনি? (সেটাই জিজ্ঞাসার বিষয়)।

***

سورة العبس

সূরা আবাসার তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١﴾ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ
الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنتَ لَهُ
تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا
مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنتَ
عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن
شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾ عبس: ١ - ١٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তিনি ভ্রু-কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২) কারণ তাঁর কাছে একজন অন্ধ লোক আগমন করলো (৩) (হে নাবী) তুমি কি জানো হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো (৫) পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না (৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ (৭) অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোন দোষ নেই (৮) পক্ষান্তরে যে লোক তোমার কাছে ছুটে আসলো (৯) এমতাবস্থায় যে সে ভয় করে, (১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে! (১১) কখনো এরূপ করবে না, এটা তো উপদেশ বাণী (১২) অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে (১৩) (এটা লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত কিতাবসমূহে (১৪) যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র (১৫) (এমন) লেখকদের হাতে (১৬) (যারা) মহা সম্মানিত পূত-পবিত্র।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চেহারা মুবারককে পরিবর্তন করলেন এবং তাঁর ললাটকে কুঞ্চিত করলেন এবং অন্ধ ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যখন সে তাঁর নিকটে এসে শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। আর এরকমটি ঘটেছিলো নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কিছু নেতৃস্থানীয় কুরাইশ কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে ব্যস্ত ছিলেন সে কারণে।

হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন জিনিষ তোমাকে সংবাদ দিল যে তুমি কুরআন ও সুন্নাহর যা কিছু এই অন্ধকে শিক্ষা দিচ্ছো তার মাধ্যমে সে পবিত্রতা অর্জন করবে? এবং কোন জিনিষ তোমাকে জানালো যে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তোমার পক্ষ থেকে উপদেশ তার উপকার করবে?

আর যে ব্যক্তি নিজের ধনসম্পদে এবং তার সম্প্রদায়ে তার পদমর্যাদা ও আভিজাত্যে (সম্ভ্রান্ততায়) ঈমান আনা ও আল্লাহর ইবাদত থেকে নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলো। আর তুমি তারই দিকে ধাবমান (অগ্রগামী) হয়ে তার সামনে (ইসলামের দাওয়াতকে) উপস্থাপন করছো। অথচ সে যদি কুফরী ও পাপাচার থেকে পবিত্র না হয় তাতে তোমার কিছু যায় আসে না এবং তোমার কোন ক্ষতিও হবে না।

আর পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুকে ভয় করে এবং প্রভুর আযাব থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তোমার পিছনে তাঁর দ্বীন শিক্ষা অর্জনের জন্য দৌড়িয়ে আসছে তাকে বাদ দিয়ে অন্যরা যারা তোমার দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে গেছে তাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছো?

সাবধান! দ্বিতীয় বার যেন তোমার পক্ষ থেকে এ ধরণের কর্ম প্রকাশ না পায়। নিশ্চয় এটা তোমার জন্য উপদেশ (এ থেকে তুমি শিক্ষা অর্জন করো)। এবং তুমি ছাড়া আরও অন্যরা যারা কুরআনের উপদেশাবলির মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে চায় তারাও উপকার লাভ করবে (উপকৃত হবে)।

কুরআনের এ সমস্ত আয়াত এবং এগুলোতে যে উপদেশাবলি রয়েছে এগুলো সব আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সম্মানিত সহীফায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা সমুচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, এবং তা কম-বেশী (হ্রাস-বৃদ্ধি) হওয়া ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। তা দূত ফেরেশতাদের হাতে লিপিবদ্ধ করে অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছানো হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর (ﷻ) নিকট সম্মানিত। তাঁরা পূত-পবিত্র আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী ন্যায়পরায়ণ।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

এই কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসা (মুহাব্বাত) এবং তাঁর উপর নিন্দার বহিঃপ্রকাশ। আর এই আয়াতসমূহে নিন্দা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ বিদ্যমান। অতএব আমরা কি উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করছি? এবং আমরা কি মানুষের সাথে সেরকম সদাচরণ করছি যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন? (তিনি বলেন) ''আল্লাহকে ভয় করো, তুমি যেখানেই থাকোনা কেন এবং কোন অন্যায় কাজ হয়ে গেলে পরক্ষণেই নেকীর কাজ করবে, যেন সে অন্যায়ের পাপ মোচন হয়ে যায়। আর আচরণে মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে''। (তিরমিযী, হাকেম, হাসান)।

১. মুসলিম ভাই আমার! মুসলমানদের সাথে সুন্দর চেহারায় ও মুচকি হাসিতে প্রফুল্লতা প্রকাশ বিধিসম্মত কাজ। সুতরাং তুমি কি তোমার ভাইদের সামনে মুচকি হাসিতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ও তাদেরকে তোমার চরিত্রের মাধ্যমে প্রফুল্লতা দানের জন্য এবং তাতে মহান সওয়াব

অর্জনের জন্য সাক্ষাত করো? যেহেতু অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন, ''(মুসলিম) ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি তোমার জন্য সদকায় পরিগণিত হবে''.....আল-হাদীস। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ)।

২. হে ভাই। তোমার ভাইকে তুমি স্বাগত (মারহাবা) জানাও। আর যদি সে একমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য আগমন করে, তাহলে তাকে বল : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসিয়ত অনুসারে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর যদি সে তোমার কাছে কোন ফাতাওয়া জানতে আসে এবং তোমার তা জানা থাকে তাহলে তার সমাধান দাও। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''শীঘ্রই কিছু দল আগমন করবে যারা জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা যখন তাদেরকে দেখতে পাবে তখন তোমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলবে যে, স্বাগতম তোমাদেরকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসীয়ত অনুসারে তোমাদেরকে স্বাগতম এবং তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে''। (ইবনে মাজাহ, হাসান)।

৩. একজন আলেমের কর্তব্য হলো, অভিজাত-সম্ভ্রান্ত ও নিম্ন-সাধারণ এবং অন্যান্য সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সমভাবে (দ্বীনি) জ্ঞান প্রচার করা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ
شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ
فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا
يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى
طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ
شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾
وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا
لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾﴾ عبس: ١٧ - ٣٢

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৭) মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র-বিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিত ভাবে গড়ে তুলেছেন (২০) অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করেছেন (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন (২২) এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন (২৩) কখনো না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি (২৪) মানুষ তার খাদ্যের ব্যাপারটাই ভেবে দেখুক (২৫) আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করি, (২৬) অতঃপর আমি ভূমিকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করি, (২৭) অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; (২৮) আঙ্গুর ও শাক-সব্জি, (২৯) যায়তূন ও খেজুর (৩০) এবং বহু নিবিড় ঘন বাগান (৩১) আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা (৩২) তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের সামগ্রী হিসাবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

সুমহান মর্যাদাবান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফেরদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কতইনা কঠিনতর কুফরী ও মিথ্যা আরোপ! তাকে তিনি কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় তাকে এক ফোটা (ঘৃণ্য পানি) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার মৃত্যুর সময়, রিযক, কর্ম, ভাল-মন্দ (সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য) এবং তার জীবন মরণ সম্পর্কিত সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তার মায়ের গর্ভ থেকে বের হওয়া সহজ করে দিয়ে তার জীবন পরিচালনার সকল উপকরণগুলি সহজ সাধ্য করে দিয়েছেন। এবং তার জন্য সুস্পষ্ট সহজ সরল দ্বীন যার উপর আমল করা সহজ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়ে কবরস্থ করেন এবং মাটিতে দাফন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পুনরায় তার মৃত্যুর পর আল্লাহর যখন ইচ্ছা তখন হিসাব ও প্রতিদানের জন্য তাকে পুনরুত্থান করবেন। কক্ষনো না, ধিক্কার ও তিরস্কার। আল্লাহ তা'য়ালা যা ফরয করেছেন তা কেউ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে আসতে পারবে না। তবে খুব অল্প সংখ্যক লোক যাদেরকে আল্লাহ তাওফীক্ব দেবেন তারা পূর্ণ করে আসবে। সুতরাং মানুষের উচিত তার খাদ্যার প্রতি গবেষণার দৃষ্টিতে তাকানো যে, কে তার জন্য এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন? সেগুলিকে আবার স্বাদে ও রুচি-বোধে বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীবিন্যাস করেছেন?

আল্লাহ বলেন, আমিই মেঘ থেকে ভূমিতে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। তারপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করি ফলে সেখানে পানি প্রবেশ করে অবস্থান করার ফলে ভূমিতে বিভিন্ন শস্য বীজ ও মানুষের সকল প্রকার আহার্য উৎপন্ন করেছি, আরো উৎপন্ন করেছি সেখানে আঙ্গুর এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ত্রিপত্র বিশেষ উদ্ভিদ। আর যাইতূন এবং খেজুর বৃক্ষ এবং হরেক রকমের ফলমূল, শাকসবজি ও ডালপালাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি ও প্রচুর গাছগাছালি পূর্ণ বাগবাগিচা।

(আব্বান) এটা এমন তৃণলতা যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয় যা গবাদি পশু ভক্ষণ করে। আর এগুলি সবকিছুই তোমাদের এবং তোমাদের পশুর জন্য উপকারী। আর সেগুলো অঢেল নি'আমত। আর সেগুলিতে এমন সব উপকার (কল্যাণ) নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ (ﷻ) ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না। অতএব তোমরা কি এসমস্ত নিয়া'মত দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো? এবং এককভাবে শরীক-বিহীন তাঁর উপাসনা করো? নাকি তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করো এবং তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও?

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয় কাফের আল্লাহর নি'আমতসমূহকে অস্বীকারকারী, ফলে সে সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং গবেষণাও করে না, আর এজন্যই সে অভিশপ্ত।

আর মুসলিম সে এসমস্ত নিয়া'মতে চিন্তা গবেষণা করে এবং সেই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যিনি এই নি'আমতসমূহকে তার উপর দান করেছেন এবং যিক্‌র ও প্রশংসাকারী হয়ে তার প্রভুর দিকে অগ্রসর হয়। অতএব তুমিও সে রকম হওয়া কামনা করো। আর আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে কোন খাবার খেয়ে তার উপর তাঁর প্রশংসা করে, অথবা কোন পানীয় বস্তু পান করে তৎজন্য আল্লাহর প্রশংসা করে''। (সহীহ মুসলিম)।

২. হে আল্লাহর দাস। আল্লাহ এই আয়াতসমূহে দু'টি ক্বিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

ক/ প্রথমটি হলো: ক্বিয়ামতে সুগরা বা ছোট ক্বিয়ামত, আর সেটা হলো বান্দার মৃত্যুবরণ করা।

আল্লাহ বলেন : ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾

''অতঃপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়ে কবরস্থ করেছেন''। (সূরা আবাসা, আয়াত-২১)।

খ/ দ্বিতীয়টি হলো : হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য তার পুনরুজ্জীবন (পুনরুত্থান)। আর সেটাই হলো ক্বিয়ামতে কুবরা বা বড় ক্বিয়ামত।

আল্লাহ্ বলেন : ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾

''অতঃপর তাঁর যখন ইচ্ছা তখন বান্দাকে পুনরুত্থান করবেন''। (সূরা আবাসা,আয়াত নং ২২)।

আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''মানুষের একটি মাত্র হাড্ডি ছাড়া কিছুই থাকবে না, সবকিছু পচে গলে যাবে। আর তা হলো পশ্চাদ অংশের হাড্ডি এবং উহাতে জোড়া দিয়েই ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টি করা হবে''। (এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত)।

৩. আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে আমরা সচেষ্ট হয়েছি?

হে ভাই: আল্লাহ তা'য়ালা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে মৃত্যু অবধি (মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) সচেষ্ট থাকো। আর আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।

৪. ফলমূলে শরীরের জন্য অনেক উপকারী বস্তু রয়েছে। তাতে রয়েছে (ইনযেইম) উৎসেচক বস্তু। তদ্রুপভাবে তা টাটকা শাক সবজিতেও রয়েছে। যেমন ভাবে ফল-মূল ও শাক-সব্‌জিতে (কেরোনিন) আকারে ভিটামিন (এ) পাওয়া যায় আর শরীর উহাকে ভিটামিন (এ) তে পরিবর্তিত করে।

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ
الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক শব্দ আসবে (৩৪) সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾﴾ عبس: ٣٣ - ٤٢

(৩৮) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত (৪১) কালিমা ওগুলোকে আচ্ছন্ন করবে (৪২) তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

অতঃপর যখন ক্বিয়ামত এসে যাবে যা কর্ণসমূহে বিকট আওয়াজ করবে যার ফলে কান বধির হওয়ার উপক্রম হবে। সেদিন মানুষ তার ভাই-বোন, মাতা-পিতা, স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি থেকে পলায়নপর হয়ে ভেগে যাবে। কারণ সে মহাআতঙ্ক ও বিরাট দুর্বিপাক দেখতে পাবে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ফলে অন্য কারো চিন্তা করবে না।

ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনদের চেহারা হবে সুন্দর আলোকময়। সকল কল্যাণ ও আনন্দে আনন্দমূখর হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল (উৎফুল্ল) থাকবে। আর কাফেরদের চেহারার উপর থাকবে ধুলো, কালো, অন্ধকার, অপমানিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অতএব এই ধুলোয় ধূসরিত অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা বিশিষ্ট লোকগুলোই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকারকারী কাফের। হাক্ব (সত্য) ও হিদায়াতের অবাধ্য, ভ্রান্ত ও মিথ্যা পথে পরিচালিত।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. নিশ্চয়ই যখন ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয় ও সন্তানাদি থেকে পলায়ন করবে। কেননা সে তখন এমন চিন্তায় থাকবে যা তাকে অন্যদের থেকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। এমন কি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী প্রধান রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) ও যখন তাঁদের কাছে সুপারিশ কামনা (তলব) করা হবে, তখন তাঁদের প্রত্যেকেই বলবেন ইয়া নাফসী! (অর্থাৎ আমার নিজেকে বাঁচাও) এমন কি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-ও বলবেন যে, আজকের দিন আমি আমার নিজেকে ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রার্থনা করবো না। আমার মা মারইয়াম যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁর জন্যেও প্রার্থনা করবো না।

অতএব হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি ঐ দিনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছ? এবং সে দিনের জন্য ঈমান ও সৎ কাজের (নেক আমলের) মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছো?

২. নিশ্চয় ক্বিয়ামত দিবসের আতঙ্কময় অবস্থান কঠিন। অতএব কে প্রস্তুতি নেবে বিভীষিকাময় সেই অবস্থান স্থলের?

সে অবস্থানের কঠোরতার ব্যাপারে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে তা হলো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়

সমস্ত মানুষকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাহলে উলঙ্গদের অবস্থা কি হবে? (একজন অপরজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?) তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

"সে দিন প্রত্যেকে নিজেদের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে"। (সূরা আবাসা, আয়াত নং ৩৭)। (নাসাঈ সহীহ এবং কিছু অংশ বুখারীর)।

অন্য বর্ণনায় এবাক্যে বলা রয়েছে যে,আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে নারী পুরুষ একজন অন্যজনের লজ্জা-স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ব্যাপারটি (একজন অন্যজনের দিকে তাকানোর) চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে"। (সহীহ বুখারী)।

৩. নিশ্চয় মু'মিনগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারার (মুখমণ্ডলের) সৌন্দর্যে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বীত হবে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : "জান্নাতে প্রবেশকারী তাদের প্রথম দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদের মত উজ্জ্বল। দ্বিতীয় দলটির (চেহারার) রং হবে আকাশের সর্বোত্তম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত".....আল-হাদীস। (তিরমিযী, আহমাদ, সহীহ)।

আর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী নিম্নরূপ: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদের মত উজ্জ্বল। আর তাদের পরবর্তীতে যারা প্রবেশ করবে উজ্জ্বলতায় তাদের চেহারা হবে আকাশের সর্বোত্তম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত".....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

অতএব হে প্রিয় ভাই! প্রথম সারীর জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করো। কেননা আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ অনেক প্রশস্ত।

৪. নিশ্চয় কুফরী হচ্ছে এক বিরাট ক্ষতিগ্রস্ততা। এবং চেহারায়, আমলে এবং অন্তরে কদর্যতা। আর নিশ্চয় কাফের ক্বিয়ামতের দিন তার চেহারায় ধুলো-বালি মিশ্রিত ধূসরিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : "ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পিতা আযরের সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবেন যে, আযরের চেহারা ধুলো-বালিতে ধূসরিত থাকবে".....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী)।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন মুসলিম এবং কাফেরের পরিণামে, অবস্থায়, প্রফুল্লতা এবং বিষাদময় বিষয়ে, সুখ-শান্তি এবং শাস্তিতে, সৌন্দর্যতায় এবং বীভৎসতায় এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে যে ফলাফল উল্লেখ রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে মানুষের জন্য প্রচার করা। তাই আল্লাহর পথে আহ্বানকারীগণ কী এগুলিকে মানুষের মাঝে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন? যাতে করে যাদেরকে ইসলামের দিকে (দাওয়াত দেওয়া) আহবান করা হচ্ছে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর আল্লাহই সব কিছুর উত্তম তাওফীক্ব দাতা।

***

سورة التكوير

সূরা আত-তাকভীর এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾﴾ التكوير: ١ – ١٤

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) যখন সূর্যকে আলোহীন করা হবে (২) আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে (৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে (৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা (দশ মাসের গর্ভবতী) উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে (৫) যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে (৬) এবং যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে (৭) যখন (দেহের সঙ্গে) আত্মাগুলোকে আবার জুড়ে দেয়া হবে (৮) যখন জীবন্ত-প্রথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো? (১০) যখন আমলনামাসমূহ প্রকাশ করা হবে (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হবে (১২) যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে (১৩) এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

সূর্যকে যখন দীপ্তিহীন করা হবে, এবং তাকে পাল্টিয়ে দেয়া হবে ফলে তার আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তার এক অংশ অপর অংশের সাথে একত্রিত করে নিক্ষেপ করা হবে। এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে এবং বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে পড়বে। আর যখন পর্বতমালা নিজ স্থান থেকে চলমান হয়ে যাবে এবং তার জায়গা থেকে উড়িয়ে দেয়া হবে। এবং টুকরা টুকরা করে এমন হালকা করা হবে যে ফলে তা ধূনিত পশমের ন্যায় হয়ে যাবে। আর যখন (পূর্ণ) গর্ভবতী উষ্ট্রী তীব্র আতঙ্কের কারণে পরিত্যক্ত এবং উপেক্ষিত হবে।আর যখন বন্য জন্তুকে একটি

অপরটি থেকে কিছাছ (প্রতিশোধ) নেয়ার জন্য একত্রিত করা হবে। এবং যখন সাগরকে প্রজ্বলিত করা হবে ফলে তা প্রজ্বলিত অগ্নিতে পরিণত হবে। আর যখন প্রাণ (আত্মা) গুলিকে দেহসমূহের সাথে মিলিত করা হবে, ফলে প্রত্যেক আত্মা তার দেহে ফিরে যাবে। আর যখন জীবন্ত প্রথিতা কন্যাকে তার হত্যাকারীকে ভীতি প্রদর্শন ও নিন্দা স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা হবে যে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো? আর যেদিন আমলনামা সমূহকে প্রকাশ করে প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ আমলনামা দিয়ে তার সামনে উপস্থাপন করা হবে যাতে সে তাতে যা আছে তা দেখতে পায়।

আর যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করে পরিবর্তিত করা হবে। আর যখন জাহান্নামের আগুনকে তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুত করার্থে প্রজ্জ্বলিত ও গরম করা হবে। আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে এবং তাঁর অধিবাসীদের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত করা হবে, এসব কিছুর জওয়াব হলোঃ অতঃপর সে সময়েই প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, সে কতটুকু ভাল বা মন্দ (কল্যাণকর বা অকল্যাণকর) (দুনিয়ার জীবনে) পেশ করেছে এবং সেগুলো তার জন্য উপস্থিত করা হবে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. সুপ্রিয় ভাই। তুমি যদি ক্বিয়ামত দিবসকে চাক্ষুষ দেখার মত দেখতে চাও, তাহলে সূরা তাকভীর এবং ইন্‌ফিত্বার এবং ইনশিক্বাক এই সূরাগুলি পাঠ করো। যেহেতু ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''যার অনন্দ লাগে ক্বিয়ামত দিবসকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে দেখতে, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইন্‌ফিত্বার এবং সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব পাঠ করে''। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, সহীহ)।

পড় এবং চিন্তা করো এবং সেই মহান অবস্থান ও সেথায় যে ভয়াবহ আতঙ্ক রয়েছে তা নিয়ে ভেবে দেখ এবং এখন থেকেই শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করো। এবং সেই অবস্থানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন।

২. ভাই আমার। নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র হুকুমের অধীন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন উভয়েই দীপ্তিহীন হয়ে যাবে। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''সূর্য ও চন্দ্র ক্বিয়ামত দিবসে দীপ্তিহীন হয়ে যাবে''। (সহীহ বুখারী)। এবং আবু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদেরকে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনান। ''তিনি বলেন, সূর্য ও চন্দ্র কিয়ামতের দিন উত্থিত অবস্থায় আলোক বিহীন হয়ে যাবে''। অতঃপর হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের অপরাধ কী? প্রত্যুত্তরে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, আমি শুধুমাত্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি। অতঃপর হাসান (রাহিঃ) নীরব হন। (হাদীসটি বাযযার এবং আবু দাউদ ত্বয়ালিসীতে বর্ণিত রয়েছে। সহীহ)।

৩. এ সূরাতে সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রথিত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

الوأد জীবন্ত প্রথিত বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত আরও কিছু মাসআলা রয়েছে।

ক। (الوأد)

হচ্ছে সন্তানদের হত্যা করা, চাই তা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ বা অন্য কিছু হোক না কেন সবার ক্ষেত্রে একই বিধান।

খ। সন্তান হত্যা (জীবন্ত প্রথিত) করা কবীরা গুনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস শরীফে এসেছে : ''এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন, তুমি অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক স্থাপন করবে অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললেন তারপর কোনটি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তারপর হলো তোমার সন্তান তোমার সাথে পানাহার করবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা''। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

গ। ''রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আযল (যৌন মিলনে বীর্য বাইরে নিক্ষেপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা গোপনে সন্তান হত্যার শামিল।

আল্লাহর বাণী– ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾

''আর সেদিন জীবন্ত প্রথিত সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে''। (সূরা আত্-তাকভীর, আয়াত নং ৮) উক্ত আয়াতে একেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)।

আয্ল : স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের সময় বীর্য-স্খলনের উপক্রম হলে পুরুষাঙ্গকে বের করে বীর্য বাহিরে নিক্ষেপ করাকে আয্ল বলা হয়।

অতএব প্রিয় ভাই! আযল করা পরিত্যাগ করো। কেননা শরীয়তী দৃষ্টিতে তা হারাম যদি নাও হয় কমপক্ষে তা মাকরূহ্ বা ঘৃণিত কাজ। কেননা জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, ''আমরা আযল করতাম ঐ সময় যে তখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো''। (অর্থাৎ সুযোগ ছিলো হারাম বিধান করার কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে আযলের বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : ''তোমাদের কেউ কেন এটা করবে? কেননা যে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে পয়দা করবেনই''। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসলিম এবং উল্লেখিত ভাষ্য তিরমিযীর)।

ঘ। গর্ভস্থ সন্তানকে রূহ ফুঁৎকারের পর (আত্মা সংযোজন করার পর) অর্থাৎ ১২০ দিন হওয়ার পর ইচ্ছাকৃত ভাবে ফেলে দেয়া জীবন্ত সন্তান প্রথিত করার মতই হারাম গণ্য হবে।

ঙ। দারিদ্রতা বা অসম্মানের ভয়ে সাধারণভাবে গর্ভস্থ সন্তানকে (ভ্রূণকে) যদি তা ৪০ দিনের কমও হয় তা ফেলে দেয়া হারাম বা অবৈধ।

চ। কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছাড়া এবং অসুস্থতা বা অনুরূপ কোন কারণে বৈধ ঔষধের মাধ্যমে স্বামীর অনুমতিতে ৪০ দিন হওয়ার পূর্বে ভ্রূণকে ফেলে দেয়া কতিপয় আলেমগণের মতে বৈধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

ছ। সকল ডাক্তার, নার্স বা সেবিকা এবং ফার্মাসিস্টদের প্রতি একটি চিঠি : আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। এবং গণ্যমান্য উলামাগণের ফাতাওয়া ছাড়া যারা আপনাদের কাছে আসে তাদের সকলকে ঢালাও ভাবে গর্ভস্থ বাচ্চা ফেলে দেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন না। কেননা অবৈধ অবস্থাসমূহে সন্তান গর্ভপাত ঘটানো এবং তাতে সহযোগিতা করা, সীমালঙ্ঘন ও পাপের কাজে সহযোগিতা করারই নামান্তর। অতএব সতর্কতা অবলম্বন করুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।

৪. হে মুসলিম ভাই! নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতকে জান্নাতবাসীদের নিকটে আনা হবে। অতএব এখন থেকেই জান্নাতকে অন্বেষণ করো এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ উদ্বুদ্ধ হও বা লালসা করো।

আর তোমাকে জান্নাতের কতিপয় গুণাবলী জানানো হচ্ছে

ক/ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে রয়েছে : ''জান্নাতে প্রত্যেকটি গাছের কাণ্ড স্বর্ণের তৈরি''। (তিরমিযী, সহীহ)।

খ/ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন জান্নাত নির্মাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেন : ''তার একটি ইট রুপার তৈরি এবং অপরটি স্বর্ণের তৈরি। তার সিমেন্ট বা প্লাস্টার তীব্র সুগন্ধ বিশিষ্ট মিশকে আম্বরের এবং কঙ্কর বা নুড়ি হচ্ছে মুক্তা দানা ও নীলকান্তমণি বা ইয়াকুত পাথরের এবং তার মাটি জাফরানের, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে, কোন কষ্ট পাবে না এবং চিরস্থায়ী হবে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না। এবং তাদের যৌবনও নিঃশেষ হবে না''। (ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন এবং কিছু অংশ সহীহতেও রয়েছে)।

গ/ হযরত বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ''জান্নাতবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তার মধ্যে ৮০ কাতার হবে এই উম্মত থেকে আর বাকি ৪০ কাতার হবে (পূর্ববতী) সমস্ত উম্মত থেকে''। (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্, সহীহ)।

ঘ/ হে ভ্রাতৃমন্ডলী! এখন থেকেই উত্তম ব্যবহার করো এবং উত্তম আমল করো যাতে করে এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী : ''জান্নাতবাসী সেই হবে আল্লাহ তা'য়ালা যার দুই কানকে মানুষের উত্তম প্রশংসায় ভরপুর করেছেন এবং সে তা শ্রবণ করে। আর জাহান্নামের অধিবাসী সেই আল্লাহ যার দুই কানকে মন্দ প্রশংসায় ভরপুর করেছেন এবং সে তা শ্রবণ করে''। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

ঙ/ হে আমার ভাই! ইসলামকে (ধর্মকে) আঁকড়ে ধরো। তোমার সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করো। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে

বলেন : ''নিশ্চয় জান্নাতে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) আত্মা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত)।

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ
الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ
بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ التكوير: ١٥ - ٢٩

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৫) আমি শপথ করছি (গ্রহের) যা পেছনে সরে যায় (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ রাতের যখন সে চলে যেতে থাকে, (১৮) আর প্রভাতের যখন এর আবির্ভাব হয় (১৯) নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের (জিবরাঈল) আনীত বাণী (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশীল (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন (২২) এবং তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ (ﷺ)) পাগল নন (২৩) তিনি সেই বাণী বাহককে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন (২৪) আর তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) (জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার) ব্যাপারে কৃপণতা করেন না (২৫) এবং এটা (কুরআন) কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয় (২৬) অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ (২৮) তার জন্য, তোমাদের মধ্যে যে সরল সঠিক পথে চলতে চায় (২৯) তোমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

অতঃপর (আল্লাহ তা'য়ালা) ঐ সমস্ত তারকারাজির শপথ করেছেন যেগুলি দিনের বেলায় আড়াল হয়ে যায় এবং রাত্রি বেলায় প্রকাশ পায় যা তার কক্ষপথে গতিশীল, যেগুলো রাত্রি বেলায় প্রকাশ পায় এবং আলো দেয়। এবং শপথ সেই রাত্রির যে তার অন্ধকার নিয়ে আগমন করে এমনকি মানুষকে আচ্ছাদিত করে এবং প্রত্যাবর্তন করে চলে যায়। এবং সকাল বেলার শপথ যখন তার আলো প্রকাশ পায় এবং উদিত হয়ে অবশেষে তার আলো উদ্ভাসিত হয়।

শপথের প্রত্যুত্তরে (আল্লাহ তা'য়ালা বলেন) নিশ্চয়ই এই কুরআন যা নিয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছেন, তা একজন সম্মানিত দূত (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম)-এর তাবলীগ বা বার্তা মাত্র। আর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তীব্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সৃষ্টিগতভাবে, পাকড়াও এবং কর্মে অত্যন্ত কঠোর। সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর নিকটে তার মহান মর্যাদা ও সমুচ্চ স্থান রয়েছে। এবং অহী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তার মহত্ব, যোগ্যতা ও সক্ষমতার মর্যাদা রয়েছে। আকাশে অগণিত ফেরেশতাকুল তাঁর অনুসরণ করে। তিনি অহীর বা প্রত্যাদেশের বিশ্বস্ত আমানতদার।

আর তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) পাগল নন যে, তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। বরং তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে স্পষ্টভাবে সুউচ্চ দিগন্তে ঐ আকৃতিতে দেখেছেন যেই আকৃতিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার ছয়শত ডানা রয়েছে আর তিনি সমস্ত দিগন্তকে ঢেকে ছিলেন।

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অহী সম্পর্কে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ নন। বরং অবশ্য তিনি তা প্রচার ও প্রসার করেছেন এবং প্রত্যেকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সুতরাং অবশ্যই তিনি রিসালাতকে প্রচার করেছেন যথাযথ আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মতকে পরিপূর্ণ নছীহত করেছেন (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর এই কুরআন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। বরং তা সেই মহান আল্লাহর কালাম (বাণী) যিনি উহাকে হেফাজত করেছেন।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

"এবং নিশ্চয়ই আমি তার সংরক্ষণকারী"। (সূরা হিজর, আয়াত-৯)

সুতরাং শয়তানেরা কখনো তা বহন করতে পারবে না। এবং সেটা তাদের বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

"আর তাদের বাঞ্ছনীয়ও নয় এবং তারা তা পারবেও না"। (সূরা শুআরা, আয়াত-২১১)।

অতএব তোমরা এই কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাচ্ছো? এবং তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছো এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো (অবিশ্বাস করছো)? তোমরা যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাও তাহলে নিশ্চয় তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাগ্রন্থ এই কুরআন সারাবিশ্বের তাদের সকলের জন্য উপদেশ যারা আল্লাহর দ্বীনের উপর এই কুরআন এবং তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা কামনা করে এবং প্রয়াস চালায়। আর তোমরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ইচ্ছা করো। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছাটা সুমহান আল্লাহর ইচ্ছারই অধীন। আর তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক। সুতরাং পুত পবিত্র তার ইচ্ছা ছাড়া সারা বিশ্বে কোন কিছুই ঘটে না (ঘটতে পারে না)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. কোনো কোনো সময় ফজর নামাযে এই সূরা দিয়ে ক্বিরাআত পড়া সুন্নাত। আমর বিন হুরাইছ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাণীর কারণে, ''তিনি বলেন যে, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে ফজর নামায পড়েছি আমি তাকে পড়তে শুনেছি–

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾

অর্থাৎ এই সূরা পড়তে শুনেছি''। (সহীহ মুসলিম)

২. এই সূরাতে সম্মানিত ফেরেশতা জিব্‌রীল আলাইহিস সালাম-এর গুণাবলী আলোচিত হয়েছে। তিনি সম্মানিত দূত, তীব্র ক্ষমতার অধিকারী এবং সুদৃঢ়, আকাশসমূহে ফেরেশতাকুলের নিকট মান্যবর এবং বিশ্বস্ত (আমানতদার)।

৩. কুরআনুল কারীমের সম্বন্ধকরণ পদ কুরআনেই এসেছে।

ক/ ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (সূরা ফুছছিলাত,আয়াত নং ২)

এই আয়াত এবং এটা ছাড়া আরও অন্যান্য আয়াতে কুরআনের সম্বন্ধ সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর প্রতি হয়েছে। এবং এটা সম্বন্ধ করা হয়েছে পুত পবিত্র বক্তার প্রতি যিনি তা দ্বারা কথা বলেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ কথা বলেননি। সুতরাং তা সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর পক্ষ থেকেই এবং বাস্তবেই তিনি তা দিয়ে কথা বলেছেন। তার অক্ষরসমূহ ও অর্থসমূহ গায়র মাখলূক তথা সৃষ্টি নয়।

খ/ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾

উক্ত আয়াতে কুরআনের সম্বন্ধ হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম-এর প্রতি করা হয়েছে। আর তা হলো পৌঁছানোর সম্বন্ধপদ। কেননা অবশ্যই জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম কুরআনকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তা সূত্রপাত বা রচনার সম্বন্ধকরণ নয়।

গ/ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ﴾

(সূরা আল্-হাক্কাহ, আয়াত নং ৪০-৪১)।

উক্ত আয়াতে কুরআনের সম্বন্ধ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি করা হয়েছে। আর এই সম্বন্ধ হচ্ছে প্রচারের সম্বন্ধপদ। কেননা অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উম্মতের কাছে প্রচার করেছেন ও পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

৪. আল কুরআন আল্লাহর কালাম তথা আল্লাহর বাণী। জিব্‌রাঈল আমীন (বিশ্বস্ত আমানতদার) তা নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীন (বিশ্বস্ত আমানতদার) এর উপর অবতরণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর যেরকম অবতীর্ণ হয়েছে সেরকমই তিনি প্রচার করে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল-কুরআন সর্বাধিক সত্য বাণী। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''অতঃপর নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার মহাগ্রন্থ আল-কুরআন''। (সহীহ মুসলিম)।

অতএব হে আমার ভাই, তুমি এই কুরআন থেকে কোথায় চলে যাচ্ছো? এই কুরআন ও আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের কোনই মুক্তি ও সফলতা নেই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই মহাগ্রন্থকে ও এই হাদীসকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নিজের নফসের পর্যালোচনা করা। আল্লাহই সব কিছুর তাওফীক্ব দাতা।

৫. সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর ইচ্ছার সার্বজনীনতা বা ব্যাপকতা। সুতরাং তিনি যা কিছুর ইচ্ছা করেন তা হয় আর যা কিছুর ইচ্ছা করেন না তা হয় না। সুতরাং জগতের উপরে ও নিচে কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ছাড়া হয় না।

আর (المشيئة) তথা ইচ্ছা করা আল্লাহ তা'য়ালার একটি গুণ। তা যেভাবে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে এসেছে সেভাবেই আমরা সত্যায়ন করি এবং সেভাবেই অতিক্রম করি বা মেনে নেই। (অর্থাৎ কোনো রূপ পরিবর্তন, অস্বীকার, রূপদান ও সামঞ্জস্য বিধান ছাড়াই)।

যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সুরা, আশ-শূরা, আয়াত নং ১১)।

***

سورة الانفطار

সূরা আল্-ইনফিত্বারের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾﴾ الانفطار: ١ – ١٢

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) যখন আকাশ ফেটে যাবে (২) যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে (৩) যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে (৪) যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে (৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলেছে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছে মত আকৃতিতে গঠন করেছেন (৯) কখনো না, বরং তোমরা তো বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকো (১০) আর অবশ্যই তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত আছেন (১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ (১২) তাঁরা জানে তোমরা যা করো।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের অবতরণের জন্য বিভিন্ন দরজায় পরিণত হয়ে খুলে যাবে। আর যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়ে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যখন সমুদ্রগুলি একটি আরেকটির মধ্যে উদ্বেলিত হবে আর তার মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। এবং যখন কবরের মাটিগুলিকে উন্মোচিত করা হবে, যাতে সমস্ত মানুষ হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান দিবসের জন্য বহির্গমন করে।

শর্তবাচক যৌগিক বাক্যের উত্তরঃ এ সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, সে কতটুকু আমল অগ্রে পাঠিয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা যা তার উপর ওয়াজিব করেছিলো তার আমল না করে এবং তা সম্পাদন না করে কতটুকু সে পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।

হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যার ফলে তুমি তোমার প্রভু থেকে বিমুখ হলে এবং তাঁর নাফরমানির উপর দুঃসাহস করলে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে গঠনে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং আকৃতিতে করেছেন তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর, সুগঠিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো। অবশ্যই তিনি তোমার গঠনকে অত্যন্ত সুন্দর করেছেন। অথচ তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাকে যে কোন আকৃতিতে গঠন করতে পারতেন। যেমন তোমাকে খাটো বা লম্বা অথবা তোমাকে পুরুষ বা নারী করেছেন। অথবা তোমাকে জন্তু বা অন্য কিছু বানাতে পারতেন। সুতরাং পুত-পবিত্র তিনি যা ইচ্ছা করেন তা থেকে কেউ তাকে বিরত রাখতে পারবে না।

আদৌ নয়। নিশ্চয়ই তোমাদের ক্বিয়ামত দিবস ও পুনরুত্থান দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও যারা তাঁর নাফরমানী করে তাদের প্রতি তাঁর ক্রোধ সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতাই তোমাদেরকে পাপাচার, অন্যায় ও নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আর অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁরা তোমাদের আমলসমূহকে সংরক্ষণ করেন এবং তোমাদের উপর তা লিপিবদ্ধ করেন। অতএব তোমরা পাপকর্ম করো না এবং তোমাদের সহীফা বা আমলনামা গুলিকে আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করো। আর ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সম্মানিত। তাঁরা তোমাদের সমস্ত ভাল-মন্দ আমলসমূহকে লিপিবদ্ধ করেন। তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভাল-মন্দ (ন্যায়-অন্যায়) যা কিছু করো সবকিছু তারা পরিপূর্ণ সূক্ষ্মভাবে এবং সবিস্তারে জানেন। যেহেতু আল্লাহ (ﷻ) তাঁদেরকে তোমাদের সমস্ত কর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই! রাসূল (ﷺ) বলেন, "ক্বিয়ামত দিবসকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে দেখতে যার আনন্দ লাগে, সে যেন (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) তথা সূরা তাকভীর ও (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) তথা সূরা ইনফিত্বার এবং (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) তথা সূরা ইনশিক্বাক পাঠ করে"। (আহমাদ ও তিরমিযী, সহীহ)।

সুতরাং এই সূরার আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করো। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

২. হে মানবমন্ডলি! নিশ্চয় আমাদের সাথে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা আমাদের বিপক্ষে আমরা যে সমস্ত ভাল-মন্দ (ন্যায়-অন্যায়) কর্ম করে থাকি তা লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং আমরা যেন পাপে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকি। এবং আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং চিন্তা ভাবনা ও ইচ্ছা অভিপ্রায় সবকিছু যেন সৎ বা পুণ্যের হয়। কেননা বান্দা

যখন কোনো একটি সৎ কাজের ইচ্ছা করে অতঃপর সে তা বাস্তবায়ন না করে তাহলে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যদি সে তা বাস্তবায়ন করে তাহলে তার জন্য দশটি থেকে আরো অধিকগুণ নেকী লেখা হয়। আর যদি খারাপ কাজের ইচ্ছা করে সেটা করে ফেলে, তাহলে তার জন্য একটি গুনাহ লিখা হয়। আর যদি সেটা না করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয় বা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি করে নেকী লেখা হয়। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ)।

সুতরাং সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের থেকে বান্দার লজ্জা করা উচিত এবং তাদের উপর পাপ ও অন্যায় বাদ দিয়ে যেন পুণ্য ও নেকী লেখার নির্দেশ করে।

৩. মুসলিম ভাই। তোমার সহীফা (আমলনামা) কে ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লা-হ) দিয়ে পরিপূর্ণ করো। যেহেতু রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন বিস্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে অবশ্যই বলেছেন : ''যে ব্যক্তি তার আমলনামাতে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পাবে তার জন্য শুভ সংবাদ''। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾﴾ الانفطار: ١٣ - ١٩

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৩) নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ নি'আমতসমূহে অবস্থান করবে (১৪) আর পাপীরা থাকবে জাহান্নামে (১৫) বিচার দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে (১৬) তারা সেখান থেকে কক্ষনো উধাও হয়ে যেতে পারবে না (১৭) বিচার দিবস কি তা কি তুমি জানো? (১৮) আবার বলি, বিচার দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছো? (১৯) সেদিন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করার অধিকার রাখবে না এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নিশ্চয় মু'মিনগণ যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছে তারা অবশ্যই সার্বক্ষণিক নি'আমতসমূহ ও সম্মানিত স্থানে অবস্থান করবে। আর নিশ্চয় যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের অগ্নিতে অবস্থান করবে। প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসে তারা তার উষ্ণতা আস্বাদন করবে। তারা অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে এবং তা থেকে তারা আর বের হবে না।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ "আর তারা জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে না"। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৬৭)

আর আপনি জানেন? প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবস কি? অতঃপর আপনি জানেন? সেই দিবস কি? তা এক মহান দিবস এবং সেই দিনের ভীতি ও শঙ্কা অত্যন্ত তীব্র। অতএব সেই দিন কোন মানুষ অন্যকে কোন উপকার করতে ক্ষমতা রাখবে না। এবং সে যে পর্য্যায়ে থাকবে তা থেকে উদ্ধারও করতে পারবে না এবং তা থেকে সামান্য কিছু বহনও করতে পারবে না। এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর, সেদিন তাঁর সাথে কেউ বিতর্ক বা তাঁর বিরোধিতা করতে পারবে না।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম ভাই! নি'আমত পূর্ণ জান্নাতে স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তুমি সৎকর্ম-শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর নেককার ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেই কল্যাণ বা উপকার পেতে থাকে। এমনকি ফেরেশ্তা সৎ বা নেককার ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিতে থাকে। যেমনটি আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে এসেছে। "ফেরেশ্তা তার আত্মাকে বলেন : হে পবিত্র আত্মা! যে পবিত্র শরীরে ছিলে, তুমি প্রশংসনীয় অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আনন্দ-সুখ, উত্তম রিয্ক এবং ক্রোধহীন প্রভুর সুসংবাদ গ্রহণ করো".....আল-হাদীস। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)। এবং উক্ত হাদীসে আরো রয়েছে "আর যদি কোন অসৎ বদকার ব্যক্তি হয় ফেরেশতা তার আত্মাকে বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! যে নিকৃষ্ট শরীরে ছিলি বের হয়ে আয়। নিন্দিত ও তিরস্কৃত অবস্থায় বের হয়ে আয়। এবং উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ এবং এ ধরণের আরো অনেক কিছু (শাস্তি দায়ক) বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ করো"..... আল-হাদীস।

২. হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা তোমাদের নিজেদের আত্মাকে (জাহান্নামের) অগ্নি থেকে উদ্ধার করো। এবং তোমাদের পরিবারকে আল্লাহর আনুগত্য করে ও তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করার মাধ্যমে জাহান্নামের অগ্নি থেকে তাদের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক করো। কেননা অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "হে বনী কা'ব বিন লুয়াই (অর্থাৎ কা'ব বিন লুয়াই গোত্রের লোক তথা কা'ব বিন লুয়াইয়ের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন)! তোমরা তোমাদের আত্মাকে (জাহান্নামের) অগ্নি থেকে রক্ষা করো। হে বনী মুররা বিন কা'বের গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের আত্মাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। এভাবে তিনি বনী আব্দে শামস, বনী আব্দে মানাফ, বনী হাশেম, বনী আব্দুল মুত্তালেবকে বলেছেন। অতঃপর বলেছেন: হে ফাতেমা! তুমি তোমার আত্মাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো কেননা আমি আল্লাহর থেকে তোমাদের জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখবো না, তবে হ্যাঁ, তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে যার সিক্ততার মাধ্যমে আমি তা সিক্ত করবো"। (এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বরাতে বর্ণনা করেছেন)

৩. হে ব্যক্তি! ক্বিয়ামতের দিবসকে তোমার স্মৃতিতে রাখো। কেননা সেটা একটি মহান দিবস। আর তুমি ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থানস্থলের সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। যেহেতু আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, রাসূল (ﷺ) কিসের দ্বারা ক্বিয়ামুল্ লাইল্ (রাত্রির নামায) শুরু করতেন? (তখন তিনি উত্তরে) বলেন : "তিনি দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আল্হামদুলিল্লাহ্, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলে তারপর বলতেন :

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে হিদায়াত দান করো, আমাকে রিযক দান করো এবং আমাকে সুস্থতা দান করো। ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থানের সংকীর্ণতা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

***

سورة المطففين

সূরা আল্-মুত্বাফ্ফিফীনের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾﴾ المطففين: ١ - ١٧

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয় (২) যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, (৩) আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয় (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে (৫) সেই মহা দিবসে (৬) যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে (৭) কখনোই না, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে (৮) সিজ্জীন কি তা কি তুমি জানো? (৯) ওটা হচ্ছে লিখিত কিতাব (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে (১২) কেবল সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচার ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করে না (১৩) যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলেঃ এটা তো প্রাচীন কালের লোকদের কাহিনী (১৪) কখনো না, বরং তারা যা করে তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে (১৫) কখনোই নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ হতে বাধাগ্রস্ত হবে (১৬) অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে (১৭) তৎপর বলা হবে: এটাই তা যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

যারা মেপে নেওয়ার সময় প্রতারণা করে বেশী নেয় এবং মেপে দেওয়ার সময় কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও শাস্তি। যারা মানুষের কাছ থেকে (মেপে) পরিমাপ করে নেয় তখন তারা তাদের প্রাপ্য (হক্ব) পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নেয়, আর যখন মানুষের জন্য (মেপে) পরিমাপ অথবা ওজন করে দেয় তখন তারা মানুষের (হক্ব) বা প্রাপ্য (কম করে) কমিয়ে দেয়।

ঐ সমস্ত মুত্বাফ্ফিফরা (যারা ওজনে নেয়ার সময় বেশী নেয় এবং দেয়ার সময় কম দেয়) কি বিশ্বাস করে না যে, তারা অবশ্যই ক্বিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হবে। এবং তাদের প্রভু তাদের কর্মসমূহ ও ওজনে নেয়ার সময় বেশী নেয়া এবং দেয়ার সময় কম করে দেয়ার প্রতিদান বা শাস্তি দেবেন। তারা অচিরেই ঐ মহা-দিবসে পুনরুত্থিত হবে। যে দিনের ভয়াবহতা ও শঙ্কা হবে অধিক। সেদিন মানুষ তাদের কবর থেকে নগ্নপদ, বিবস্ত্র এবং খাৎনা বিহীন অবস্থায় এক কঠিন, জটিল ও সংকটময় স্থানে দাঁড়াবে। পাপাচারদের উপর হবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এটা কিছুতেই নয়! বিষয়টি সেরকম নয় যেরকমটি (হক্ব) প্রাপ্যসমূহকে হ্রাসকর্তারা ধারণা করে। বরং নিশ্চয়ই পাপাচারী জালেম (অত্যাচারী), আল্লাহ থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারীর আমলনামা জাহান্নামবাসীদের তালিকায় রয়েছে, ভূগর্ভের সর্বনিম্নে সিজ্জীনে রয়েছে। আপনি জানেন এই (সিজ্জীন) কিতাব কি? তা হচ্ছে লিপিবদ্ধ নম্বর-কৃত খাতা তা থেকে অবসর নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে জাহান্নামবাসীদের নাম বাড়ানোও হবে না আর কমানোও হবে না।

ক্বিয়ামতের দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য ধ্বংস ও আযাব। যারা পুনরুত্থান এবং প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিনকে অবিশ্বাস করে। আর কেবলমাত্র সীমালংঘনকারী, জালেম, অধিক পাপিষ্ঠ, সীমা অতিক্রমকারীরাই ক্বিয়ামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে। যখন এই পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীর কাছে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে বলে, এগুলিতো পূর্বকালের মিথ্যা ও উপকথা। কখনো নয়, যেরকম সে ধারণা করে বিষয়টি সেরকম নয়। বরং কুফরী, মিথ্যাচার ও পাপসমূহ তাদের হৃদয়ে আবরণ সৃষ্টি করেছে এবং ঢেকে দিয়েছে। ফলে হক্ব বা সত্য প্রত্যক্ষ করা এবং তা শিক্ষা অর্জন করা ও তার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়া থেকে তাকে পর্দাবৃত করা হয়েছে।

কখনোই না, নিশ্চয় ঐ সমস্ত কাফেররা তাদের প্রভু থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে, ফলে তাদের শাস্তিস্বরূপ ও অপমানের জন্য ক্বিয়ামতের দিন তারা তাঁকে দেখতে পাবে না। অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। অথচ অবশ্যই তা বাস্তব। অতএব তোমরা তার স্বাদ আস্বাদন করো এবং জাহান্নামের অগ্নিতে তোমাদের কুফরীর ফল গিলে গিলে ভক্ষণ করো।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! পাত্র দ্বারা পরিমাপ বা ওজন বা সংখ্যা বা (মিটারের) মাপে অথবা হিসাবে অথবা এছাড়া আরও অন্যান্য বিষয়ে কম-বেশি করা থেকে সতর্ক হও! এবং জেনে রেখ নিশ্চয়

মুত্বাফ্ফিফ, যে মেপে নেয়ার সময় অধিক নেয় এবং অন্যকে মেপে দেয়ার সময় কম দেয় তার জন্য কিয়ামতের দিন দুর্ভোগ, ধ্বংস, আযাব ও বিনাশ রয়েছে। আর এজন্য আমাদের কেউ যখন (পরিমাপ পাত্র বা বাটখারা দ্বারা) (পরিমাপকারী) মেপে দেবে, অথবা (ওজনকারী) ওজন করে দেবে অথবা গজে মেপে দেবে অথবা হিসাব করে দেবে অথবা আরও অন্য কোনো (লেনদেন) করবে, সে যেন নিম্নের এই আয়াতগুলোকে চোখের সামনে রাখে বা সদা দৃষ্টিতে রাখে।

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) "যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ"। এবং (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ-الأنعام) "আর তোমরা ন্যায়ের সাথে ওজন ও মাপ পূর্ণ করো"। (সূরা আল্-আনআম, আয়াত নং ১৫২)।

২. হে ভাই! ক্বিয়ামতের দিনকে স্মরণ করো।

﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"সেই মহাদিবস যেদিন মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে"। হযরত মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের অতি নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি তা এক মাইল পরিমাণ তাদের নিকটে হবে। সুলাইম ইবনে আমের বলেন, কসম আল্লাহর! আমি জানিনা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'মাইল' শব্দ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন। জমিনের দূরত্ব নাকি ঐ শলাকা যা দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়। তিনি বলেন, অতঃপর মানুষ তাদের আমল (পাপ কাজের) অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো ঘাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত হবে। আবার কারো ঘাম পশুর লাগাম লাগানোর জায়গা পর্যন্ত হবে অর্থাৎ কাউকে ঘাম পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে"। (সহীহ মুসলিম)।

এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন-

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"যেদিন মানুষ বিশ্ব পালন কর্তার সামনে দাঁড়াবে"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "এমনকি তাদের কেউ কেউ তার ঘামের মধ্যে কানের মাঝ বরাবর ডুবে যাবে"। (সহীহ বুখারী)।

৩. ক্বিয়ামত দিবসের অবস্থানের সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে "তিনি ক্বিয়ামত দিবসের অবস্থানের সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন"। (আবু দাউদ প্রমুখ)।

৪. নিশ্চয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাপাচার থেকে সতর্ক থাকে, কেননা বান্দার উপর তার ভয়াবহতা রয়েছে। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : "নিশ্চয় বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে (তা) পরিহার করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবাহ করে তখন তার অন্তর মসৃণ (চকচকে) হয়ে যায়। আর পুনরায় যদি পাপে (লিপ্ত হয়) ফিরে যায়, তাহলে সেই কালো দাগ আরো বৃদ্ধি পেয়ে তার অন্তরকে আচ্ছাদন করে (ঢেকে) ফেলে।

আর সেটাকেই الرَّانَ বলা হয় অর্থাৎ মরিচা বলে, যা আল্লাহ তা'য়ালা

(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

"কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে"। এই আয়াতে বলেছেন। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসান)।

সুতরাং বান্দা এই হাদীসে দু'ধরনের :

ক/ গুনাহ করেছে ফলে তার অন্তরে কালো দাগ (ছাপ) পড়ে গেছে। কিন্তু সে তাওবাহ করে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং (গুনাহকে) পরিহার করেছে, ফলে তার অন্তরকে মসৃণ (চকচকে) করা হয়েছে।

খ/ গুনাহ করার ফলে তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে গেছে এবং তাওবাহ না করে গুনাহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ফলে তার অন্তরে স্তূপীকৃত হয়ে ঢেকে দিয়েছে। সেটাকেই রা'ন বলা হয়। আর এজন্যই হে ভাই! তোমার কর্তব্য হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার পড়া) করা ও তাওবাহ করা এবং পাপসমূহকে পরিহার করা।

৫. আল্লাহর কাছে ঋণগ্রস্থতা ও গুনাহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করো। যাতে সুমহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। আর নিশ্চয় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন : "রাসূল (ﷺ) ঋণগ্রস্ততা ও গুনাহ হতে অধিকহারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন"..... আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এবং রাসূল (ﷺ) বলতেন– (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

৬. ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনগণ তাঁদের সুমহান পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে দেখতে পাবে এই আয়াতে তার প্রমাণ বিদ্যমান। যেমনটি নাবী (ﷺ) জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন: (রাসূল (ﷺ) রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন) "অচিরেই তোমরা তো তোমাদের প্রভু আল্লাহ তা'য়ালাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদকে অবাধে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। (সুতরাং যদি এরূপ চাও) তাহলে সাধ্যমত সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (অর্থাৎ ফজর ও আছর নামায) উত্তম সময়ে আদায়ের মাধ্যমে আয়ত্তে রাখো".....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৮) কখনো না, নিশ্চয় সৎ লোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রয়েছে (১৯) তুমি কী জানো, ইল্লিয়্যীন কি? (২০) ওটা হচ্ছে (নাম্বারকৃত) লিখিত কিতাব

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ
لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ
مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ
بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا
بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ
انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ
الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ
يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ المطففين: ١٨ - ٣٦

(২১) (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ ওটা প্রত্যক্ষ করবে (২২) নিশ্চয় পুণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়া'মতের মাঝে (২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে (২৪) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধতম পানীয় থেকে পান করানো হবে (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরীর। সুতরাং এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত (২৭) তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের (২৮) এটা একটা ঝর্ণা, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে (২৯) যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে (দুনিয়ায়) উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের নিকট দিয়ে যেতো তখন পরস্পর চোখ টিপে কটাক্ষ করত (৩১) আর তারা যখন তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে আসতো, তখন তারা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে (৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখতো তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট (৩৩) অথচ তাদেরকে তো এদের (মু'মিনদের) তত্ত্বাবধায়ক রূপে পাঠানো হয়নি (৩৪) তাই আজ মু'মিনগণ কাফেরদেরকে উপহাস করছে (৩৫) সুসজ্জিত আসনে বসে তাদেরকে দেখছে (৩৬) কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আদৌ নয়! নিশ্চয় নেককার (সৎলোক) মুখ্লিছ (একনিষ্ঠভাবে ইবাদতকারী) মুমিনদের আমলনামা সুউচ্চ সম্মানিত স্থান (ইল্লিয়্যীনে) লিখা এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যীনের কিতাব বা আমলনামা কি? নিশ্চয় তা হলো লিপিবদ্ধ এবং সুরক্ষিত খাতা।

তাতে জান্নাতবাসীদের নামগুলো নাম্বারিং করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা সেটাকে সমস্ত আকাশ থেকে প্রত্যক্ষ করে।

নিশ্চয় মুমিনগণ যারা আল্লাহর আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করে তারা স্থায়ীভাবে পরম সুখে থাকবে। তারা সুসজ্জিত সিংহাসনে বসে তাদের রাজত্ব এবং মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাদেরকে যে ভোগসামগ্রী, কল্যাণ ও অনুকম্পা দান করেছেন তা অবলোকন করবে এবং সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর চেহারা (মুবারকের) দিকে দেখতে থাকবে। আপনি তাদের মুখমন্ডলে শৌখিনতা, শালীনতা, নম্রতা, ভদ্রতা, সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে জান্নাতের বিশুদ্ধ শরাব তথা মোহরাংকিত স্বর্গীয় সুধা পান করানো হবে যা তার প্রাপকের জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব সে ছাড়া অন্য কেউ সেটাকে খুলবে না। যা মিশ্‌কে আম্বর (কস্তুরী) মিশ্রিত। সুতরাং এবিষয়ে তথা এই স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রতিযোগীদের আনুগত্য এবং সৎ কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর তার মিশ্রণ তাসনীম নামক শরাব দ্বারা যা সবচেয়ে সুস্বাদু এবং তা চমৎকার পানীয়। তাসনীম ঐ বিশুদ্ধ ঝর্ণাকে বলা হয় যা থেকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাগণ পান করবে। আর ডান পার্শ্বস্থদেরকে মিশ্রিত (শরাব পান করানো হবে)।

নিশ্চয় যারা কুফরির মাধ্যমে অপরাধ করত তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। আর তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে গমন করত তখন মুমিনদেরকে উপহাস ও তুচ্ছজ্ঞান করে পরস্পরে চোখ টিপে কটাক্ষ করত। আর যখন ঐ অপরাধীরা তাদের বাড়িতে ফিরতো তখন তারা নিজেদের অবস্থার উপর মুগ্ধ হয়ে এবং মুমিনদেরকে উপহাস করে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো। আর যখন ঐ অপরাধীরা মুমিনগণকে দেখতো তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা এদের (পূর্বের) ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করে সঠিক রাস্তা হতে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মুমিনদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করতে এবং তাদের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে দায়িত্বভার দেননি। সুতরাং ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনগণ কাফেরদেকে উপহাস করবে। যখন তারা তাদেরকে আযাবে দেখতে পাবে। এবং মুমিনগণ সুসজ্জিত আসনে বসে কাফেরদেরকে জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় অবলোকন করবে।

কাফেররা দুনিয়াতে কুফরী এবং মুমিনদের সাথে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপসহ যে সমস্ত কর্ম করত তার প্রতিফল পেয়েছে তো? হ্যাঁ তার প্রতিফল পেয়েছে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মানব মন্ডলি! আমাদের প্রত্যেককেই ন্যায়পরায়ণ সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে লোভী হওয়া/কামনা করা উচিত যাতে তার আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মাঝে (লিপিবদ্ধ) রাখা হয়। আল্-বারা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমিন বান্দার ব্যাপারে বলেছেন : "তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়্যীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে নিয়ে জমিনে ফিরে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করবো".....আল্-হাদীস। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ্। সহীহ)।

২. নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণ সৎকর্মশীলগণের জন্যে জান্নাতে রয়েছে, যা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''নিশ্চয় জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু কামরা রয়েছে যেগুলির অভ্যন্তর থেকে বহির্ভাগ এবং বহির্ভাগ থেকে অভ্যন্তর দেখা যায়। তখন একজন বেদুঈন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, সেগুলি কাদের জন্য ইয়া রাসূলুল্লাহ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সেগুলি যারা মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, (লোকদেরকে) খাদ্য খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রে মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন আল্লাহর জন্য নামায পড়ে তাদের জন্য''। (তিরমিযী, হাসান)। এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''আর সর্বপ্রথম খাদ্য যা জান্নাতবাসী খাবে তা হলো মাছের কলিজার বাড়তি অংশ''.....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী)

৩. সৎ কাজে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শরীয়ত সম্মত। দলিলঃ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীঃ ''আমি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেবো না যা করলে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে? আর যারা তোমাদের পিছনে পড়ে আছে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? আর তোমাদের মত কাজ না করে কেউ তোমাদের চেয়ে উত্তম হতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা অবশ্যই বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর তোমরা তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (অর্থাৎ সুব্হানাল্লাহ) তাক্বীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) ও তাহ্মীদ (অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ) বলবে''.....আল-হাদীস, (সহীহ মুসলিম)।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীঃ (মনে রেখ) ''মুফার্‌রিদূন তথা র্নিজনে ইবাদতকারীরা আগে বেড়ে গেছে বা অগ্রগামী হয়েছে। (সাহাবায়ে কিরামগণ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফার্‌রিদূন কারা? তিনি উত্তরে বললেন, বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌রে (স্মরণে) রত পুরুষ ও নারীরা''। (সহীহ মুসলিম)।

হে মুসলিম ভাই! সমস্ত সৎকাজ এবং সকল প্রকার আনুগত্য যেগুলি সম্পাদন করতে তুমি সক্ষম হও, সেগুলিতে অংশগ্রহণ করো।

৪. ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি (বিশেষ) বার্তা যারা মু'মিনগণ, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বক্তাগণ, উলামাগণ এবং (নেককার) সৎর্কমশীলগণকে যেহেতু তারা দ্বীনি ইলম (জ্ঞান)ও হিদায়াতের দায়িত্ব বহনকারী এবং আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়িয়ে ধারণকারী (তাদেরকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস এবং পরিহাস করে, তারা যেন তাওবাহ করে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ফিরে আসে যেহেতু ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী আসবেই। এবং শীঘ্রই সেখানে বিচার ফয়সালা করা হবে ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং মু'মিনগণ দুষ্কৃতিকারী পাপাচারদেরকে শাস্তির মধ্যে (হাবুডুবু খেতে) দেখবে এবং হাসতে থাকবে।

আমরা আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও সকল প্রকার কল্যাণের তাওফীক্ব কামনা করছি।

***

سورة الانشقاق

সূরা আল্-ইন্‌শিক্বাক্বের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ
رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ
يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ
فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ
﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾

الانشقاق: ١ - ١٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ-

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) যখন আকাশ ফেটে যাবে (২) এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটিই তার উপযুক্ত করণীয় (৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে (৫) এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং তার এটিই উপযুক্ত করণীয় (৬) হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছতে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হবে অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে (৭) অনন্তর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজ ভাবেই নেয়া হবে (৯) সে তার স্বজনদের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে (১০) আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে (১১) তখন সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (১২) এবং সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে (১৩) অবশ্য সে তার পরিবার-পরিজনের মাঝে আনন্দিত ছিলো (১৪) সে ভাবত যে, সে কক্ষনো (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না (১৫) হ্যাঁ অবশ্যই ফিরে যাবে, নিশ্চয় তার প্রতিপালক তার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে ফেরেশতাকুল অবতরণের জন্য তার দরজাগুলো খুলে যাবে ও তার পালনকর্তার আদেশ শুনে তা পালন করবে

এবং এটাই তার উপযুক্ত করণীয় যে তাঁর আদেশ পালন করবে। কেননা তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা এমন মহান যার বিরোধিতা করা যায় না। যেহেতু তিনি সমস্ত কিছুকে পরাভূত করেছেন এবং সবকিছু তাঁর জন্য বিনীত এবং অনুগত হয়েছে। আর যখন পৃথিবীকে সমতল করে বিছিয়ে চামড়ার মত সম্প্রসারিত করা হবে। ফলে তা সমতল হবে তুমি তাতে কোন উঁচু স্থান,ভবন ও পাহাড় দেখতে পাবে না। এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরের সমস্ত মৃত বস্তু ও তাদের ছাড়া যা কিছু আছে সবকিছু বাহিরে নিক্ষেপ করবে এবং তা থেকে খালি হয়ে যাবে। আর তার পালনকর্তার নির্দেশের বশ্যতা স্বীকার করবে এবং যে বিষয়ের নির্দেশ তাকে করবে তা পালন করবে এবং তার উপযুক্ত করণীয় হচ্ছে তা পালন করা। কেননা তিনি সেই মহান সত্তা যার নির্দেশ পালন করা হয়, কেউ তার রদ বা প্রতিবাদকারী নেই আর তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।

হে মানবমন্ডলি! নিশ্চয় তুমি তোমার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত প্রচেষ্টাকারী উপার্জনকারী অধিক পরিশ্রমী শ্রমিক (কঠোর সাধনকারী) এবং শীঘ্রই তোমার কর্ম ও উপার্জন তোমার প্রভুর কাছে পাবে। যদি ভাল করে থাকো তাহলে ভাল পাবে। আর যদি মন্দ করে থাক তাহলে মন্দই পাবে। সুতরাং তোমার আমল (কর্ম) তাই হওয়া উচিত যা করলে তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

সুতরাং আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দেবেন এবং তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ক্বিয়ামত দিবসে তার হিসাব নেয়া হবে অতি সহজভাবে যাতে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও কঠোরতা থাকবে না। এবং জান্নাতে তার পরিবারবর্গের কাছে আনন্দিত, প্রফুল্ল, কামিয়াব ও হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

আর হতভাগা সেই যার আমলনামা বাম হাতে পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে। সে অচিরেই মৃত্যু ও ধ্বংসকে আহবান করবে ও ডাকবে। সে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ হবে এবং তাকে ঝলসানো হবে। সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনদের মাঝে খারাপ বা মন্দ, অহংকারের আনন্দে আনন্দিত ছিলো এবং যাতে সে লিপ্ত তাতে সে মুগ্ধ ছিলো। সে শেষ পরিণাম নিয়ে কোন চিন্তা করত না এবং যেহেতু সে আখিরাতকে অস্বীকার করত সেহেতু সে তার সামনে আখিরাতে কী হবে তার ভয়ও করত না। বরং সে বিশ্বাস করত যে নিশ্চয়ই সে পুনরুত্থিত হবে না এবং হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা অচিরেই তাকে পুনরুত্থান করবেন এবং তার ভাল ও মন্দ কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। কেননা তিনি তার অবস্থা দেখতেন এবং তার কর্মসমূহের ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর কাছে তার কোন কিছুই গোপন ছিলো না।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই। নিশ্চয় আকাশ ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ "স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার উপযুক্ত করণীয়"। (সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব, আয়াত নং ২)

এবং পৃথিবী ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ "তার প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার উপযুক্ত করণীয়"। (সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব, আয়াত নং ৫)

কিন্তু আমি ও তুমি? আমরা কি আল্লাহর আদেশাবলী এবং নিষেধাজ্ঞাবলী মনোযোগ দিয়ে শুনছি? অতঃপর আল্লাহর আনুগত্য করছি?

নিশ্চয় আমার ও তোমার উপর এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর ফরয হচ্ছে পুত-পবিত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করা এবং আল্লাহর নাফরমানী (অবাধ্যতা) না করা। সুতরাং তিনি সেই সত্ত্বা যার আনুগত্য করা ফরয অতএব তার নাফরমানী করা যাবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (আনুগত্য স্বীকার করে) অগ্রসর হবে তিনি তাকে প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি পলায়ন করবে সে বিপদে পড়বে। আর নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''জেনে রেখো, তোমরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে সেই ব্যক্তি (জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না) যে ব্যক্তি উট তার মালিকের নিকট থেকে যেভাবে পলায়ন করে সে রকম আল্লাহর নিকট থেকে পলায়ন করে''। (আহমাদ, হাকেম, সহীহ)।

২. হে মুসলিম! পরকাল (তোমার আখিরাতকে) গুরুত্ব দাও ও মনে রাখো। এখন থেকে তার জন্য আমল করো এবং তাতে কঠোর সাধনা করো। যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যে ব্যক্তি সমস্ত চিন্তা উৎকণ্ঠাকে শুধু আখিরাতের চিন্তায় পরিণত করে (তাতে ব্যস্ত থাকবে), আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দুনিয়ার সমস্ত চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তির কাছে দুনিয়ার অবস্থাসমূহের চিন্তা ভাবনা প্রিয় হবে। আল্লাহ তার পরওয়া করেন না যে সে তাঁর কোন উপত্যকায় পড়ে ধ্বংস হবে''। (ইবনে মাজাহ, হাসান)

৩. যে ব্যক্তিকে হিসাবের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর সহজ হিসাব হলো উপস্থাপনা মাত্র। দলীলঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, ''রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন (ক্বিয়ামতের দিন) যার হিসাবের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে শাস্তি পাবে। আয়েশা বলেন একথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম কুরআনে কি আল্লাহ তা'য়ালা (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً) ''তার হিসাব নেয়া হবে অতি সহজভাবে''। (সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব,আয়াত নং ৮) একথা বলেননি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, (এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয়। বরং কেবল আল্লাহর সামনে উপস্থিতি মাত্র''। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

৪. মুসলিম ভাই! কোনো কোনো সময় আল্লাহর কাছে এই দু'আ দিয়ে প্রার্থনা করো।

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমার সহজ হিসাব নিও। কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন, ''আমি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন নামাযে উপরোক্ত দু'আ বলতে শুনলাম। অতঃপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর নাবী! সহজ হিসাব কাকে বলে? তিনি বললেন, তা হলো তার আমলনামার প্রতি (শুধুমাত্র) দৃষ্টিপাত করে ছাড়িয়ে যাওয়া। কেননা হে আয়েশা! সেদিন যার হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে ধ্বংস হবে''.....আল-হাদীস। (মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)।

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾﴾

الانشقاق: ١٦ - ٢٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লালিমা আভার (১৭) এবং রাত্রির আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার (১৮) এবং চাঁদের, যখন তা পরিপূর্ণতা লাভ করে (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে (২০) সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না? (২১) এবং যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদাহ্ করে না? (সাজদাহ্) (২২) বরং যারা কাফের তারা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে (২৩) আর তারা মনে যা পোষণ করে থাকে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন (২৪) সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও (২৫) কিন্তু যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

সুতরাং আমি সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা আভার শপথ করছি এবং শপথ করছি রাত্রির এবং তা যা কিছুর সমষ্টি করে তারকারাজি ও চতুষ্পদ জন্তুর এবং উহার অন্ধকার দিয়ে যা কিছুকে আবৃত করে। এবং শপথ করছি চন্দ্রের যখন উহার আলো পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণিমাতে পরিণত হয়ে পরিপূর্ণ হয়। নিশ্চয় তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে (এক স্তর থেকে অন্য স্তরে) স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং প্রথমে জীবন তার পরে মৃত্যু তারপর পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবস। এবং দরিদ্রতা পরে ধনাঢ্যতা এবং ধনাঢ্যতার পর দরিদ্রতা এবং যৌবনের পরে বার্ধক্য এছাড়া আরো অন্যান্য অবস্থার (পরিবর্তন হবে)।

সুতরাং কোন বস্তু কাফেরদেরকে ঈমান আনতে বাধা দেয়? অথচ আল্লাহর একত্ববাদ এবং অন্যকে বাদ দিয়ে তাঁরই ইবাদত করার অপরিহার্য্যতার উপর দলীলসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত? এবং তাদের কি হলো যে, যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদা করে না এবং মান্য করে না,অনন্তর আনুগত্য করে না? বরং কাফেররা তাদের স্বভাবই হচ্ছে মিথ্যারোপ করা, অবাধ্যতা করা, আল্লাহর বিরোধিতা করা এবং হক্ব তথা সত্যের বিরোধিতা করা।

তারা তাদের বক্ষে যা কিছু গোপন করে তা আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন। আর তারা তাদের অন্তরে কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকরণকে গোপন রাখে। সুতরাং আপনি তাদেরকে বেদনাদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন যা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে দেয়া হবে। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে ঘাটতি বিহীন অফুরন্ত পুরস্কার, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দান এবং সেই পুত-পবিত্র সত্ত্বার পক্ষ থেকে উদারতা স্বরূপ।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই আমার! সন্ধ্যাকালীন লালিমা আভার সময় এবং তা ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে সাবধান থাকো। যখন রাত্রি ফজরের দিকে অগ্রসর হয় তখন আমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে কোন (ধরণের) আমলে লিপ্ত? সে কি আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত? না সে আল্লাহর নাফরমানীতে (অবাধ্যতায়) লিপ্ত? নাকি সে কোনো বৈধ কাজে লিপ্ত? সে যদি আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত থাকে তাহলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যদি সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ করে এবং পুত-পবিত্র আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে ফিরে আসে। আর যদি সে কোন বৈধ কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না। বরং হে ভাই আমার : প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ রাত্রিটাই সালাতুল্ লাইল তথা রাতের নামাযের সময়। সুতরাং তোমার পক্ষে রাত্রে যতটুকু নামায পড়া সহজসাধ্য হয়, পড়। বরং হে ভাই আমার! যখন মাগরিবের আযান দেয়া হয় তখন মাগরিবের নামাযের পূর্বেই তুমি ইচ্ছা করলে দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর ভিত্তিতে, তিনি বলেন : ''তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে দু'রাকআত (নফল) নামায আদায় করো। তারপর বলেন তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে দু'রাকআত নামায তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় সে পড়বে। লোকেরা এনামাযকে সুন্নাতে (মুআক্কাদাহ্) হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এই আশংকায় দ্বিতীয়বার তিনি এভাবে বলেছেন''। (আবু দাউদ এবং বুখারীতেও এধরণের বর্ণনা রয়েছে)।

২. মুসলিম ভাই আমার। যখন তুমি ঐ সমস্ত দিনগুলিতে পদার্পণ করবে, যেগুলিতে চাঁদ পরিপূর্ণ থাকে (অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদের দিনগুলো) তখন মাসের মাঝের দিনগুলিতে (আইয়ামে বীজ) (১৩-১৪-১৫ তারিখ) রোযা রাখার কথা স্মরণ করো। অর্থাৎ রোযা রাখো। কেননা আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''হে আবু যার! যখন তুমি মাসের তিন দিন রোযা রাখবে, তখন তুমি মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখবে''। (তিরমিযী ও নাসাঈ,সহীহ)। (উল্লেখ্য যে এখানে আরবী মাস উদ্দেশ্য)।

***

سورة البروج

সূরা আল্-বুরূজের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ
الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ
أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا
مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
﴿١١﴾﴾ البروج: ١ - ١١

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (৩) এবং সেই দিবসের,যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় (৪) ধ্বংস করা হয়েছে গর্ত ওয়ালাদেরকে (৫) (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিলো (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসে ছিলো (৭) আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিলো তা প্রত্যক্ষ করছিলো (৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করে একমাত্র এই কারণে যে, তারা মহাপরাক্রান্ত প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক আর সেই আল্লাহ সবকিছুর প্রত্যক্ষর্দশী (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের উপর জুলুম- নির্যাতন করেছে অতঃপর তাওবাহ্ করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা (১১) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত, এটাই মহা সফলতা।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

শপথ বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের এবং শপথ ক্বিয়ামত দিবসের যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিচার ফয়সালা, প্রতিদান এবং হিসাব নিকাশের জন্য প্রতিশ্রুত হিসাবে নির্ধারণ

করেছেন। এবং শপথ যা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ শুক্রবারের দিন) ও যাতে উপস্থিত হয় (অর্থাৎ আরাফাতের দিন)। অভিশপ্ত হয়েছে গুহাবাসীরা (নাজরানে অবস্থিত গুহা) যারা ভূমিতে গর্ত খনন করে অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাতে মু'মিনদেরকে রেখেছিলো। মু'মিনদেরকে (দগ্ধ করার জন্য) ঐ গর্তে তারা যেই আগুন প্রজ্জ্বলন করেছিলো যখন তারা ঐ আগুনের কিনারায় বসে মু'মিনদের (উপর) শাস্তি প্রত্যক্ষ করছিলো। আর তারা মু'মিনদের সাথে শাস্তির মাধ্যমে যে কর্ম করছিলো তা প্রত্যক্ষে অবলোকন করছিলো। মু'মিনদের উপর যে জ্বলন-পোড়ন আপতিত হয়েছিলো তা তারা দর্শন করছিলো।

তারা তাদের নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণে যে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো এবং তাঁর আনুগত্য করেছিলো। আল্লাহ তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার একমাত্র মালিক তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। সবকিছু জানেন এবং সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। অতএব তারা কিভাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনাকে অস্বীকার করে এবং যারা তাঁর একত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করে তাদেরকে শাস্তি দেয়?

নিশ্চয় যারা মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলেছে এবং তাদের আক্বীদার কারণে তাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, অতঃপর তারা তাদের এই নোংরা অপরাধ থেকে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য ক্বিয়ামত দিবসে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, যেখানে তাদেরকে পোড়ানো হবে, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

আল্লাহ বলেন : ''তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না''। (সূরা আল্-বাকারাহ্, আয়াত নং ১৬৭)।

নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নি'আমত ও মহা সাফল্যের জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। (অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন এবং শঙ্কিত বস্তু হতে মুক্তি লাভ)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম ভাই! আল্লাহ তায়ালা 'শাহেদ' (অর্থাৎ শুক্রবারের দিনের) শপথ করেছেন। সুতরাং তুমি এই দিনে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো (পালনের) মাধ্যমে উপকার সাধন করেছো?

ক/ শুক্রবারের রাত্রিতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এবং শুক্রবারের দিনে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করা। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন: ''তোমরা শুক্রবারের রাত্রিতে এবং শুক্রবার দিনে আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করো। আর যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হাসান)।

খ/ (জুমুয়ার দিন) দু'আ কবূল হওয়ার সময়কে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাও। আর তা হলঃ- (মাগরিবের পূর্বে (দিনের) শেষের এক ঘন্টা) অথবা (ইমাম (খুতবার জন্য) মিম্বারে উঠার সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু।

গ/ জুমুয়ার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করা। যেহেতু তা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত রয়েছে।

ঘ/ আল্লাহ তা'য়ালা (মাশহূদ) তথা আরাফাতের দিনের শপথ করেছেন। সুতরাং তুমি যদি হাজ্জে গমনকারী (হাজ্জ পালনকারী) না হয়ে থাক তাহলে কি আরাফাতের দিনে রোযা রেখেছ? কেননা অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আরাফাতের দিনের রোযা আমি আল্লাহর নিকট আশাকরি তা পূর্ববর্তী এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ মুছে দেবে''। (সহীহ মুসলিম)।

২. একজন ব্যক্তি আল্লাহর যতই অবাধ্য হোক (সে যদি তাওবাহ করে) নিশ্চয় তার তাওবাহ উপস্থাপিত হয় যেহেতু পুত-পবিত্র আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের তাওবাহর প্রস্তাব করেছেন যারা মুমিনদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলো এবং তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলো। সুতরাং আমরা কি আল্লাহর কাছে তাওবাহ করি? কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''নিশ্চয় আল্লাহ রাত্রিভাগে নিজ হস্তকে প্রসারিত করে দেন যাতে করে দিবাভাগে পাপকারী বান্দা তাওবাহ করে এবং দিনের বেলা নিজ হস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাত্রে পাপকারী বান্দা তাওবাহ করে। যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে''। (সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাওবাহ করার সুযোগ রয়েছে।

উখদূদের হাদীস

সুহায়েব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে এক বাদশাহ ছিলো। তার ছিলো এক যাদুকর। যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলো তখন বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। অতএব আমার নিকট এক যুবককে পাঠিয়ে দিন, যাতে তাকে যাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারি। বাদশাহ যাদুমন্ত্র শিখাবার উদ্দেশ্যে তার নিকট একজন যুবককে পাঠিয়ে দিলো। যুবকের পথের ধারেই ছিলো একজন ধর্মযাজক। যুবক তাঁর পাশে বসে তাঁর কথা শুনল এবং তাঁর কথা তার কাছে খুবই ভালো লাগলো। অতএব যুবক যখনই যাদুকরের নিকট যেত সে রাস্তায় ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে বসত। এরপর যাদুকরের কাছে গেলে তাকে মারধর করত। যুবক ধর্মযাজকের নিকট যাদুকর সম্পর্কে অভিযোগ করলে ধর্মযাজক তাকে বললেন, যখন তুমি যাদুকরের মারধরের আশঙ্কা করো তখন বলবে আমাকে আমার স্বজনেরা বিরত রেখেছিলো। আর যখন তোমার স্বজনদেরকে ভয় করো তখন বলবে, আমাকে যাদুকর আসতে বিরত রেখেছে। এভাবে সে আসা যাওয়া করছিলো। ঘটনাক্রমে একদিন রাস্তায় এক বিরাটকায় জন্তু উপস্থিত, যা মানুষের যাতায়াতের পথ রোধ করে রেখেছিলো। যুবক মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, যাদুকর শ্রেষ্ঠ নাকি ধর্মযাজক শ্রেষ্ঠ? তখন সে একটা পাথর

হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যদি ধর্মযাজকের কাজ তোমার কাছে যাদুকর অপেক্ষা প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তুমি এ জন্তুকে পাথর দ্বারা মেরে ফেল, যাতে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। এরপর সে পাথর নিক্ষেপ করলে জন্তুটা মারা গেলো এবং লোকজন পার হয়ে গেলো। যুবক ধর্মযাজককে এসে এ ব্যাপারে জানালে ধর্মযাজক বললেন, বৎস! আজ তুমি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে। আমি যতটুকু দেখেছি তোমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে,তবে তোমাকে অচিরেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যদি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও, তবে আমার সম্পর্কে কিছু জানাবে না। যুবক আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগী আরোগ্য করত এবং মানুষের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করত। রাজার এক সভাসদ (মন্ত্রী) অন্ধ ছিলো। তার কানে এ খবর পৌঁছালে সে বহু উপঢৌকন নিয়ে যুবকের কাছে এসে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য করতে পারো, তবে যা কিছু আমি এনেছি সবই তোমাকে দান করবো। যুবক বলল, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য করেন। যদি আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুয়া করবো আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। একথা শুনে ঐ সভাসদ ঈমান আনলো। অতঃপর আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। ভালো হয়ে সে পূর্বের ন্যায় রাজার কাছে এসে বসলো। রাজা তাকে দেখে (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, তোমার চোখ কে ফিরিয়ে দিলো? মন্ত্রী বলল, আমার প্রভু আল্লাহ। রাজা বলল, আমি ছাড়াও তোমার কোন প্রভু আছে নাকি? মন্ত্রী বলল, আমার ও আপনার প্রভু আল্লাহ। উত্তর শুনে রাজা তাকে পাকড়াও করলো এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগলো। শাস্তির কষ্টে সে যুবকের কথা বলে দিলো। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে রাজা বলল, বেটা! তোর যাদু সম্পর্কে আমি সংবাদ পেলাম। যাদু দিয়ে তুই জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগী আরোগ্য করছিস। আরো কি কি করছিস ! যুবক বলল, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না, একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। উত্তর শুনে রাজা তাকে পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি দিতে লাগলো। শাস্তির তীব্রতায় অবশেষে যুবক ধর্মযাজকের কথা বলে দিলো। এরপর ধর্মযাজক কে উপস্থিত করা হলো। তাকে বলা হলো, তুমি তোমার ধর্ম থেকে ফিরে আসো। ধর্মযাজক অস্বীকার করলে রাজা করাত এনে তার মাথার মাঝখানে স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলো। এরপর তার মন্ত্রীকে উপস্থিত করে বলা হলো, তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও। মন্ত্রী অস্বীকার করলে তারও মাথার মাঝখানে করাত স্থাপন করে তাকেও দ্বিখণ্ডিত করলো। অতঃপর যুবককে উপস্থিত করে তাকেও বলা হলো তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে দাও। সে অস্বীকার করলে রাজা তার একদল সহচরের হাতে তাকে অর্পণ করে আদেশ করলো, একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং যখন পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছাবে, তখন তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি ধর্ম ত্যাগ করে তবে তো ভালো, অন্যথায় তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে আরোহণ করলো। এমন সময় যুবক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ! তোমার যা ইচ্ছা আমার ও এদের ব্যাপারে তুমিই ব্যবস্থা গ্রহণ করো। এরপর পাহাড়ে বিরাট কম্পন সৃষ্টি

হলে তারা সব নিচে পতিত হয়ে মারা গেলো। অবশেষে যুবক নিরাপদে রাজার নিকট পৌঁছলো। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথীদের কি হলো? যুবক বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এরপর রাজা তাকে আর একদল সহচরের কাছে অর্পণ করে বলল, একে নিয়ে যাও এবং একটা নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছালে তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি ত্যাগ করে তো ভালো, অন্যথায় তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। আদেশ পেয়ে তারা তাকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেলো। এ সময় যুবক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা উল্টে গিয়ে তারা সবাই ডুবে মরলো। যুবক নিরাপদে পদব্রজে রাজার নিকট এসে পৌঁছলো। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথীদের কি অবস্থা হলো? যুবক বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। অতঃপর যুবক রাজাকে বলল, তুমি আমাকে কিছুতেই মারতে পারবে না যে পর্যন্ত তুমি আমার পরামর্শ মতো কাজ না করো। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তা কেমন? যুবক বলল, প্রথমে সব লোক এক স্থানে একত্র করবে। আর আমাকে একটা শূলিকাষ্ঠে ঝুলাবে। অতঃপর আমার থলি থেকে একটা তীর বের করে তা কামানের মাঝখানে স্থাপন করবে। অতঃপর 'বিস্‌মিল্লাহি রাব্বিল গোলামি' বলে তা আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে। যখন তুমি এরূপ করবে তখনি আমাকে মারতে পারবে। একথা শুনে রাজা সব লোক এক জায়গায় একত্র করলো এবং তাকে শূলে ঝুলালো। অতঃপর তার থলি থেকে একটা তীর বের করে কামানের মাঝখানে তা স্থাপন করলো। অতঃপর 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলামি' বলে তার দিকে নিক্ষেপ করলো। তীর গিয়ে তার কানের নিম্নাংশে পৌঁছালে যুবক নিজ হাতে কানের নিম্নাংশ তীরের স্থানে রেখে প্রাণত্যাগ করলো। রাজ্যের সব লোক এ দৃশ্য দেখে ঘোষণা করলো, আমরা সবাই এ যুবকের প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। এরপর রাজা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাকে বলা হলো, তুমি যে আশঙ্কা করছিলে, আল্লাহর কসম! সে আশঙ্কাই তোমার উপর পতিত হয়েছে। সব লোক তো ঈমান এনে ফেলেছে। এরপর সে আদেশ করলো, রাস্তার মোহনায় বিরাট গর্ত খনন করো এবং তাতে আগুন জ্বালাও। তার আদেশে বিরাট গর্ত খনন করা হলো এবং তাতে আগুন জ্বালানো হলো। অতঃপর আদেশ করলো, যারা ঐ ধর্ম থেকে ফিরে না আসবে তাদেরকে এর মধ্যে পুড়িয়ে ফেলো অথবা তাদেরকে বলা হলো, এর মধ্যে প্রবেশ করো। যুবকের অনুগামীরা তাই করলো। শেষ পর্যন্ত এক মহিলা একটা শিশুকে নিয়ে অগ্নি-গহ্বরের নিকট এসে তাতে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিলো। দুধের শিশু তাকে বললঃ ওহে মা! ধৈর্যধারণ করুন! আপনি সত্য ধর্মে কায়েম আছেন"। (সহীহ মুসলিম)।

৩. নিশ্চয় যে মুমিন সৎকর্ম করে, শীঘ্রই সে মহান সফলতা অর্জন করবে। (জান্নাতে সে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা কিছু থেকে সে ভয় করে তা থেকে মুক্তি পাবে)। অতএব হে ভাই আমার, তুমি এই সাফল্য অন্বেষণ করো এবং তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করো এবং এ বিষয়টিকে তুমি সর্বাধিক গুরুত্ব দাও।

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ
يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ
﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ
مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾﴾ البروج: ١٢ - ٢٢

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১২) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন (১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরাবর্তন করবেন (১৪) এবং তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময় (১৫) আরশের অধিপতি, মহা সম্মানিত (১৬) তিনি যা চান তাই করেন (১৭) তোমার কাছে কি সৈন্য বাহিনীর খবর পৌঁছেছে? (১৮) ফিরআ'উন এবং সামূদের? (১৯) তবুও কাফিররা সত্য প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে (২০) আর আল্লাহ আড়াল থেকে ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (২১) বরং এটা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন (২২) সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও ও তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন। নিশ্চয়ই তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে প্রথমবার (সৃষ্টির) অস্তিত্ব দান করেন। এবং পুনরায় জীবিত করেন ও তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন। পুত-পবিত্র সত্ত্বা তিনি, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কারী মুমিন বান্দাদের গুনাহসমূহকে অধিক হারে ক্ষমা করে থাকেন। তাদের প্রতি প্রেমময়। তিনি সমস্ত সৃষ্ট-জীবের উপরে অবস্থিত মহান আরশের অধিপতি। নিশ্চয় তিনি আরশের উপর আসীন হয়েছেন তাঁর মর্যাদা ও মহানত্বে যে রকমটি মানানসই সেভাবে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের (ফয়সালার) খন্ডনকারী কেউ নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।

হে নাবী আপনার কাছে সীমা লঙ্ঘনকারী সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি? যারা রাসূলদেরকে মিথ্যারোপ করেছিলো এবং পৃথিবীতে ফাসাদ (গোলযোগ) সৃষ্টি করেছিলো। তারা ছিলো ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং সামূদ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিলো এবং তাঁর রাসূলদের সাথে যুদ্ধ করেছিলো। বরং যারা কাফের তারা আল্লাহর রাসূলগণের, কুরআনের, ক্বিয়ামত দিবসের এবং পুনরুত্থানের প্রতি মিথ্যারোপে রত আছে। এবং আল্লাহ তাদেরকে সর্বদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। সুতরাং তারা তাঁরই কব্জায় রয়েছে এবং তাঁরই অধীনে বশীভূত এবং শীঘ্রই তিনি তাদের কুফরীর সাজা দেবেন। এই কুরআন তার হরফগুলিতে, অর্থসমূহে, এবং দাওয়াতী ক্ষেত্রে অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান এবং বরকতময়।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাকে গ্রহণ করবে ও তার প্রতি ঈমান আনবে এবং উহার প্রদর্শিত পথকে আঁকড়ে ধরবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে হালাক (ধ্বংস) হবে। তা লাওহে মাহফূযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ এবং তা কম-বেশী পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিকৃতি এবং শয়তানদের থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

"আমি স্বয়ং এই উপদেশগ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী"। (সূরা আল্-হিজ্‌র, আয়াত নং ৯)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি! জুলুম, অত্যাচার করা থেকে সতর্ক হও। কেননা অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা জালিমদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না"। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

সুতরাং বান্দা যেন সুমহান পরাক্রমশালী আল্লাহর রাগ এবং তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়া থেকে দূরে থাকে এবং প্রত্যেক ঐ পথ অবলম্বন করে যেগুলি তাকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি দেয়। কেননা আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

"আল্লাহ তা'য়ালা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৪)।

২. অবশ্যই আমাদের কর্তব্য হলো অধিক হারে ইস্তেগ্‌ফার পড়া, তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা নিশ্চয় মহানুভব আল্লাহই গুনাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা পরায়ণ আর তাঁর বন্ধুদের (অলীদের) প্রতি প্রেমময়। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দার প্রতি আশ্চর্য হন যখন সে বলে, হে আমার রব! তুমি আমার গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দাও, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করবে না"। (তিরমিযী, সহীহ)।

৩. মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের মহান মর্যাদা। অতএব তার প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য ফরয। তন্মধ্যে:-

ক/ ইবাদতের উদ্দেশ্য নিয়ে তা তিলাওয়াত বা পাঠ করা এবং তা বুঝা বা উপলব্ধি করা। তার উপর আমল করা এবং তদ্বারা (দৈহিক ও আত্মিক) রোগ মুক্তি কামনা করা।

খ/ তার প্রচার করা এবং যে তার প্রচার করে তার সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা করা। আর যারা তার প্রচারে বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে (সোচ্চার হয়ে) দাঁড়ানো এবং সাধ্যানুসারে এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করা এবং ধন-সম্পদ ও সময় ব্যয় করা। আর নিশ্চয় জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন:

''রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেকে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করতেন এবং বলতেন, (এমন) কোন লোক নেই যে আমাকে তার জাতির কাছে নিয়ে যাবে? (অতঃপর আমি তাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করবো। কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করতে বাঁধা দিয়েছে''। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ)।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার সুন্দরতম নামসমূহের মধ্যে **الودود** একটি।

তার অর্থ: তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি স্নেহ পরায়ণ।

আল্লাহর নামসমূহের **المجيد** একটি এবং এর অর্থ: সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও মহৎ গুণের অধিকারী সত্ত্বা।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এই সমস্ত নামসমূহ সাব্যস্ত করি। আমরা মৌলিক অর্থ জানবো। এবং পরিপূর্ণতা ও ধরণ বা আকৃতি কোন প্রকার সাদৃশ্যতা না করে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অর্পণ করবো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

''কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন''। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত নং ১১)।

***

سورة الطارق

সূরা আত-ত্বারিক্ব এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ
نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ
مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ
عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ ﴾

الطارق:١ - ١٠

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর (২) তুমি কি জানো যা রাতে আসে তা কী? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র (৪) প্রত্যেক আত্মার সাথে একজন সংরক্ষক আছে (৫) অতঃপর মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, কোন্ জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবল বেগে নিঃসৃত পানি হতে (৭) যা বের হয় পিঠ ও বুকের হাড়ের মধ্য হতে (৮) নিশ্চয় তিনি মানুষকে আবার (জীবনে) ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই সক্ষম (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করা হবে (১০) সেদিন মানুষের না থাকবে নিজের কোন সামর্থ্য আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আকাশ এবং তাতে যে সমস্ত আলোকময় নক্ষত্ররাজি রয়েছে তার শপথ করছি। হে নাবী (ﷺ) আপনাকে কিসে জানাবে যে (আত-ত্বারিক) তথা রাতে আগমনকারী কী? নিশ্চয় তা হলো দীপ্তিমান নক্ষত্র যে তার আলো দিয়ে অন্ধকারকে বিদূরিত করে। নিশ্চয় প্রত্যেক জীবের উপরই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সংরক্ষক রয়েছে। সে তাকে পাহারা দেয়, বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করে এবং তার আমলসমূহ হিসাব করে আর তার কর্ম ও কথাসমূহকে লিখে রাখে। সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার (মানুষের) মূল (যে) দুর্বল, তার প্রতি সতর্কীকরণ। (তার মৌলিক দুর্বলতার প্রতি সতর্কীকরণ)। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বীর্য বা শুক্র থেকে যা পুরুষ ও নারীর শরীর হতে প্রবল বেগে নিসৃত হয়। অতঃপর পূতপবিত্র আল্লাহর নির্দেশে উভয় হতে সন্তান জন্মলাভ করে। প্রবল বেগে নির্গত এই

পানি (শুক্র) পুরুষের পিঠ এবং নারীর বক্ষ থেকে নির্গত হয়। নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে এবং তার হিসাব নিতে ক্ষমতাবান। সেদিন গোপন বিষয়সমূহের পরীক্ষা করা হবে এবং আক্বীদা/বিশ্বাস ও নিয়্যতসমূহ জানা যাবে। আর সেদিন এই ক্বিয়ামত দিবস ও পুনরুত্থানকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর কোনই শক্তি থাকবে না যার দ্বারা সে তার নিজের উপর থেকে আল্লাহর আযাব বা শাস্তিকে দূর করবে এবং তার কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না যে তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করবে এবং বাঁচাবে বা তা থেকে রক্ষা করবে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. নিশ্চয় মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বান্দার সাথে ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। আর তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত।

ক/ এক শ্রেণী বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

"মানুষের জন্যে তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তাঁরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে"। (সূরা আর-রা'দ, আয়াত নং ১১)।

আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অনুগ্রহ। আর সে জন্যই তুমি লক্ষ্য করো! কত বৎসর তোমার অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ তুমি তোমার মুখমণ্ডলের উপর (উপুড় হয়ে) পড়ে যাওনি এবং তোমার চোখে বা শরীরে আঘাত পাওনি। সুতরাং তুমি পুত-পবিত্র আল্লাহর নির্দেশে নিরাপদ। তবে যখন বান্দার উপর আল্লাহর ভাগ্যলিপি এসে যায় যা তিনি লিখে রেখেছেন এবং ফয়সালা করেছেন তখন বান্দা হতে ঐ সমস্ত (সংরক্ষক) ফেরেশতাগণ সরে যান।

খ/ এক শ্রেণী বান্দার কার্যক্রম, কথাবার্তা এবং সৎ কাজ ও মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে"। (সূরা ক্বাফ, আয়াত নং ১৮)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"সম্মানিত লেখকবৃন্দ,তারা জানে তোমরা যা করো"। (সূরা আল্-ইনফিতার,আয়াত নং ১১-১২)।

গ/ এক শ্রেণী ফেরেশতাদের মধ্যে তারা সহচর। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেরই সাথে জ্বীনের (তথা শয়তানের) মধ্য থেকে একজন সহচর এবং ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন সহচর হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে"। (সহীহ মুসলিম)।

ঘ/ এক শ্রেনী ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয় বান্দা তার মায়ের পেটে থাকাবস্থায়, অতঃপর তাকে ৪টি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তার রিযক, মৃত্যু, কর্ম এবং সে সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান তা লেখা হয়। আর এটা বীর্য (গর্ভে) ১২০ দিন অবস্থানের পর লেখা হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য ফেরেশতাগণ রয়েছেন।

অতএব হে আল্লাহর বান্দা! যেই মহান আল্লাহ তোমাকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো আল্লাহকে লজ্জা করা, যাতে কোনো পাপ না করি ফলে তা আমাদের বিরুদ্ধে লেখা হয়। আর যখন আমাদের কেউ গুনাহ্ করে ফেলে তার উচিত তাৎক্ষণিক আল্লাহর নিকট তাওবাহ করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এবং আমাদেরকে জ্বিন সহচর হতে সতর্ক থাকা উচিত, কেননা কোনো কোনো হাদীসের ভাষ্যে তা শয়তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব তা শয়তান।

আর বান্দার নিকট যখন ফেরেশতার আগমন ঘটে তখন আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ''আদম সন্তানের নিকট নিশ্চয় শয়তানের আগমন ঘটে এবং ফেরেশতার আগমন ঘটে। শয়তানের আগমন হলো খারাপ কাজ করার উৎসাহ প্রদান এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার হুমকি প্রদান। আর ফেরেশতার আগমন হলো কল্যাণ, নেক কাজ করার ও সত্যকে বিশ্বাস করার প্রতি ঐশী অনুপ্রেরণা। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা লাভ করে তার জানা উচিত যে নিশ্চয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্যটি পায় তার উচিত আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা''। অতঃপর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সত্যায়নে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾

''শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়''। (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত নং ২৬৮)। (তিরমিযী, সহীহ)।

২. বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং মন্দ সংকল্প করা থেকে বিরত থাকো। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''(ক্বিয়ামতের দিন) প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটা পতাকা উত্তোলিত করা হবে এবং বলা হবে ওটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক''। (সহীহ মুসলিম)।

আর তা ক্বিয়ামতের দিন– ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾

''যেদিন গোপন বিষয়াদির পরীক্ষা করা হবে''। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১১) শপথ বেশী বেশী বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের (১২) এবং শপথ জমীনের যা (চারা গজানোর সময়) ফেটে যায়

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾﴾

الطارق: ١١ - ١٧

(১৩) নিশ্চয় কুরআন মীমাংসাকারী বাণী (১৪) এবং তা কোনো হাসি-ঠাট্টামূলক কথা নয় (১৫) নিশ্চয় তারা ভীষণ এক ষড়যন্ত্র করছে (১৬) আর আমিও কৌশল করি (১৭) অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আর শপথ বেশি বেশি বৃষ্টি (বর্ষণকারী) আকাশের এবং শপথ জমীনের যা বৃক্ষ-তৃণলতা ও শস্যের দ্বারা ফেটে যায় এবং বিদীর্ণ হয়। নিশ্চয় এই কুরআন সত্য বাণী এবং ন্যায় বিচারক। সুতরাং তা হক্ব ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত তথা সঠিক পথ ও গোমরাহী তথা বিচ্যুত পথের মাঝে পার্থক্য করে এবং কুরআন খেল তামাশা এবং উপহাস নয়। বরং তা অতীব গুরুত্বর্পূণ এবং সত্য বিষয়, তাতে কোন মিথ্যা বা বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।

নিশ্চয় কাফেররা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করে এবং গোপনে তাদের সাথে প্রতারণা করে। আর আমি আমার কৌশল এবং যা অধিক গোপন ও অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিক কার্যকর তা দ্বারা তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করি। অতএব আমি তাদের প্রতারণাকে নষ্ট করে দেই এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে বিফল করে দেই। অতএব হে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কাফেরদেরকে অবকাশ দিন এবং তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন এবং শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের উপর কি শাস্তি, ক্রোধ এবং ধ্বংস অবতরণ করি।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. কুরআন সত্য মিথ্যার ফয়সালাকারী বাণী, আর এজন্য:-

ক/ তাতে (কুরআনে) মতানৈক্য বা মতবিরোধ করা বৈধ নয়। এ সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্য বা মতবিরোধ করা বৈধ নয় যে, নিশ্চয় তা মীমাংসাকারী ও সত্য এবং তা এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল-সোজা এবং আক্বীদাগত ক্ষেত্রে মতবিরোধ করা বৈধ নয়। আর সেজন্য নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত মনের চাহিদার অনুকূল হয় তিলাওয়াত করতে থাকো। আর যখন তাতে তোমরা মতভেদ করো তখন তা থেকে বিরত থাক''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

খ/ কুরআন কারীমে অন্যায়ের মাধ্যমে ঝগড়া বা বিতর্ক করা বৈধ নয়। নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু জুহাইম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ''অতএব তারা যেন কুরআনে কোন ঝগড়া-বিবাদ (মতবিরোধ) না করে। কেননা তাতে মতবিরোধ করা কুফরী''। (মুসনাদে আহ্মাদ, সহীহ)।

২. নিশ্চয় কাফেররা মু'মিনদের দাওয়াতী ক্ষেত্রে কুরআনের বিপরীত ষড়যন্ত্র করে। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য হলো নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে সচেতন থাকা।

ক। জ্ঞানে, আমলে, দাওয়াত ও প্রচারে, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে, বিচারকার্যে, আক্বীদা বিশ্বাসে, নৈতিকতা বা চরিত্রে, লেনদেনে এবং এছাড়া কুরআনে আরো যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে এই কুরআনকে আকড়ে ধরা। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুর রহমান বিন শাব্‌ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''তোমরা কুরআন পড় এবং তাতে বাড়াবাড়ি (সীমালঙ্ঘন) করো না। এবং তা থেকে রূঢ় হয়ো না। আর তার মাধ্যমে ভক্ষণ করো না এবং তার দ্বারা (দুনিয়াতে) অধিক লাভের আশা করো না''। (মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)।

খ। (এ বিষয়) জেনে রাখা যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব (কুরআন) কে এবং তাঁর মুমিন বান্দাগণকে সাহায্যকারী। আর নিশ্চয় তিনি কাফেরদের জন্য কৌশল করেন, যেমন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ বলেন, ''আর আমিও কৌশল করি''। (সূরা আত-ত্বারিক,আয়াত নং ১৬)।

গ। এই কুরআনের জন্য সদুপদেশ প্রদান করা। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''(ইসলাম) ধর্ম হলো উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। (সাহাবী বলেন) আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বলেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) তামীম আদ্দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

***

سورة الأعلى

সূরা আল্-আ'লা এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾﴾ الأعلى: ١ - ١٣

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন (৫) অতঃপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন (৬) অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি আর ভুলবে না (৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন (৮) আর আমি তোমার জন্য সহজ (শরীয়াত) আরো সহজ করে দেবো (৯) অতএব উপদেশ দাও যদি উপদেশ উপকার দেয় (১০) যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে (১১) আর যে চরম হতভাগ্য, সে তা উপেক্ষা করবে (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে (১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আপনি আপনার সুমহান পালন কর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। সুতরাং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন, পবিত্রতা ঘোষণা, বড়ত্ব প্রকাশ এবং মর্যাদা প্রদান ছাড়া স্মরণ করা হবে না। তিনিই আপন মর্যাদায় ও প্রবল পরাক্রান্তে সর্বোচ্চ। যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে সুন্দরতম আকৃতিতে সুবিন্যস্ত করেছেন। যিনি সবকিছুকে সুপরিমিত করেছেন অতঃপর তার জন্য যতটুকু নিরূপণ করেছেন তা সম্পাদনে পথ প্রদর্শন করেছেন। এবং

মুকাল্লাফকে (দায়িত্ব প্রাপ্তকে) সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। আর যিনি চতুষ্পদ জন্তুর জন্য ঘাস, তৃণলতাসহ অন্যান্য সকল প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। অতঃপর তার সজীবতার পর পরির্বতনীয় বিশুষ্ক বি-মলিন করেছেন।

হে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অচিরেই আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করাবো। তা আপনি মুখস্থ করবেন ফলে তা আর ভুলবেন না। আল্লাহ আপনাকে যা ভুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। ফলে তা আপনি অবশ্যই ভুলে যাবেন। কেননা নিশ্চয় পুত পবিত্র সত্তা তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন। আর আকাশ ও জমিনের কোন গোপন বস্তু তাঁর অজ্ঞাত নেই। আমি আপনার জন্য সহজ ইসলামী শরীয়ত সহজতর করে দিবো এবং আপনার সমস্ত বিষয়ের সহজ বিষয়গুলো সহজতর করে দেবো যাতে কোন জটিলতা না থাকে।

অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে এই কুরআনের দ্বারা উপদেশ দিন এবং তাদেরকে নসীহত করুন এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করুন। যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তা জানে, সে শীঘ্রই উপদেশ গ্রহণ করবে। আর প্রত্যেক হতভাগ্য যে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নসীহত ও উপদেশকে উপেক্ষা করবে। এই হতভাগা যে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাকে অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন মহা অগ্নিতে প্রবেশ করানো হবে এবং জাহান্নামের অগ্নিতে পোড়ানো হবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না যাতে সে বিশ্রাম নিবে, আর সে ধরণের হায়াতে সে বাঁচবেও না যা তাকে উপকার দেবে। বরং দুঃখ-কষ্ট হবে তার জন্য সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই আমার! সুমহান পরাক্রমশালী আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করো। এই সূরায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তুমি তোমার সুমহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো। আর সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক/ নামাযের রুকূ ও সাজদায় ওয়াজিব তাসবীহ পাঠ করা। হযরত হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, "নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকূতে বলতেন :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এবং তাঁর সাজদাতে বলতেন :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থাৎ আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"। (সহীহ মুসলিম)।

আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, "নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (নামাযের) রুকূ ও সাজদাতে

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

এই দু'আটি বলতেন''। অর্থাৎ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রূহুল কুদ্দুস (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত-পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)।

এবং আউফ বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, ''তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর রুকূতে

(سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)

এই দু'আটি বলতে শুনেছেন''। অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী। (আবু দাউদ, সহীহ)।

এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, ''নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকূ ও সাজদায় এই দু'আ অধিক হারে পড়তেন''।

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রশংসা সহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

খ/ সুন্নাতি তাস্‌বীহ পাঠ করা, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপঃ-

যখন (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) পাঠ করা হবে, তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে (তিনি বলেন), ''নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) পাঠ করতেন, তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলতেন''। (আবু দাউদ, সহীহ)।

যখন (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) পড়া হয় তখন سُبْحَانَكَ بلى বলা।

এ হাদীসের ভিত্তিতে যে, ''এক ব্যক্তি তাঁর ঘরের উপরে নামায পড়তেন, আর সে যখন তার নামাযে (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন তখন سُبْحَانَكَ بلى বলতেন। ফলে লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে আমি তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি''। (আবু দাউদ, সহীহ)।

অধিক হারে সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠ করা। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যে ব্যক্তি সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'' একশ বার পড়বে ক্বিয়ামত দিবসে কেউ তার চেয়ে উৎকৃষ্ট তাস্‌বীহ বা কিছু নিয়ে আসতে পারবে না। একমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অনুরূপ তাসবীহ পাঠ করেছে অথবা এর চেয়ে অধিক (পাঠ) করেছে''। (সহীহ মুসলিম)।

ফরয নামাযসমূহের পর তাস্‌বীহ পাঠ করা :

নিম্নে উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে: তা হলো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে তেত্রিশ বার আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে তথা সুব্‌হানাল্লাহ'' বলবে, তেত্রিশ বার আল্লাহর প্রশংসা করবে তথা আল্‌হামদুলিল্লাহ'' বলবে এবং তেত্রিশ বার আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করবে তথা আল্লাহু আকবার'' বলবে আর এই ভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শত-তম পূর্ণ করতে বলবে ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্‌মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তিনিই। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাবান)। তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও মাফ করে দেয়া হয়''। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

বিস্ময়ের সময়, বিরাট বা ভয়ানক বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং অস্বীকৃতি জ্ঞাপন আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে তাস্‌বীহ বা সুবহানাল্লাহ বলা। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (কোনো এক রাতে জেগে উঠে) বলেছিলেন, ''সুবহানাল্লাহ! এই রাতে কতই না গোলযোগ অবতীর্ণ করা হলো! আর কত ভাণ্ডারই না খুলে দেয়া হলো ''! (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)।

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ মহিলার ব্যাপারে, যে মানত করেছিলো যে, আল্লাহ যদি তাকে উক্ত উষ্ট্রীসহ (কাফেরদের) নাগাল থেকে মুক্ত করে দেন, তাহলে সে উষ্ট্রীটি যবেহ্ করে দেবে তা শুনে বলেছিলেন, ''সুবহানাল্লাহ! তার এ মানতটি খুবই মন্দ''। (কেননা কোন অন্যায় বা পাপের মানত পূর্ণ করতে হয় না। এবং বান্দা যে জিনিষের মালিক নয় সেটির মধ্যেও মানত পূরণ করতে হয় না। (উল্লেখ্য যে উষ্ট্রীটি তার ছিলো না)। (উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইমরান বিন হুসাঈন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

তা ছাড়া নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এমন কিছু শুনতেন যা তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন (অপছন্দ) করতেন, তখন তাস্‌বীহ বা সুব্‌হানাল্লাহ বলতে থাকতেন। অবশেষে তা তাঁর সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত।

২. নিশ্চয় এ দ্বীন সহজ সরল। অতএব হে মুসলিম তুমি তাকে মানুষের উপরে জটিল বা দুর্বোধ্য করো না। কেননা নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''তোমরা সহজ পথ অবলম্বন করো। কোন কিছু কঠিন করে তুলো না। আর সুসংবাদ দান করো। বিরক্তি সৃষ্টি করো না। অর্থাৎ মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা''। (সহীহ বুখারী)।

৩. আমার মুসলিম ভাই। তোমাকে ক্বুরআন ও হাদীসের দ্বারা উপদেশ দেওয়া হলে তুমি কি উপদেশ গ্রহণ করো? যে উপদেশ গ্রহণ করে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক হয়। আর যে উপদেশ গ্রহণ করে না সে দুর্ভাগা। আমরা আল্লাহর নিকট (দ্বীনের) সুস্থতা কামনা করি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে নিজের নফসের পর্যালোচনা করা উচিত।

৪. যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না। এই শ্রেণীর লোকেরাই জাহান্নামবাসী, যারা তার চিরস্থায়ী অধিবাসী। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "আর জাহান্নামবাসীরা যারা এর চিরস্থায়ী অধিবাসী তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না'" ..... আল্-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)।

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ ﴾ الأعلى: ١٤ - ١٩

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৪) সেই সাফল্য লাভ করে যে পবিত্রতা অবলম্বন করে (১৫) এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে (১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো (১৭) অথচ আখিরাত অধিক উত্তম ও চিরস্থায়ী (১৮) নিশ্চয় এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে (১৯) ইবরাহীম (আঃ) ও মূসা (আঃ) এর কিতাব সমূহে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে যে নিজেকে শিরক ও পাপসমূহ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করে এবং সবসময় তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নামাযগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে।

বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো এবং তাকে স্থায়ী (জীবনের) উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ দুনিয়ার থেকে আখিরাতের (জীবন) উত্তম ও চিরস্থায়ী। সুতরাং একজন জ্ঞানী কিভাবে যা ধ্বংস হয়ে যাবে তাকে যা স্থায়ী থাকবে তার উপর প্রাধান্য দেয়! নিশ্চয় সূরা আ'লা পুরাটাই এবং তাতে যে সমস্ত উপদেশাবলি রয়েছে তা পূর্বের সহীফাগুলোতে (পূর্ব যামানায় অবতারিত ছোটো ছোটো আসমানী কিতাবসমূহে) রয়েছে। এবং তা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সহীফা এবং মূসা আলাইহিস সালাম এর সহীফাতে রয়েছে যেগুলিকে মহান আল্লাহ তাঁদের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয় আত্মার পরিশুদ্ধতা (উহার পবিত্রতা) কেবলমাত্র পাপসমূহ পরিত্যাগের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই ব্যক্তি যতই পাপসমূহ থেকে দূরে থাকবে ততোধিক তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে। আর যতই সে গুনাহসমূহে পতিত হবে ততই তার আত্মাকে অপবিত্র এবং ধ্বংস করবে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নফ্সকে চেনা যে, সে কি পুত-পবিত্রদের মধ্যে একজন না অপবিত্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

অতএব হে মুসলিম ভাই!

ক/ তুমি সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পাপসমূহ থেকে দূরে থাকো। আর হাদীসে বর্ণিত আছে, ''আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করলো, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করলো না, আল্লাহ তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখবেন''.....আল্-হাদীস, (সহীহ বুখারী)। আর এটা তখনই অর্জিত হবে যখন সে কাজটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করবে।

খ/ যদি গুনাহে পতিত হও তাহলে তা থেকে দূরে সরে যাও, তাকে পরিত্যাগ করো এবং তা থেকে তাওবাহ করো এবং (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো। যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''নিশ্চয় বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে ঐ গুনাহ থেকে সরে আসে ও তাওবাহ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার অন্তর মসৃণ (চকচকে) হয়ে যায়'' .....আল্-হাদীস। (এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন। হাসান)।

গ/ তুমি যখন কোনো গুনাহ্ করবে তারপর তার পরেই একটি পুণ্যের কাজ করবে তাহলে এই পুণ্য ঐ গুনাহ্কে মুছে দেবে। আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর উপর ভিত্তি করে তিনি বলেছেন, ''যখন তুমি কোন গুনাহ্ করে ফেলবে পরক্ষণেই একটি নেকীর কাজ করবে, এই নেকী ঐ গুনাহ্কে মিটিয়ে দেবে''। (মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)। সুতরাং তুমি পুণ্যসমূহের কাজ করার মাধ্যমে নিজের পাপসমূহ মুছে ফেলার কাজে ব্যস্ত থাকো।

ঘ/ তুমি যার নাফরমানী করছো তাঁর প্রতি লক্ষ করো, নিশ্চয় তিনি হলেন মহান আল্লাহ! সুতরাং তাঁর থেকে লজ্জা করো। তুমি চাই একাকী লোক চক্ষুর আড়ালে (অগোচরে) থাকো অথবা (মানুষের সামনে) প্রত্যক্ষে থাকো, নিশ্চয় তিনি তোমার উপর অবহিত আছেন, তিনি তোমাকে (পর্যবেক্ষণে) জানেন।

২. আমার ভ্রাতৃমন্ডলি!

ক/ আখিরাতের হিসাবের উপর দুনিয়াকে গুরুত্ব দেয়া থেকে সতর্ক থাকো। কেননা দুনিয়াতে অবস্থান করা খুবই সামান্য। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ''আমার সাথে দুনিয়ার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন (মুসাফির) আরোহীর ন্যায় যে, সে কোন গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণ আরাম করে অতঃপর তা ছেড়ে চলে গেলো''। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ্। সহীহ)।

খ/ তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনাকে আখিরাতের জন্য করো। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদ বিন সাবেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যার চিন্তা উৎকণ্ঠা হবে শুধু দুনিয়ার জন্য আল্লাহ তার উপর তার বিষয়কে বিভক্ত করে দেবেন এবং তার দরিদ্রতাকে তার চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে করে দেবেন এবং দুনিয়া থেকে তার কাছে ততটুকুই আসবে (অর্জিত হবে) যতটুকু তার (ভাগ্যে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য তার বিষয়বস্তুকে

একত্রিত করে দেবেন এবং তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ভাব করে দেবেন। আর তার কাছে দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) আসবে অথচ তা (আসতে) অনিচ্ছুক''। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)। অতএব দুনিয়া থেকে একজন আরোহী যাত্রীর পাথেয়র ন্যায় পাথেয় গ্রহণ করো।

গ/ দুনিয়াকে চিনে নাও। নিশ্চয় তা ঐরকম যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত, তবে আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র এবং যা তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে তা ব্যতীত, আর আলেম ও শিক্ষার্থী অভিশপ্ত নয়''। (ইবনে মাজাহ্, হাদীসটি হাসান)।

৩. সূরা আল্-আ'লা, সূরা আশ্-শাম্‌স এবং সূরা আল্-লাইল নামাযে ক্বিরায়াত হিসাবে পাঠ করা।

ক/ এই সূরাগুলি ক্বিরায়াতের ক্ষেত্রে (ওয়াসত) তথা মধ্যবর্তী সূরা হিসাবে গণ্য তথা এই সূরাগুলো এবং অনুরূপ সূরাগুলো যোহর ও আসর নামাযে পাঠ করা। মুআ'য (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে তিনি বলেন, ''তুমি সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা তথা সূরা আল্-আ'লা, ওয়াশ্ শাম্‌সি ওয়া যুহাহা তথা সূরা আশ-শাম্‌স এবং ওয়াল্ লাইলি ইজা ইয়াগ্‌শা তথা সূরা আল্-লাইল দ্বারা নামায আদায় করলে না কেন''? (সহীহ বুখারী)।

খ/ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের নামাযে ও জুমুআর নামাযে সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা ও হাল্ আতাকা হাদীসুল গশিয়াহ্ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। রাবী বলেন ঈদ ও জুমুআ একই দিন হলেও তিনি উভয় নামাযে এই সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম)।

গ/ উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, আয়েশা এবং ইবনু আবযা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ''বিতর নামাযে সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা'', ক্বুল ইয়া-আইয়ুহাল কাফিরূন এবং ক্বুল হুআল্লাহু আহাদ সূরাগুলি পাঠ করতেন''। (আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থাকারগণ বর্ণনা করেছেন। সহীহ)।

ঘ/ যখন তুমি দুনিয়ার বস্তুসমূহের মধ্য থেকে কিছু অর্জন করবে, তখন তাকে তার (সাথে সম্পৃক্ত) অধিকার সহকারে গ্রহণ করবে। যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ''দুনিয়াটা একটা মধুর (সবুজ) চাকচিক্যময় বস্তু, সুতরাং যে ব্যক্তি তার (যথাযথ) অধিকারসহ গ্রহণ করবে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হবে। আর অনেক লোক এমন রয়েছে যে, তার প্রবৃত্তি যা চায় তাই সে কষ্ট করে অর্জন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য (জাহান্নামের) আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই''। (হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী তাঁর আল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সহীহ)।

ঙ/ জেনে রাখো! নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে ভালবাসলো এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়ল সে তার আখিরাতের অনিষ্ট করলো। আর যে ব্যক্তি তার আখিরাতকে ভালবাসলো সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করলো ফলে সে ধ্বংসশীল (ক্ষণস্থায়ী) বস্তুর উপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিলো। আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

***

سورة الغاشية

সূরা আল্-গাশিয়ার তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ
نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا
يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا
عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾﴾ الغاشية: ١ - ١٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তোমার কাছে (সবকিছুকে) আচ্ছন্নকারী (ক্বিয়ামতের) সংবাদ পৌঁছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ভীত (লাঞ্ছিত) (৩) কর্ম-ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হবে (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে (৫) তাদেরকে উত্তপ্ত ফুটন্ত ঝর্ণা হতে পান করানো হবে (৬) কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো খাদ্য থাকবে না (৭) তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না (৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল (৯) নিজেদের কর্ম-সাফল্যে সন্তুষ্ট হবে (১০) উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে (১১) তথায় শুনবে না কোন অবান্তর কথাবার্তা (১২) তথায় থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাসমূহ (১৩) সেখানে থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পান পাত্রসমূহ (১৫) ও সারি সারি বালিশসমূহ (১৬)এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনার নিকট ক্বিয়ামতের সংবাদ আসছে কি? যা তার বিভীষিকা সমূহের দ্বারা সমস্ত মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সেদিন অনেক মুখমণ্ডল মন্দ আমলসমূহ অগ্রে পাঠানোর কারণে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন হবে। সে অনেক আমল করেছে এবং তাতে সে ক্লান্ত হয়েছে কিন্তু আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতা করার কারণে তাতে কোন লাভ নেই। সে প্রচণ্ড উত্তপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে এবং দগ্ধ হবে। তীব্র গরম ও অসীম ফুটন্ত নহর

থেকে তাদেরকে পানীয় পান করানো হবে। জাহান্নামে তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত উত্তপ্ত দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট জাহান্নামের গাছের ফল ছাড়া আর কোনো খাদ্য নেই। ভক্ষণকারী তদ্বারা মোটা তাজা হবে না এবং তদ্বারা ক্ষুধাও নিবারণ হবে না।

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল দুনিয়াতে তার সৎ কর্মের কারণে সুন্দর ও সুদর্শন হবে। তাতে স্বাচ্ছন্দ্যের আলামত দেখা যাবে। আখিরাতের মুগ্ধকর সুউচ্চ জান্নাতের আনন্দে সন্তুষ্ট থাকবে। জান্নাতে তারা কোন অবান্তর বাক্য বা কথা শুনবে না। তথায় থাকবে মিঠা মসৃণ সুস্বাদু পানির প্রবাহমান ঝর্ণা। জান্নাতে থাকবে সমুচ্চ নরম পর্য্যাপ্ত আসবাবপত্রে সজ্জিত সুউচ্চ ছাদ বিশিষ্ট আসনসমূহ। আর তার অধিবাসীদের যারা পান করতে ইচ্ছা করবে তাদের পান করার জন্য জান্নাতে রয়েছে এমন প্রস্তুতকৃত তৈরি হাতল বিহীন পেয়ালাসমূহ, যেগুলোর কোন হাতল নেই। আর জান্নাতে রয়েছে আসন গ্রহণে আরাম ও সম্ভবপর হওয়ার জন্য এবং বিন্যাসে সৌন্দর্যের জন্য একটির সাথে অপরটি সারিবদ্ধভাবে সাজানো গদিসমূহ। আর জান্নাতে রয়েছে সুন্দর কার্পেটসমূহ। যারা উপবেশন করতে ইচ্ছা করবে তাদের জন্য যত্রতত্র বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আর তা সব জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত রয়েছে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক হও। কেননা অবশ্যই তা অতিশয় তীব্র গরম। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, "তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তান জ্বালিয়ে থাকে, তা জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর শপথ! এ আগুনই তো যথেষ্ট ছিলো হে আল্লাহর রাসূল! নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনকে ঊনসত্তর গুণ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক গুণ এ আগুনের উত্তাপ সমতুল্য"। (সহীহ মুসলিম)।

২. আমলসমূহ কবূল হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক/ একমাত্র এককভাবে আল্লাহর জন্য আন্তরিক হয়ে আমল করা।

খ/ আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

গ/ আমলের দ্বারা দুনিয়া তথা পার্থিব জীবনের (উদ্দেশ্য) অভিলাষ করবে না। বরং তদ্বারা সে আখিরাতের (উদ্দেশ্য) অভিপ্রায় করবে। আর এ পয়েন্টটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণের পয়েন্টেই পড়ে। কিন্তু বিশ্লেষণের খাতিরে এটুকু বলা হলো। সুতরাং বান্দা যদি (তার ইবাদতে) খালেছ বা (আল্লাহর জন্য) একনিষ্ঠ না হয় তাহলে সে শিরকে পতিত হবে। আর যদি রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ না করে বরং তাঁর বিপরীত করে তাহলে সে বিদ্আতে পতিত হবে।

অতএব হে মুসলিম ভাই! তুমি তোমার সমস্ত আমলসমূহে (আল্লাহর ইবাদতসমূহে) একমাত্র (আল্লাহর জন্য) একনিষ্ঠ ও আন্তরিক হতে এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করতে প্রলোভিত হও।

৩. তুমি জান্নাত তথা মুখমণ্ডলের সুদর্শন কামনা করো। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে''.....আল্-হাদীস, (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এবং তোমার মর্যাদার স্তর বা ধাপ উন্নত করণের জন্য প্রার্থনা করো।

আর উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, ''জান্নাতের একশতটি স্তর বা ধাপ রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝের দূরত্ব আকাশ ও জমিনের মাঝের দূরত্বের সমান। আর ফিরদাউস সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত'' .....আল্-হাদীস। (তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)।

৪. নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন: ''জান্নাত হতে চারটি নদী প্রবাহিত করা হয়েছে। (সেগুলো হলো) ফুরাত ও নীল এবং সাইহান ও জাইহান''। (মুসনাদে আহমাদ, হাসান)।

৫. জান্নাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও বিশ্রাম এবং স্থায়ী সুখ রয়েছে। অতএব আছে কি কোন ব্যক্তি (তার জন্য) প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তুমি বল, হ্যাঁ! আমি রয়েছি ইনশা-আল্লাহ এবং সেই গৃহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ ﴾ الغاشية: ١٧ - ٢٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৭) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা হয়েছে (১৯) এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে (২০) আর জমিনের দিকে যে, কিভাবে তা সমতলভাবে বিছানো হয়েছে (২১) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র (২২) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও (২৩) তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফরী করলে (২৪) আল্লাহ তাকে মহা-শাস্তিতে শাস্তি দিবেন (২৫) নিশ্চয়ই আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া আমারই দায়িত্ব।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

তারা কি উটের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি ও তার গঠনের প্রতি লক্ষ্য করে না? কেননা তাতে আল্লাহ তা'য়ালার মহান ক্ষমতার প্রমাণ রয়েছে। এবং আকাশের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা হয়েছে? আর তা হচ্ছে খুঁটি বিহীন সংরক্ষিত ছাদ। এবং পাহাড়ের দিকে যে, তাকে কিভাবে দৃঢ় শক্তিশালী করে জমিনের উপর খাড়া করে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? যার ফলে তা সমতল বিস্তৃত যাতে তার উপর মানুষ ও তারা ছাড়া অন্যান্য সকল জীবজন্তু বসবাস করতে পারে।

অতএব হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি আল্লাহর শরীয়তী (কুরআন) এবং বিশ্বজনীন নির্দশনাবলী তথা সৃষ্টিজীব এবং যা কিছু দিয়ে আপনি মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন সেসব কিছু দিয়ে উপদেশ দিন। আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র, আপনার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আপনি তাদের উপর শাসক নন এবং তাদের ঈমান আনাতে বাধ্যকারী নন। কিন্তু যে ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং রিসালাতের প্রতি কুফরী করবে বা রিসালাতকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে কঠিন শাস্তি দেবেন। নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল ও প্রত্যাবর্তন-স্থল। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়ার দায়িত্ব আমারই। অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিবো। যদি ভালো হয় তাহলে ভালো আর যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ (প্রতিদান দিবো)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে বান্দা! তুমি আল্লাহ তা'য়ালার বিশ্বজনীন নিদর্শনাবলী তথা এসমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি লক্ষ্য করো। তন্মধ্যে:-

তুমি তোমার ঘর থেকে বের হয়ে উট ও তার মাঝে যে সৃষ্টির অপূর্বতা, শক্তি, কঠোরতা এবং দুর্বলের প্রতি তার বশ্যতা এবং তার মাঝে যে সমস্ত উপকারিতা রয়েছে তার প্রতি লক্ষ করো, কেননা তার দুধ পান করা হয়, মাংস খাওয়া হয়, তার লোম দিয়ে উপকার সাধন করা হয়, ভারী বোঝা সমূহ বহন করে থাকে এবং তাতে রয়েছে সৌন্দর্য, এমন কি কতিপয় রোগের জন্য তার পেশাবও পান করা যায়। আর উরানিয়্যীনদের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, "নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, উটগুলোর নিকট পৌঁছে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করবে। যেহেতু তারা অসুস্থ ছিলো। অতঃপর তারা তা পান করে সুস্থ হয়েছিলো"। এবং হাদীসটি সহীহ। আর কতিপয় হৃদরোগের জন্য তার পেশাবের সাথে তার দুধ পান করা যায়।

২. তুমি আকাশ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি লক্ষ্য করো। এবং এই বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো। যার প্রতি দৃষ্টিপাত (গবেষণা) করার নির্দেশ কুরআন কারীমের বহু আয়াতসমূহে এসেছে। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহ প্রদত্ত এই নির্দেশের প্রয়োগ করা যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

*কতিপয় সৎকর্মশীল পূর্বসূরি বলতেন, আমাদেরকে নিয়ে বাইরে চলো, দেখবো যে উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করবো যে, কিভাবে তাকে সমুচ্চ করা হয়েছে। তুমিও অন্তত একবার হলেও এরকমটি করার চেষ্টা করো।

৩. হে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী (দায়ী)। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দাও।

ক/ কুরআনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন :

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾

"সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের দ্বারা উপদেশ দিন"। (সূরা কাফ,আয়াত নং ৪৫)।

খ/ আল্লাহ তা'য়ালার বিশ্বজনীন নির্দশনাবলীর (সৃষ্ট-জীবসমূহ) দ্বারা উপদেশ দাও। তুমি লোকদেরকে বলো, হে মানবমন্ডলী! তোমরা উটের সৃষ্টিতে, আকাশ-জমিন, পাহাড় ও তোমাদের নিজেদের সৃষ্টি গঠনে এবং অন্যান্য সৃষ্টজীব সমূহের সৃষ্টি গঠনে গভীরভাবে চিন্তা করো।

গ/ বান্দাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত ও অসংখ্য নি'আমত রাজির দ্বারা উপদেশ দান করো।

ঘ/ বান্দার উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) (সার্বক্ষণিক) ঐশী পর্যবেক্ষণের বিষয় স্মরণ করিয়ে দাও। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তার (সর্ববিষয়) অবগত আছেন। সুতরাং তাঁর থেকে সে কোথায় যাবে বা উধাও হবে?

ঙ/ মানুষকে যে কারণে বা উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দাও। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যে"। (সূরা আয্-যারিয়াত,আয়াত নং ৫৬)।

চ/ আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদা এবং তাঁর মহান ক্ষমতা বর্ণনা পূর্বক তাদেরকে উপদেশ দাও।

ছ/ মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানপূর্বক এবং যারা (আল্লাহর দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অবাধ্য হয় তথা পাপ করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক-করণ পূর্বক এবং ক্বিয়ামত দিবস এবং সে (দিবসের) অবস্থান স্থলে যে দুঃখ কষ্ট ও আফসোস হবে তার মাধ্যমে এবং আরও অন্যান্য বিষয় স্মরণ করানোর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দাও।

৪. নিশ্চয় আকাশ, জমিন ও পর্বতমালার সৃষ্টি যেগুলিকে প্রত্যেকেই অবলোকন করে এবং (সমগ্র) বিশ্বের কারো নিকট তা লুকায়িত নয়। সেগুলো অনেক মানুষকে দ্বীন ইসলামের দিকে দাওয়াত তথা আহ্বান করার এবং মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য আহ্বান করার পন্থা বা পদ্ধতি। কেননা অবশ্যই (সমগ্র) বিশ্ব এ বিষয়ের উপর ঐক্যমত যে মহান আল্লাহই সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব (আল্লাহর পথে) আহ্বানকারীর (দাঈর) উচিত ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে সেগুলোর দ্বারা প্রমাণ প্রদর্শন-পূর্বক কুরআন প্রদত্ত এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করা। নিশ্চয় যে মহান সত্ত্বা এই পৃথিবী সৃষ্টিতে একক, একমাত্র এককভাবে অংশীদার বা শরীক বিহীনভাবে তাঁরই ইবাদত করা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। আর অবশ্যই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার

সৃষ্টি পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের নিকটেও মহান সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত ছিলো। আর সে জন্যই আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন: ''একদা এক বেদুঈন এসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে গিয়ে বলল, আপনি নাকি দাবী করেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, ''সে সত্যই বলেছে''। সে জিজ্ঞেস করলো, কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ''আল্লাহ''। সে জিজ্ঞেস করলো, মাটির পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ''আল্লাহ''। সে জিজ্ঞেস করলো, এ সুউচ্চ পর্বতমালা দাঁড় করিয়ে তন্মধ্যে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ''। সে বললো, সেই সত্তার শপথ! যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যথাস্থানে স্থাপন করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ''হ্যাঁ''। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে সত্যই বলেছে। সে বললো, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, ''হ্যাঁ''। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের মাল-সম্পদের যাকাত দেওয়া আমাদের উপর ফরয। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে সত্য বলেছে। সে বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, ''হ্যাঁ''। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের উপর প্রতি বছর রমাযান মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। সে বললো, যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, ''হ্যাঁ''। সে বললো, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের উপর বাইতুল্লাহ্‌তে গিয়ে হাজ্জ করা ফরয করা হয়েছে, যদি রাস্তা অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে যেতে যেতে বললো, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি এ নির্দেশগুলোর মধ্যে কমবেশী করবো না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে''। (সহীহ মুসলিম)।

৫. নিশ্চয় আল্লাহর পথে আহ্বানকারী (দায়ী) মানুষের উপর কর্তৃত্বকারী নন। বরং সে কেবলমাত্র শুধু আহ্বান করবে। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ তারা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (কালেমা) না বলবে। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ তারা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ না বলে। আর যখনই লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ (কালেমা) বললো, আমার হাত থেকে তাদের জান-মাল নিরাপদে রাখলো। অবশ্য আইনের দাবী স্বতন্ত্র। আর তাদের প্রকৃত বিচার আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিঃ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) স্বতন্ত্রভাবে আবুয যুবায়েরের বরাতে জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

***

سورة الفجر

সূরা আল্-ফাজ্‌র এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾
هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي
الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾﴾الفجر: ١ - ١٤

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ ফজরের (২) শপথ দশটি রাতের (৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের (৪) এবং শপথ রাতের, যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য শপথ রয়েছে (৬) তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আ'দ জাতির সাথে কি আচরণ করেছিলেন (৭) ইরাম গোত্রের প্রতি যারা সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ছিলো (৮) যার সমতুল্য অন্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি (৯) এবং সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিলো (১০) এবং বহু কিলকের অধিপতি ফিরআ'উনের সাথে (১১) যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিলো (১২) অনন্তর সেখানে তারা বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো (১৩) অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন (১৪) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

প্রত্যেক দিনের ফজরের শপথ করছি যখন তা উদিত হয় এবং আলোকিত করে। এবং শপথ যিলহাজ্জ মাসের (১ম) দশ দিনের। যেহেতু তার (বিশেষ) ফযীলত রয়েছে। শপথ প্রত্যেক শ্রেণীর জোড় ও বেজোড়ের। এবং শপথ রাত্রির যখন সে তার অন্ধকারকে নিয়ে বিদায় হতে থাকে। আমি যে ফজর এবং উল্লেখিত অন্যান্য বস্তুর শপথ করেছি তাতে কি অন্তর এবং আলোকময় জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বড় শপথ রয়েছে? যে তার সাথীকে (পথ) দেখাবে এবং

আল্লাহর মহান ক্ষমতার (বিষয়ে) স্মরণ করে দেবে। যার ফলে সে তার পালনকর্তার প্রতি অংশিদার বিহীন একমাত্র তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে?

হে নাবী! আপনি জানেন না? আপনার পালনকর্তা আ'দ জাতির সাথে কি আচরণ করেছিলো? যখন তারা তাদের রাসূল হুদ আলাইহিস সালাম-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন। তারা ছিলো ইরাম শহরের বাসিন্দা, যারা সুউচ্চ শক্তিশালী দৈহিক গঠনের অধিকারী। যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্য সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি। এবং সামূদ জাতীর সাথে, যারা গ্রামের উপত্যকার পাথর কেটে সাইজ করে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিলো। তারা যখন তাদের রাসূল ছালেহ আলাইহিস সালাম কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করলো, আমি তাদেরকে ধ্বংস এবং বিনাশ করলাম। এবং বহু শক্তিশালী সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের সাথে যে সৈন্য বাহিনী তার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছিলো এবং তাকে সাহায্য করত। আমি তাকে ও তার দলবলকে ধ্বংস করেছিলাম।

আর ঐ সমস্ত জাতিগুলো (আ'দ, সামূদ এবং ফিরআউন) পৃথিবীতে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে এবং অতিরিক্ত পাপাচার ও ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছিলো। ফলে আপনার পালনকর্তা তাদের উপর কঠিন আযাব প্রেরণ করেন। এবং তাঁর শাস্তি তাদের উপর অবতরণ করিয়ে তাদেরকে ধ্বংস এবং নিঃশেষ করে দেন। নিশ্চয় আপনার প্রভু তাঁর সৃষ্টজীবের কর্মসমূহের (আমলসমূহের) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যেককে তার প্রচেষ্টার অনুপাতে দুনিয়াতে ও আখিরাতে প্রতিদান দেবেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. প্রজ্ঞাবান তথা উজ্জ্বল জ্ঞানের অধিকারীদের প্রতি (বিশেষ) বার্তা, তাঁরা যেন চারটি বিষয়ে যে জোরালোভাবে শপথ করা হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করেন।

ক/ ফাজ্‌র, এবং তা কয়েক ভাবে। তন্মধ্যে:-

* আমরা কি ফজরের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন (যথাযথভাবে) সেভাবে আদায় করেছি? যেমন ফজরের নামায (ফজরের কুরআন তিলাওয়াত) যার ব্যাপারে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশুদ্ধ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, তা মুনাফিক্বদের কাছে সবচেয়ে কঠিন নামায। সুতরাং তুমি কি ফজরের সাথে সম্পৃক্ত কর্তব্য (যথাযথভাবে) পালন করেছো?

* আমরা কি প্রত্যেক দিন ফজরের সময়ের নফল ইবাদতসমূহ সম্পাদন করি? যেমন: ফজরের পরে দৈনন্দিন যিক্‌রসমূহ তথা সকালের যিক্‌রসমূহ।

* ফজর উদয়ের মাঝে আমার, আপনার এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের জীবন প্রক্রিয়ায় কি কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করা।

* ফজরের উদ্ভাসিত হওয়া এবং তাতে আল্লাহ তা'য়ালার বিস্ময়কর ক্ষমতার প্রমাণকারী যে সমস্ত মহান নিদর্শন সমূহ রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করা।

খ/ (যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন) এই দশ দিন ও তার যথাযথ যত্ন নেওয়া। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''যিলহাজ্জ'' মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল অন্য যে কোনো দিনের নেক আমল থেকে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি তার চেয়ে প্রিয় নয়? তিনি বলেন : না আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয় এবং এর কোনটাই নিয়ে সে আর ফিরে আসে না। তার কথা ভিন্ন''। (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করে)। (তিরমিযী, সহীহ)।

অতএব হে ভাই আমার! যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনগুলোতে বেশি বেশি সৎ কাজ (নেক আমল) করো এবং এর উপর লোভী হও।

গ/ (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ)

জোড় এবং বেজোড়ঃ সুতরাং প্রত্যেকটি ইবাদতই জোড় অথবা বেজোড়। সুতরাং তা সুন্দরভাবে সম্পাদন করো। তন্মধ্য হতে বিত্‌র নামায। আর অবশ্য নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ''নিশ্চয় আল্লাহ বেজোড় তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। হে কুরআনের অনুসারীগণ তোমরা বিত্‌র পড়''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। সহীহ)।

আর জোড় এবং বেজোড় যা কিছু আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যেটাই তোমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে, তাতেই তুমি পুত পবিত্র আল্লাহর যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহান ক্ষমতার (চিন্তা ভাবনা) গবেষণা করবে।

ঘ/ রাত্রি যখন তা গত হতে থাকে! সুতরাং এই রাতে তুমি ইবাদতসমূহের কতটুকু অগ্রে পাঠিয়েছো? অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ''ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো মধ্য রাত্রির (পরের) নামায''। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহিঃ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

২. হে মুসলিম! জেনে রেখো, যখন বান্দা এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকে, যতই তার বয়স দীর্ঘ হোক বা খাট হোক এবং তাকে দায়ভার দেওয়া হয় (সে বালেগ হয়)। অবশ্যই তার আমলসমূহ পর্যবেক্ষিত। অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের আত্মার জন্য তার কথা ও কাজে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত! এবং কর্ম ও কথার পর্যবেক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিদানের বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত। যাতে আমাদের প্রত্যেকেই তার চলাফেরা ও উঠা-বসাতে নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। ফলে যেটা ভালো,কল্যাণকর হবে সেটা সম্পাদন করবে আর যেটা অকল্যাণকর বা মন্দ হবে তা থেকে বিরত থাকবে।

হে ভাই, তুমি প্রত্যেকটি কাজের সময় এসমস্ত আয়াতগুলিকে সদা সর্বদা তোমার দৃষ্টিতে রাখবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

"নিশ্চয় আপনার প্রভু (বান্দার কর্মসমূহের প্রতি) নজর রাখেন"। (সূরা আল্-ফাজ্‌র, আয়াত নং ১৪)।

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করবে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে"। (সূরা ক্বাফ, আয়াত নং ১৮)।

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾

"এবং যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে (তথা তাদের কর্মসমূহ) লিখে রাখি"।(সূরা ইয়াসীন,আয়াত নং ১২)।

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾﴾

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

(১৫) মানুষ তো এরূপ যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ সম্পদ দান করেন, তখন সে বলেঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন (১৬) আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তার রিয্‌ক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলেঃ আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন (১৭) কক্ষনো না, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করোনা (১৮) এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করোনা (১৯) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করো (২০) আর তোমরা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালোবাসো (২১) এটা সঙ্গত নয়, যখন পৃথিবীকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে (২২) আর যখন তোমার প্রতিপালক আসবেন আর ফেরেশতারা আসবে সারিবদ্ধভাবে (২৩) আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু তখন এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ الفجر: ١٥ – ٣٠

(২৪) সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! (২৫) আর সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না (২৬) এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না (২৭) হে প্রশান্ত আত্মা! (২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে (২৯) অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মানুষ তো এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্পদ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন এবং কল্যাণসমূহের মাধ্যমে সুখী করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক তাঁর নিকট আমার সম্মান থাকায় আমাকে সম্মানিত করেছেন। এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিযক্ব সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন, আমি তাকে হেয় করার কারণে। কখনোই নয়, বিষয়টি সে যেরকম মনে করছে সে রকম নয়। সুতরাং সম্মানের জন্য দান করা নয় এবং হেয় করার জন্য সংকুচিত করা নয়। এটা অমূলক। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক্ব দান করেছেন তা দিয়ে তোমরা তার দায়িত্বভার নেওনা। এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরকে মিসকিন তথা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদের জিম্মাদারি নিতে উৎসাহিত করো না। এবং তোমরা মৃতের পরিত্যাজ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করো। এবং তা হালাল অথবা হারাম যেদিক থেকেই অর্জিত হোক, শক্তভাবে তোমরা তা জমা করো এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাসো।

এটা সঙ্গত নয়। বাস্তবেই যখন পৃথিবীকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করা হবে এবং তীব্রভাবে কাঁপানো হবে (পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে) যার ফলে তার উপর কোন উঁচু স্থানই থাকবে না। এবং আপনার পালনকর্তা বান্দাদের মাঝে বিচার ফয়সালার জন্য আগমন করবেন। আর ফেরেশতাগণ এক কাতারের পর অপর কাতারে সারিবদ্ধভাবে থাকবে এবং ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে। অতঃপর বান্দা যখন তাকে দেখবে তখন তার পাপের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু সেই সময় তার এই স্মরণ কোনো কাজে আসবে না। এই অপরাধী তখন বলবে হায়! এই স্থায়ী জীবনের জন্যে আমি যদি ঈমান ও নেক আমল (সৎ কাজ) (আমার পালন কর্তার আনুগত্য) অগ্রে প্রেরণ করতাম! সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তির মত

শাস্তি যে তার নাফরমানি করবে তাকে কেউ দিতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করবে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তিনি যে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন এবং যেভাবে বাঁধবেন তার বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।

আর ঈমানের দ্বারা প্রশান্ত আত্মাকে বলা হবে, আজকের আযাব থেকে নিরাপদ হে বিশ্বাসী আত্মা। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর যিক্‌র ও ভালবাসায় প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তা ও তাঁর পুরস্কার এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর জান্নাতে যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার অন্তরের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তার জন্য যা কিছু প্রস্তুত করেছেন তার দিকে ফিরে যাও। নিশ্চয় সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেছেন। অতএব তুমি আমার সকল মুত্তাক্বী মুমিন বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো। এবং চিরস্থায়ী সুখের ঘর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নিষ্পত্তি করেছি অতএব এরপর আর কখনো তোমাদের উপর রাগান্বিত হবো না।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. নিশ্চয়ই নিয়া'মতসমূহ যেমন: ধনাঢ্যতা, সুস্থতা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি এগুলি পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য। সুতরাং আমরা কি এগুলির উপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি? যার ফলে আমরা এই নিয়া'মতগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে স্থাপন করছি? না কি আমরা কৃতঘ্ন?

আর জেনে রাখো, বান্দা আল্লাহর নাফরমান হওয়া সত্ত্বেও এবং তার অবাধ্যতায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ কখনো তাকে দুনিয়াতে (সুখ-শান্তি) দিয়ে থাকেন। সুতরাং তা হচ্ছে ধীরে ধীরে পাকড়াও করা। যেমন নাবী (ﷺ) উক্ববা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "যখন তুমি দেখবে যে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে তার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে দুনিয়ার (প্রাচুর্যতা) যা সে পছন্দ করছে তা দিচ্ছেন। তাহলে তা অবশ্যই ধীরে ধীরে পাকড়াও করা"। (মুসনাদে আহমাদ এবং ইমাম বাইহাক্বী তাঁর শুয়াব কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, সহীহ)।

আর নিশ্চয় বিপদ মুসীবত যেমন : দরিদ্রতা, অসুস্থতা এগুলি বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, সে ধৈর্যধারন করে কিনা।

তবে বান্দাকে একথা বলা থেকে সতর্ক বা সাবধান থাকা উচিত যে, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে নিয়া'মত দান করেছেন তাঁর নিকট আমার মর্যাদা ও সম্মান থাকার কারণে। অথবা আমার অপমানের জন্য আমাকে সঙ্কটে ফেলেছেন। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার (ভোগ সামগ্রী) যাকে ভালবাসেন তাকেও দেন এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। আর দ্বীন বা ধর্ম একমাত্র তাকেই দেন যাকে তিনি ভালবাসেন। সুতরাং তা ভালভাবে বুঝো বা উপলব্ধি করো, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

২. মুসলিম ভাই আমার। তোমার কি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলিতে ইয়াতীমদের প্রতি যত্ন রয়েছে?

ক/ ইয়াতীমকে মর্যাদা দানের প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান, এ ব্যাপারে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং ইয়াতীমদের প্রতি খারাপ আচরণ করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং তাদেরকে এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়া:

﴿كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾

"আদৌ নয় বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না"। (সূরা আল-ফাজ্‌র, আয়াত নং ১৭)।

আর নিশ্চয় ইয়াতীমকে সম্মান করা বিষয়টি শুধুমাত্র খাদ্য প্রদান ও পোশাক পরিধানের চেয়ে আরো ব্যাপক। সুতরাং তাকে বৈঠকে, কথায়, ভরণপোষণে, পড়াশোনার আসনে এবং সবকিছুতেই সম্মান করতে হবে। এবং ইয়াতীমকে সম্মান করার ক্ষেত্রে তোমার ও আমার কতটুকু অংশ রয়েছে?

খ/ ইয়াতীমদের দায়িত্বভার গ্রহণ। কেননা নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "আমি এবং ইয়াতীমকে লালন পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয় দিয়ে ইশারা করলেন"। (সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থ)।

সুতরাং তুমি কি কোন ইয়াতীমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছো? তথা লালন পালন করেছো? কোনো কল্যাণ সংস্থা বা দানশীলদের সমিতি বা এধরণের কোনো সংস্থাতে গিয়ে ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন।

৩. মিসকীনদের প্রতি যত্ন নাও। এবং নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলিতে তাদের উপর প্রশস্ততা অবলম্বন করো।

ক/ মিসকীনদেরকে অন্নদান এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার উপর মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা।

খ/ মিসকীন তথা অসহায়কে খাদ্য ভক্ষণ করাও। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "বিধবা এবং মিসকীন তথা অসহায়ের জন্য চেষ্টা সাধনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত".....আল্ হাদীস। (সহীহ মুসলিম)

৪. দিরহাম, দীনার (টাকা-পয়সা) এবং দুনিয়ার প্রতি তোমার ভালবাসা যেন দাসত্ব বা ইবাদতের মাত্রায় না পৌঁছে তা থেকে সাবধান থাকবে। যার ফলে আমাদের কেউ তার পালনকর্তাকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র ধন-সম্পদ নিয়েই তার চিন্তা ভাবনা থাকে। অথচ নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "দীনার, দিরহাম (টাকা-পয়সা)ও শাল কাপড়ের দাসরা ধ্বংস হোক! যদি ওদের এসব দেয়া হয় খুশি থাকে আর না দেয়া হলে (নাখোশ) অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (এদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবেনা".....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী)।

৫. মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর জন্য "আগমন" সিফাতের প্রমাণ। এবং তা তাঁর মর্যাদা ও মহানত্বে যে রকমটি মানানসই সে রকমই। তিনি ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার ফয়সালা করার জন্য আগমন করবেন। আর এ গুণগুলোর প্রমাণ কোন প্রকার সাদৃশ্য, র্কমহীন করণ, বিকৃতিকরণ বা অপব্যাখ্যা এবং কোনো প্রকার উপমা এবং তুলনা করা ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর বাণী :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন"। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত নং ১১)।

৬. রাসূল (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "ঐ দিন (হাশরের দিন) জাহান্নামকে এভাবে হাজির করা হবে যে তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাকে টেনে নিয়ে যাবে"। (সহীহ মুসলিম)।

৭. তোমার পালনকর্তাকে তুমি তাঁর শরীক-বিহীন ইবাদত করার মাধ্যমে এবং তাঁর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যের মাধ্যমে এবং পুত-পবিত্র তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখো যাতে তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

এবং সেটা যেন তোমার মৃত্যুর পূর্বে এখন থেকেই হয়। অতএব সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এবং অনুতাপের পূর্বেই দ্রুত অগ্রসর হও! দ্রুত অগ্রসর হও!

(সেদিন) অনুতপ্ত হয়ে বলবে– (يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)

হায়! এই স্থায়ী জীবনের জন্য আমি যদি কিছু (সৎকাজ) অগ্রে প্রেরণ করতাম।

***

سورة البلد

সূরা আল্-বালাদের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾ ﴾ البلد: ١ - ٢٠

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) আমি এই মক্কা নগরের শপথ করছি (২) আর তুমি এই নগরের হালালকারী (৩) শপথ পিতার (আদম (আঃ) আর যা সে জন্ম দিয়েছে তার (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম নির্ভর রূপে (৫) সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে: আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তার জন্য দু'টি চোখ বানাইনি? (৯) আর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট? (১০) আর আমি কি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টি পথই দেখাইনি? (১১) কিন্তু সে দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করলো না (১২) তুমি কি জানো দুর্গম গিরি পথটি কী? (১৩) তা হলো কোন দাসকে মুক্ত করা (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান; (১৫) নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে, (১৬) অথবা ধুলায়-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় (১৮) তারাই ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান) (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই বামপন্থী (হতভাগ্য) (২০) তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অবরুদ্ধকারী আগুন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আমি এই পবিত্র নগরীর (মক্কা মুকাররমার) শপথ করছি। এবং হে নাবী (ﷺ)! আপনি এই পবিত্র নগরীতে প্রতিবন্ধকতা বিহীন বসবাসকারী। এবং শপথ করছি প্রত্যেক জনকের ও যে সমস্ত সন্তান সে জন্ম দেয় তাদের এবং তাদের মধ্য হতে আদম ও যা সে জন্ম দিয়েছে। নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রম নির্ভর রূপে, পরিশ্রমী ও পরিশ্রান্ত-রূপে সৃষ্টি করেছি। সে দুনিয়ার মুসীবতসমূহ ও তার ক্লান্তি এবং তাতে জীবন যাপনের সামগ্রী সন্ধানে (কষ্ট) সহ্য করে। মানুষ কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না এবং তাকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না? সেই মানুষ বলে, আমি রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শত্রুতা করতে গিয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি, সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? বরং অবশ্যই আল্লাহ তাকে দেখেছেন এবং তার কর্মের প্রতিফল (শাস্তি) তাকে শীঘ্রই দিবেন।

আমি কি তার জন্যে দু'টি চোখ বানাইনি যদ্বারা সে দেখতে পায়? এবং জিহ্বা যা দ্বারা সে কথা বলে ফলে তার অন্তরে যা রয়েছে তা ব্যক্ত করে? এবং ওষ্ঠদ্বয়, কথা বলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেগুলির সাহায্য গ্রহণ করে? এবং আমি কি তাকে ভালো পথ ও মন্দ পথ (দু'টি পথই) দেখাইনি? কিন্তু কেন সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করলো না? তুমি কি জানো, দুর্গম গিরি পথ অতিক্রম করা কি? নিশ্চয় তা হচ্ছে এক মহান কাজ। তা হলো কোন দাস মুক্ত করা। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কোনো নিকটতম (আত্মীয়) ইয়াতীমকে খাদ্য দান করা। অথবা মিসকীন বা দরিদ্রকে যার অভাব এত তীব্র হয়েছে যে, সে দরিদ্রতার কষাঘাতে ধূলায় ধূসরিত হয়েছে।

অতঃপর দুর্গম পথ অতিক্রম করা হচ্ছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা মু'মিন এবং আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়নে ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকতে বদ্ধ পরিকর। যারা পরস্পর ধৈর্যধারণ করতে ও মানুষের প্রতি দয়া করুণার উপদেশ দেয়। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিতরাই ডান হাতে (আমলনামা) প্রাপ্ত হবে।

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই বাম হাতে (আমলনামা) পাবে (হতভাগা হবে)। তারা অগ্নি পরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

"তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না"। (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত নং ১৬৭)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মানব মন্ডলি! তুমি পরিশ্রান্তরূপে সৃজিত হয়েছ, অতএব এ জীবন সম্পূর্ণটাই কষ্টের। সুতরাং তুমি তোমার নিজের উপর পার্থিব জীবনের বিষয়টি হালকা করো এবং পারলৌকিক জীবনের বিষয়কে গুরুত্ব দাও। আর নিশ্চয় তুমি অনেক লোককে দেখেছো দীনার, দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ জমানো এবং অনুসন্ধানের পিছে কষ্ট, পরিশ্রম ও ভীষণ

ক্লান্তিতে থাকে। এমনকি সে ''দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুর কারণে আখিরাতের অনেক বিষয়কে হারিয়ে ফেলে।'' আর সে জন্যেই:-

* সহজ ভাবে হালাল রুযী উপার্জনের পথে কিছু উপকরণ বা মাধ্যম অবলম্বন করো যদিও তা সামান্য পরিমাণে হয়।

* রিয্ক থেকে যা কিছু তুমি উর্পাজন করবে তার প্রতি পরিতৃপ্ত থাকো।

আর নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''সে ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিয্ক দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করেছেন''। (সহীহ মুসলিম)।

* আখিরাতের বিষয়গুলিতে মেহনত করো, সেগুলির প্রতি গুরুত্ব দাও, সেগুলির উপর ধৈর্যধারণ করো, এবং সেগুলি বেশি বেশি করো আর আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। কেননা সেটার ফলাফল উপকারী ও লাভজনক। আল্লাহ বলেন :

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

''তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত''.....আল-আয়াত। (সূরা আল্-হাদীদ,আয়াত নং ২১)।

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

''তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার প্রসারতা ও বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলসম। যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ ভীরুদের জন্য''। (সূরা আল-ইমরান,আয়াত নং ১৩৩)। তিনি আরো বলেন :

﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾

''তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত করত''। (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং ১৭)।

২. হে বুদ্ধিমান তুমি ধর্মের ঘাঁটিতে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়। আর তা হচ্ছে, নিম্নে উল্লেখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করে :

ক/ যদি তোমার পক্ষে একজন মুমিনা দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় তাহলে তা করো। যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত বা স্বাধীন করে দেবে, আল্লাহ সেই দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার অঙ্গসমূহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন। এমনকি দাসের লজ্জা স্থানের পরিবর্তে তার লজ্জা স্থানকেও (মুক্ত করে দেবেন)''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

খ/ দারিদ্র, অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময়গুলোতে এবং যে সমস্ত এলাকাতে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ বিস্তার করে সেখানে অভাবীদেরকে খুঁজে বের করো। যাতে তুমি (তোমার নিকটতম আত্মীয়ের মধ্য থেকে ইয়াতীমকে) অথবা (নিঃস্ব মিসকীনকে) সাদ্ক্বাহ করতে পারো। রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালমান বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''একজন (সাধারণ) মিসকীনকে সাদ্‌ক্বাহ (দান) করলে সেটা একটি সাদ্‌ক্বাহ হিসেবেই পরিগণিত হয়। আর একজন নিকটাত্মীয়কে (সাদ্‌ক্বাহ) করলে সেটা দুটি (সওয়াবের বিষয়) হিসেবে পরিগণিত হয়। একটি সাদ্‌ক্বাহ আরেকটি আত্মীয়তার (সম্পর্ক বজায়)''। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। সহীহ)।

গ/ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর প্রতি ঈমানকে বাস্তবায়িত করো (তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্যের মাধ্যমে)।

ঘ/ তুমি নিজেকে ও অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দাও। (হে অমুক তুমি আল্লাহর আনুগত্যে ও বিপদ-মুছীবতে এবং পাপাচার পরিত্যাগে ধৈর্যধারণ করো) এবং যখনই তুমি কোনো ব্যক্তিকে পাবে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তখনই তাকে ধৈর্যের উপদেশ দান করবে।

ঙ/ পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়ার উপদেশ দাও। (ইয়াতীম, দরিদ্র, মিসকীন ও দুর্বলের প্রতি দয়া করার এবং মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সহানুভূতিশীল হওয়ার) উপদেশ। সুতরাং তুমি যাকেই পাবে তোমার সামর্থ্য অনুপাতে তাকেই উপদেশ দাও।

চ/ যে ব্যক্তি দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করবে তথা দ্বীনের ঘাঁটিতে প্রবেশ করবে তাঁর ফলাফল হলো নিশ্চয় সে ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে তার আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকটে সে কৃতকার্য বা সফল হবে।

***

سورة الشمس

সূরা আশ্-শাম্সের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾﴾الشمس: ١ - ١٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্য্যের পেছনে পেছনে আসে (৩) শপথ দিবসের,যখন তা সূর্যকে উদ্ভাসিত করে (৪) শপথ রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে নেয় (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন (৯) অবশ্যই সে সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে (১০) এবং নিশ্চয় সে ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষিত করেছে (১১) সামূদ সম্প্রদায় সীমালঙ্ঘন করতঃ মিথ্যারোপ করেছিলো (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিলো (১৩) তখন আল্লাহর রাসূল (সালেহ আ:) তাদেরকে বললো, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও (১৪) কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো এবং উষ্ট্রীর পা কেটে দিলো। অবশেষে তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন (১৫) (আল্লাহ তা'য়ালা) তিনি এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

সূর্যের এবং দিনের বেলা চাশ্‌তের সময়ে উহার কিরণের শপথ করছি। শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্য ডুবার পর উদিত হয়। শপথ দিবসের যখন তা আলোকিত করে এবং সূর্যকে আলোকজ্জ্বল করে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে। শপথ রাতের যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে এবং যখন সে অস্ত যায় তখন তাকে ঢেকে ফেলে, ফলে দিগন্ত সমূহকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। শপথ আকাশের এবং তাঁর, যিনি তাকে খুঁটিবিহীন সুউচ্চ করে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর এবং তাঁর যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাকে সমতল বিছানায় রূপান্তর করেছেন যা জীবিকার উপযোগী।

শপথ (মানুষের) নাফ্‌সের আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তার গঠনকে। অতঃপর তিনি তাকে ভালো ও মন্দ এবং হিদায়াত ও গোমরাহির (ভ্রান্ত) পথ স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় সে ব্যক্তি কামিয়াব হয়েছে যে ব্যক্তি তাকে (স্বীয় নাফ্‌সকে) গুনাহ্ ও অপরাধসমূহ থেকে পবিত্র করেছে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। আর নিশ্চয় সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে পাপ ও অপরাধসমূহে প্রবেশ করিয়েছে।

সামূদ সম্প্রদায়- তারা অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহর সাথে কুফরীর মাধ্যমে তাদের রাসূল সালেহ্ আলাইহিস সালাম-কে মিথ্যা আরোপ করে। যখন সম্প্রদায়ের সর্বাধিক হতভাগা এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবাধ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করে। অথচ আল্লাহর রাসূল সালেহ্ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেন, তোমরা আল্লাহর উষ্ট্রীকে অসৎ ভাবে স্পর্শ করো না এবং তোমরা তার উপর বা তার পানীয়র উপর সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা পান করার জন্য তার একটি দিন রয়েছে এবং তোমাদের জন্যেও পান করার একটি নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। অনন্তর তারা তাদের রাসূল সালেহ্ আলাইহিস সালাম-কে মিথ্যারোপ করে এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন। এবং তাদের সকলের উপর শাস্তি অবতরণ করেন। ফলে তাদের মধ্য হতে কেউ তা থেকে রক্ষা পায়নি।

আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছেন তার (কোন বিরূপ) পরিণতির আশংকা করেন না। কেননা তিনি পুত-পবিত্র মহা পরাক্রমশালী যিনি (কখনো) বিজিত হবেন না। সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম ভাই! তুমি কি যুহা বা চাশ্‌তের সময় নফল (ইবাদাতসমূহের) কিছু আদায় করো? অবশ্যই আমি তোমাকে যুহা বা চাশ্‌তের নামায আদায় করার উপর দিক নির্দেশনা দিচ্ছি। কেননা নিশ্চয় উহার মহান ফযীলত রয়েছে।

নিশ্চয় উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, "নিশ্চয় নাবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিনে তার বাড়িতে গিয়ে গোসল করে আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। (উম্মে হানী (রাঃ)

বলেন) আমি তাঁকে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করতে আর কখনো দেখিনি। তবে তিনি রুকূ ও সাজদাহ অবশ্যই পরিপূর্ণ ভাবেই আদায় করেছিলেন''। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তা'য়ালা থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) বলেন, ''হে আদম সন্তান তুমি আমার জন্য দিনের অগ্রভাগে চার রাকআত নামায পড়। আমি তার পরিবর্তে তোমার জন্য তোমার শেষ দিনের জন্য যথেষ্ট হবো''। (তিরমিযী,সহীহ)।

আর চাশতের নামায (তার রাকআতের) অধিক সংখ্যার কোন সীমা নেই (দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়তে হয়) এবং তার (রাকআতের) সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই রাকআত। এবং আবু যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে তাই যথেষ্ট যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিঁটের উপর সাদ্‌ক্বাহ্ ওয়াজিব (অপরিহার্য্য) হয়। সুতরাং প্রতিটি তাস্‌বীহ অর্থাৎ ''সুবহানাল্লাহ'' বলা সাদ্‌ক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহ্‌মীদ অর্থাৎ ''আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ'' বলা তার জন্য সাদ্‌ক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহ্‌লীল অর্থাৎ ''লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'' বলা তার জন্য সাদ্‌ক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাকবীর অর্থাৎ ''আল্লাহু আকবার'' বলা তার জন্য সাদক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়। ''আম্‌র বিল মা'রূফ'' অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ প্রদান তার জন্য সাদক্বাহ হিসাবে গণ্য হয় এবং ''নাহী আনিল মুনকার'' অর্থাৎ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতিটি প্রয়াসও তার জন্য অনুরূপ সাদক্বাহ্ হিসাবে গণ্য হয়। তবে যুহা বা চাশ্‌তের মাত্র দু'রাকআত নামায যদি সে পড়ে তাহলে তা এসবগুলির জন্য যথেষ্ট বা সমকক্ষ বলে বিবেচিত হবে''। (সহীহ মুসলিম)।

অতএব হে ভাই আমার, চাশ্তের দু'রাকআত (নামায) যেন তোমার পক্ষ থেকে না ছুটে।

২. নিশ্চয় (প্রতিটি আদম) সন্তান স্বভাবগত ভাবেই দ্বীন ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''প্রত্যেক শিশুই ফিত্‌রাতের (দ্বীন ইসলামের) উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। পরে তাদের পিতা-মাতা (নিজেদের সংশ্রব দ্বারা) তাদেরকে ইয়াহুদী বানায় বা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নি পূজক বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু নিখুঁত পূর্নাঙ্গ পশুই প্রসব করে। তাতে তোমরা কোনো কান কাটা দেখো কি''? (দেখো না, মানুষই তার কান কেটে, নাক কেটে ছেদন করে বিকলাঙ্গ করে দেয়)। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

ভাই আমার, তুমি তোমার সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা নিশ্চয় তারা সরল সঠিক স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে এবং পিতামাতাই সন্তানকে লালন পালন করে। সুতরাং আমরা কি আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর একত্ব (তাওহীদের শিক্ষা) এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগের উপর লালন পালন করি বা প্রশিক্ষণ দেই? যেভাবে সে সঠিক নির্মল বা পবিত্র ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে? নাকি আমাদের কেউ তার সন্তানকে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তার পালনকর্তাকে উপেক্ষা করার প্রশিক্ষণ দেবে?

"অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় বা খৃষ্টান বানায় অথবা অগ্নি-পূজারী বানিয়ে দেয়।" (এ বিষয়ে) আমরা সতর্ক হতে চাই। সুতরাং সচরাচর পিতা-মাতার সততা বা সরলতার দ্বারা এবং উহার উপর প্রশিক্ষণের দ্বারাই সন্তান সরল ও সৎ হিসেবে গড়ে উঠে এবং পিতা-মাতার বক্রতা বা বিপথে যাওয়া এবং বিচ্যুতির উপর তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমেই সে বিপথে যায় বা বিচ্যুত হয়।

৩. হে আল্লাহর বান্দা! ভালো এবং মন্দ উভয় পথ সুস্পষ্ট। কিন্তু আমরা কি কল্যাণের পথসমূহ এবং আল্লাহর আনুগত্যের অনুসরণ করি? নাকি আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দের পথসমূহ অনুসরণ করি? তুমি নিজেকে চেনে নাও এবং তোমার জীবনের জন্য সতর্ক হও। আমাদের প্রত্যেকেই নিজের নফ্সকে পাপসমূহ থেকে পবিত্র রাখার মাধ্যমে সাফল্যের অনুসন্ধান করবো। আর যাকে তুমি পাপসমূহে পতিত হতে দেখবে বস্তুত সে নিজেকে নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছহীনতার মধ্যে নিমজ্জিত করে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেন পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতার অনুসন্ধান করে, তুচ্ছতা ও হীনতার নয়।

৪. সুমহান মর্যাদাবান পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করো,

(اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)

অর্থাৎ : হে আল্লাহ আমার আত্মাকে আল্লাহ ভীরুতা দান করো এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো। তুমি আত্মার সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু"। (যেহেতু এটি মুসলিম শরীফে যায়েদ বিন আরক্বাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে)।

৫. বান্দার সাবধান থাকা উচিত : সুতরাং সে যেন তার সমাজে তার পরিবারে অথবা তার কর্মস্থলে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য না হয়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অপরিহার্য কর্তব্য হলো যে, সে তার সমাজে, পরিবারে এবং কর্মস্থলে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার তথা আল্লাহ-ভীরু হওয়ার মনস্থ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি (প্রচার মাধ্যমের) কোনো চ্যানেলে কর্মরত সে যেন তার চ্যানেলে মানুষের জন্য যারা বিভিন্ন কিছু প্রেরণ বা প্রচার করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ-ভীরু হয়। জাতির জন্য উপকারী বা কল্যাণকর সবকিছু প্রচার করবে। আল্লাহর পথে আহ্বান, সততা ও জ্ঞান ইত্যাদি প্রচার করবে। এবং সে যেন বিভিন্ন চ্যানেলের মালিকদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য না হয়। যার ফলে সে সমস্ত অন্যায়, হারাম, গান-বাজনা, বিনোদন এবং অভিনয় এধরণের আরও অন্যান্য বিষয় প্রচার করবে। আর এমনিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো কাজে বা তার পরিবারে অথবা সমাজে বা আরও অন্যান্য কাজে। তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ-ভীরু হতে সচেষ্ট হও। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তা'য়ালা থেকে অধিকতর দূরবর্তী হয়ো না।

***

سورة الليل

সূরা আল্-লাইল এর তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا
تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ
سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ
عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا
إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ
يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ
يَرْضَى ﴿٢١﴾﴾ الليل: ١ - ٢١

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ রাত্রির, যখন তা আচ্ছন্ন করে (২) শপথ দিনের, যখন তা আলোকিত হয় (৩) এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরণের (৫) অতএব, যে দান করে এবং (আল্লাহকে) ভয় করে (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে (৭) অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিবো (৮) পক্ষান্তরে যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে (১০) অচিরেই আমি তার জন্য কঠোর (পরিণামের) পথ সহজ করে দিবো (১১) এবং তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে পতিত হবে (জাহান্নামে) (১২) আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন করা (১৩) আর নিশ্চয়ই আমি পরকাল ও ইহকালের মালিক (১৪) কাজেই আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (১৫) নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউ তাতে প্রবেশ করবে না (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৭) এবং তা থেকে দূরে রাখা হবে সর্বাধিক মুত্তাক্বীদেরকে (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে (১৯) (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয় (২০) বরং শুধু তার মহান প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (সন্তোষ) লাভের প্রত্যাশায় (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

শপথ করছি রজনীর যখন সে তার অন্ধকারের দ্বারা সৃষ্টিকুলকে আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন সে তার ঝলক ও আলোর দ্বারা আলোকিত হয়। এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি হলেন পুত পবিত্র আল্লাহ। নিশ্চয় তোমাদের কর্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ও নানা প্রকার, ভালো বা মন্দ এবং হক্ব (সত্য), বাতিল (মিথ্যা) ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সম্পদের উপর যতটুকু ফরয তা দান করে এবং ব্যয় করে এবং আল্লাহকে তাঁর নির্দেশসমূহ পালন ও তাঁর নিষেধাবলী পরিহার করার মাধ্যমে ভয় করে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার (সৎ) কর্মের উপর তাকে যে (উত্তম) প্রতিদান দান করবেন ও তার বিনিময় দান করবেন তাকে সত্য মনে করে। আমি অচিরেই তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ সুগম (সহজ) করে দিবো।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহ যতটুকু (খরচ করতে) ফরয করেছেন তা (ব্যয় করতে) কৃপণতা করে এবং তার প্রভু থেকে বেপরোয়া হয় এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিদান ও হিসাব নিকাশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আমি শীঘ্রই তার দুনিয়া ও আখিরাতে অনিষ্টের পথ সুগম করে দিবো। এবং যখন সে জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে তখন তার সম্পদ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং তা তার কোনোই কাজে আসবে না। আমার দায়িত্ব রাসূলদেরকে প্রেরণ এবং (আসমানি) গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করে হিদায়াতের পথ বর্ণনা ও সুস্পষ্ট করে দেয়া যাতে তা দেদীপ্যমান স্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾

"আর সরল পথ আল্লাহর নিকটেই পৌঁছায়"। (সূরা আন্-নাহ্ল, আয়াত নং ৯)।

আর নিশ্চয় পরকাল ও ইহকালের মালিক আমিই, কেউ তাতে আমার অংশীদার নেই।

অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত আগুন (জাহান্নামের আগুন) সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। নিতান্ত যে আল্লাহর দ্বীন উপেক্ষাকারী সেই সেখানে প্রবেশ করবে এবং তদ্বারা দগ্ধ হবে। সে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করে না এবং তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করে না। যে তার অন্তর দিয়ে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আর আল্লাহর আনুগত্যের কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আর খাঁটি মুত্তাক্বী যে তার পালনকর্তার আনুগত্য সম্পাদন করেছে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থেকেছে তাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে দূরে রাখা হবে, ফলে সে তাতে প্রবেশ করবে না। যে নিজের (আত্মশুদ্ধির জন্য) তার সম্পদ দান করে এবং তা তার প্রতিপালকের আনুগত্যে ব্যয় করে এবং তদ্বারা পাপ পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র করে। এবং তার উপর কারো কোন প্রতিদান দেয়ার ইচ্ছা করার এবং তার অনুগ্রহের বিনিময় দান করার ক্ষমতা নেই। বরং শুধু তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায় তার

সম্পদকে ব্যয় করে। যিনি সত্তায়, মর্যাদায় এবং পরাক্রমশালিতায় সুউচ্চ মহান। আর যে ব্যক্তি এসমস্ত গুণে গুণান্বিত সে অচিরেই তার পালনকর্তা তাকে যে জান্নাতে সুখময় জীবন দিয়ে সম্মানিত করবে তা লাভ করবে এবং পরকালীন জীবনে পুত পবিত্র মহান আল্লাহর দিদার (দর্শন) লাভে সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! মানুষ ও জ্বিনের মধ্যে যারা মুকাল্লাফ (দায়িত্ব প্রাপ্ত) নিশ্চয় তাদের আমলসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত।

ক/ ১ম প্রকার : ভালো বা উত্তম আমল। (মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ এবং তার রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য)। আর এগুলোই প্রকৃতপক্ষে উপকারী, যেগুলো তার মালিকের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং আমি, তুমি ও আমরা সকলেই কি চেষ্টা করি যাতে আমাদের আমলগুলো উপকারী ও কল্যাণকর হয়? (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য)? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই যেন প্রতিটি সময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, সেই সময়ে সে কি কাজ করছে? এবং হে জ্ঞানী তুমি তো তোমার নিজকে চেনো।

আর এ সমস্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত সৎ আমলসমূহ যে গুলিকে কর্মে বাস্তবায়ন করার দাবী রাখে,

নিম্নে উল্লেখিত আমলগুলো তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা : অতএব হে মুসলিম ভাই আমার, এখন থেকেই তোমার সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে খরচ করো। যা তোমার উপর আল্লাহ তা'য়ালা ফরয করেছেন, যাকাত প্রদান করতে এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে। এবং তোমার সম্পদ থেকে সাদক্বাহ বা দান করো। কেননা নাবী (ﷺ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদক্বাহ করবে (আল্লাহ তা কবূল করবেন)। আর আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন এবং আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর তিনি দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন: তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদক্বাহ পাহাড় বরাবর হয়ে যায়''। (সহীহ বুখারী)।

* বরং তুমি আল্লাহর রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় (দুই প্রকার বস্তু) খরচ করো যাতে জান্নাতের প্রহরী তোমাকে আহবান করে। যেমনটি নাবী (ﷺ) বলেছেন, ''যে ব্যক্তি (নিজ সম্পদ থেকে) আল্লাহর রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় খরচ করে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে এই বলে আহবান করা হবে ''ওহে আল্লাহর বান্দা! এখানে আসো এখানে তোমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে'' .....আল্-হাদীস। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

* তাক্বওয়া তথা পরহেযগারীতা অবলম্বন করা। আর তা আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্পাদন করা এবং নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

* নেক কাজ ও সৎকর্মের উপর যে পুরস্কার ও প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন তা বিশ্বাস করা এবং মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরবর্তীতে তা অর্জনের চেষ্টা করা।

খ/ **২য় প্রকার:-** মন্দ বা খারাপ আমলসমূহ। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই যেন প্রতিটি সময়ে লক্ষ্য করে, যদি তার কাজটি মন্দ (পাপের) হয় তাহলে যেন তড়িৎ বা অনতিবিলম্বে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে, অথবা পাপের পরিবর্তে যেন আনুগত্য ও সৎ কাজের দ্বারা পরিবর্তন করে।

২. তোমার সম্পদ থেকে তুমি খরচ করো এবং সাদক্বাহ করো, তা আঁকড়ে ধরে রেখো না। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেছেন, ''সাদক্বাহ করো আর জমা করে রেখো না। তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন''। অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে দিবেন না।

لا توعي শব্দের অর্থ: আঁকড়ে ধরে রেখো না।

৩. যখন তুমি সাদ্ক্বাহ করবে তখন যাকে দান করবে তার থেকে প্রতিদানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে দান করো। এবং তার পক্ষ থেকে কোন প্রশংসা বা বিনিময় কামনা করো না এবং এ জন্যও দান করো না যে, সে তোমাকে অনুগ্রহ করেছে। বরং তাকে দান করো যদিও সে তোমাকে গালি দিয়েছে বা কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ বলেন–

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾

''শুধুমাত্র তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়''।

৪. নিশ্চয় দুর্ভাগ্যবান সেই যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে।

আর অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে ব্যক্তি নয় যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানী করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলো ''। (সহীহ বুখারী)।

***

سورة الضحى

সূরা আয্-যুহার তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ ﴾ الضحى: ١ - ١١

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ পূর্বাহ্নের; (২) শপথ রাতের যখন তা শান্ত-নিঝুম হয় (৩) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি (৪) আর অবশ্যই তোমার জন্য আখিরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম (৫) অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে (৬) তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন (৭) তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন (৮) তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন (৯) অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবে না (১০) এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবে না (১১) আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

যুহা বা চাশ্তের শপথ করছি। আর তা হলো পূর্বাহ্ন বা দিনের প্রথম ভাগ। সূর্য উদয় হয়ে তা এক বল্লম পরিমাণ উঁচু হওয়া থেকে শুরু হয়ে বেলা (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যাওয়ার সামান্য পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপ্তি। এবং এই চাশ্তের মধ্যে যে উজ্জ্বল আলো এবং পৃথিবীতে যে আলোর বিস্তার করে তার শপথ। শপথ রাত্রির যখন তা তার অন্ধকার দিয়ে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে। হে নাবী (ﷺ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার থেকে সরে যাননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। বরং তিনি আপনাকে ভালবেসেছেন এবং নিকটতম করেছেন।

আর হে নাবী! অবশ্যই আপনার জন্য আখিরাত এই ধ্বংসশীল দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। অতএব আপনি দুনিয়া বিমুখ হোন এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হোন। অচিরেই আমি আপনাকে আখিরাত জীবনে এমন নিয়া'মত ও সম্মান দান করবো যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি, যে আপনার পিতা মারা গিয়েছে? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন, আপনার যত্ন নিয়েছেন এবং আপনাকে পাহারা দিয়েছেন। আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন আর সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, আপনি না জানতেন দ্বীন আর না কিতাব আর না কোন জ্ঞান। অতঃপর তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং যা কিছু আপনি জানতেন না তা শিক্ষা দিয়েছেন। আর আপনাকে তাওফীক্ব দান করেছেন এবং তাঁর রিসালাতের জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন। (বিশ্ব জগতের রহমত স্বরূপ)। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অতঃপর তিনি আপনাকে তাঁকে ছাড়া অন্য সকলের থেকে অভাবমুক্ত (অমুখাপেক্ষী) করেছেন এবং আপনাকে যতটুকু পরিমাণ রিয্ক দান করেছেন তার প্রতি আপনাকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

সুতরাং আপনি ইয়াতীমকে হেয় প্রতিপন্ন এবং অপদস্থ করবেন না। বরং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং তার প্রতি দয়ালু পিতার মত হোন। আর ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না, বরং যতটুকু সহজসাধ্য হয় তাকে দান করুন এবং কথায় তার জন্য নম্র হোন, এবং তার অভাব পূরণে তার সহায়ক হোন। এবং আপনার পালনকর্তার নিয়া'মতসমূহ ঈমান, অহী, রিসালাত, ইল্‌ম (জ্ঞান), এছাড়া আরও অন্যান্য নিয়া'মতরাজি যেগুলি হিসাব এবং গণনা করে শেষ করা যাবে না সেগুলির কথা ব্যক্ত করুন এবং তা প্রচার করুন। এবং অধিক হারে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আর আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বীকারার্থে সৃষ্ট জীবকে শিক্ষা দিন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে যে অগণিত ও অসংখ্য ভোগ-সামগ্রী দান করেছেন সে জন্য তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। সুতরাং তিনি কে যিনি তোমাকে এই দ্বীনের দিকে (ইসলাম ধর্ম) হিদায়াত দান (পথপ্রদর্শন) করেছেন? কে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন। আর কে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং তোমার যত্ন নিয়েছেন? নিশ্চয় তিনি হলেন সুমহান, মর্যাদাবান, পরাক্রমশালী আল্লাহ। কিন্তু তুমি এই অনুগ্রহ এবং এসমস্ত নিয়া'মতরাজির কি বিনিময় করেছো? তুমি কি এসব কিছুর উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করেছো? এবং যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ বা অনুগ্রহ করেছে তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো? কেননা নিশ্চয় নাবী (ﷺ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ তা'য়ালারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"। (আবু দাউদ, সহীহ)।

২. আখিরাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করো। কেননা সেটাই শ্রেষ্ঠতর এবং চিরস্থায়ী। এবং আখিরাতকে তোমার সদা স্মরণে রাখো। আর দুনিয়াতে তুমি সেভাবেই থাকো যেভাবে থাকতে

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী''। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহিঃ) সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

৩. আল্লাহ তা'য়ালা যতটুকু তোমাকে প্রদান করেছেন তাতে সদা পরিতুষ্ট থাকো। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আর তুমি (অল্পে) পরিতুষ্ট থাক তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হবে'' .....আল-হাদীস। (ইবনে মাজাহ এবং ইমাম বাইহাক্বী উক্ত হাদীসটিকে তাঁর শুয়াব নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সহীহ)।

৪. ইয়াতীমকে সম্মান করো এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করো। যেহেতু হাদীসে এসেছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ''আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্বভার বহনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয় দিয়ে ইশারা করলেন''। (সহীহ বুখারী)।

৫. ভিক্ষুককে দান করো এবং তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। তোমার সাধ্যমত সামান্য পরিমাণ হলেও তাকে কিছু প্রদান করো। আর এটা হলো প্রয়োজন পূরণে ভিক্ষাকারী যেমন: মাল-সম্পদ অনুরূপ কিছু। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাওয়া বিন্‌তে আস্ সাক্‌ন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''তোমরা ভিক্ষুককে একটি পোড়া খুর দিয়ে হলেও বিদায় দাও''। (আহমাদ ও নাসাঈ,সহীহ)। আর যে ব্যক্তি (দ্বীনী) জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তার উত্তর দাও এবং ফিরিয়ে দিও না।

৬. আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে যে সমস্ত কল্যাণমূলক নি'আমত (ভোগ-সামগ্রী) দান করেছেন তা আলোচনায় ব্যক্ত করো। যাতে তোমার প্রতি আল্লাহর নি'আমত সমূহের নিদর্শন দেখা যায়। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার উপর তাঁর (প্রদত্ত) নিয়া'মতের নির্দশন দেখতে ভালবাসেন''। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)।

***

سورة الشرح

সূরা আলাম্-নাশরাহ বা ইনশিরাহ্ এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ ﴾

الشرح: ١ - ٨

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি (২) আমি তোমার উপর হতে ভারী বোঝা অপসারণ করেছি (৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে ভেঙ্গে দিচ্ছিলো (৪) এবং আমি তোমার জন্য তোমার আলোচনা (চর্চা) কে সমুচ্চ করেছি (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে (৬) অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে (৭) অতএব তুমি যখনই অবসর পাবে, (ইবাদতে) পরিশ্রম করো (৮) এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দাও।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আমি কি আপনার বক্ষকে আপনার জন্য আলোকিত করে দেইনি? এবং তাকে ধারণক্ষমতাসম্পন্ন, উদারচিত্ত, প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করিনি? আমি কি আপনার বক্ষকে বিদীর্ণ করে এবং তাকে ঈমান ও প্রজ্ঞা দিয়ে পরিপূর্ণ করে পবিত্র করিনি? আমি কি আপনার বক্ষকে কুরআনের আয়ত্তকারী করিনি? যা আমি আপনার অন্তরের উপর অবতীর্ণ করেছি? যার ফলে তা খুশি ও আনন্দ এবং ঈমান ও জ্ঞান অর্জনের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি আপনার উপর হতে বোঝা অপসারণ করেছি। তাই আমি আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছি। যা আপনার পৃষ্ঠকে ভারী করে দিয়েছিলো, যার ফলে তা ছিলো আপনার উপর অতিশয় দুঃসহ ভারী, আর আমি আপনার জন্য আপনার আলোচনা (খ্যাতি) কে সুউচ্চ করেছি। ফলে যখন আমার আলোচনা করা হয় তখন আমার সাথে আপনারও আলোচনা করা হয়।

নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে এবং কঠোরতার সাথে সহজতা রয়েছে। এবং সংকীর্ণতার সাথে স্বাচ্ছন্দতা রয়েছে। নিশ্চয় একটি কঠোরতার সাথে দু'টি সহজ সাধ্যতা রয়েছে। আর একটি কঠোরতা দু'টি সহজ সাধ্যতার উপর কখনো বিজয়ী হবে না। সুতরাং আপনি যখন দুনিয়ার বিষয়াদি ও তার ব্যস্ততাসমূহ থেকে অবসর পান তখন আপনার পালনকর্তার

আনুগত্যে পরিপূর্ণ কঠোর পরিশ্রম করুন। আর আপনার পালনকর্তার কাছে বিনীত হোন একমাত্র তাঁর কাছে যা কিছু (বিনিময়) রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে অন্যের প্রতি নয়। আর এক্ষেত্রে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি মক্কায় অবস্থান কালে আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হলো এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন, এরপর ঈমান ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) পরিপূর্ণ একটি সোনার গামলা নিয়ে এলেন এবং তা আমার বুকে ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন"..... আল্-হাদীস। (সহীহ বুখারী)।

আর অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ্সমূহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবুও তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করতেন আর বলতেন :

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ...)

অর্থাৎ : "হে আল্লাহ! আমার পাপাচার, অজ্ঞতা ও কাজে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দাও এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত সেগুলোও মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি মার্জনা করো আমার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, পরিকল্পিত ও তামাশা-জনিত গুনাহ আর এসবই আমার রয়েছে".....আল্-হাদীস। (এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিঃ) আবু মূসা আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

২. হে মুসলিম ভাই! যখন তোমার (বিভিন্ন বিষয়াদি) অবস্থা কঠিন হবে তখন-

ক/ জেনে রাখো, কঠিন অবস্থা একটি আর সহজ অবস্থা দু'টি। এবং এই বাক্যটি তোমার স্মরণে রাখো। (একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না)। আর হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে যে, "একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না"। এবং ইমাম বাইহাক্বী (রাহিঃ)-এর শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ রূপে এসেছে, "কঠোরতা যদি কোন গুহায় প্রবেশ করে সহজতা তখন শরণাপন্ন হয়ে তার সাথে প্রবেশ করে"।

খ/ তুমি সুমহান পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যেন তিনি তোমার অবস্থাকে সহজ করে দেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা এই বলে দু'আ করতেন :

(رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ)

অর্থাৎ : ''হে আমার প্রতিপালক। তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। এবং আমাকে বিজয় দান করো এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) বিজয় দান করো না। আর আমার জন্যে কৌশল করো এবং আমার বিপক্ষে কৌশল করো না। তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং আমার জন্য আমার হিদায়াত সহজ করে দাও''.....আল্-হাদীস। (আবু দাউদ, সহীহ)। ''অন্য বর্ণনায় আমার জন্য হিদায়াত সহজ করে দাও এভাবে রয়েছে''।

গ/ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর উপর ভরসা করো এবং অধিক হারে তাঁর কাছে আশ্রয় নাও বা তার শরণাপন্ন হও এবং অধিক হারে ইস্তেগফার পড়। অর্থাৎ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾

''অতঃপর আমি বলেছি তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন''। (সূরা নূহ, আয়াত নং ১০-১১)।

৩. মুসলিম ভাই আমার। অবসর সময়গুলোকে তুমি আল্লাহর (ﷻ) আনুগত্যে ব্যবহার করো। আর নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) বলেছেন, ''পাঁচটি বিষয়কে (অপর) পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করো। তন্মধ্যে তোমার ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে কাজে লাগাও''। (মুস্তাদরাকে হাকেম, সহীহ)। এবং নাবী (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''এমন দু'টি নি'আমত আছে, যে দু'টোতে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে সুস্থতা আর অবসর''। (ইমাম বুখারী ও অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)।

তুমি রাস্তায় থাকা অবস্থায় তাসবীহ পড়ার মাধ্যমে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার মাধ্যমে এছাড়া আরও অন্যান্য সৎ কাজ করার মাধ্যমে তোমার অবসর সময়ের সুযোগ গ্রহণ করো। তোমার পোশাক পরিধান ও খোলার সময়, গাড়িতে আরোহণ করা ও অবতরণ করার সময় (গাড়িতে উঠা-নামার সময়), তোমার ভ্রমণে তাছাড়া আরও অন্যান্য সকল সময়ের অবসর সময়কে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো অর্থাৎ সৎ কাজে ব্যবহার করো। আর সেজন্য ''রাসূল (ﷺ) তাঁর আরোহণের উষ্ট্রীর পিঠের উপর আরোহীত অবস্থায় তাঁর চেহারা মুবারক যে দিকেই থাকুক তিনি তাস্বীহ্ পড়তেন। (এখানে তাস্বীহ্ পড়তেন অর্থাৎ নামায পড়তেন)। এবং হাদীসে এসেছে যে, তবে তিনি তাঁর আরোহীর উপর ফরয নামায পড়তেন না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

৪. যদি বিষয়টি দরিদ্রতা এবং অভাবের হয় তাহলে তুমি দুঃখিত হইও না। কেননা নিশ্চয় এটাই তোমার জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম বা কল্যাণকর। আর ধৈর্যধারণ করো এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করো। যেহেতু ফুযালা বিন উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নিশ্চয় নাবী (ﷺ) বলেছেন, ''আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য (দরিদ্রতা ও অভাবের পরিবর্তে) যে (সুখ-শান্তি ও নিয়া'মত) রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা দরিদ্রতা ও অভাব বৃদ্ধি করতে ভালবাসতে''। (তিরমিযী, সহীহ)।

سورة التين

সূরা আত-তীন এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾﴾ التين: ١ - ٨

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ তীন (ডুমুর) ও যায়তূনের (২) শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের (৩) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মাক্কার) (৪) আমি অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে (৫) অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচতমদের নিচে (৬) কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্যে তো আছে অফুরন্ত পুরস্কার (৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করছে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

শপথ করছি তীন ও যায়তূনের। তীন একটি ফল। আর যায়তুন হচ্ছে ঐ ফল যা থেকে তৈল বের করা হয়। এবং উভয় দু'টি গাছ, তাদের আসল স্থান (বরকতর্পূণ ভূমি-ফিলিস্তিনে) গাজায়। এবং শপথ (সিনাই প্রান্তরস্থ) তূর পর্বতের, যার উপর আল্লাহ তা'য়ালা মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কথা বলেছেন। এবং এই শহরের (অর্থাৎ সম্মানিত মক্কার) শপথ যেথায় যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। আমি অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম আকৃতি ও গঠনে এবং সোজা ও সুন্দর অবয়বে। অতঃপর যখন সে আল্লাহর সাথে কুফরী করে তখন তাকে আমি নীচতমদের নিচে হীন পর্যায়ে ফিরিয়ে দেই এবং ক্বিয়ামত দিবসে (জাহান্নামের) অগ্নিতে।

কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন, অশেষ ও অবিঘ্ন পুরস্কার। অতঃপর হে আদম সন্তান! কোন বস্তু তোমাকে পুনরুত্থান, প্রতিদান ও হিসাব নিকাশের দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্ররোচিত করলো? অথচ তুমি তা আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে জানতে পেরেছো এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং তিনি তোমাকে পুনরুত্থান করতে সক্ষম। সেই আল্লাহ যিনি ক্বিয়ামতকে হিসাব নিকাশ ও জালেম থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং প্রতিদানের জন্য (নির্ধারণ) করেছেন. তিনি কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? হ্যাঁ অবশ্যই তিনি শ্রেষ্ঠতম বিচারক।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

চিকিৎসায় তীন ও যাইতুনের উপকারিতা :

১. নিশ্চয় তীন উপকারী ফলসমূহের একটি। যেহেতু ফলসমূহ ও শাকসবজির মধ্যে ভিটামিন "A" পাওয়া যায়। আর তীন কোষ্ঠকাঠিন্যতার অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। এভাবে যে, শুকনো তীন পানিতে ভিজিয়ে (আর্দ্র করে) তারপর সকাল ও সন্ধ্যায় পান করা। এবং কাশি ও শ্বাস প্র-শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহে ব্যবহার করা যায়। তা এভাবে যে শুকনো তীন পানিতে ভিজিয়ে রেখে প্রত্যেকবার খাদ্য আহারের পূর্বে এক গ্লাস পরিমাণ পান করা। এবং শুকনো তীন ভিজিয়ে রেখে পান করাতে বহুমূত্র ও রক্ত পরিশোধনে সাহায্য করে। এগুলো কতিপয় উপকারিতা যা কতিপয় চিকিৎসাবিদগণ তীন ফল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

২. যাইতূন : প্রত্যেক দিন সকালে এক চামচ যাইতূনের তৈল পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্যতা আরোগ্য এবং পিত্ত-থলির পাথর দূর করতে উপকার করে। যাইতূনের তৈল যদি চুলে ব্যবহার করা হয় তাহলে (চুল) কোমল হয় এবং চুল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। যাইতূনের তৈলের সাথে কালোজিরার তৈল মিশ্রণ করে যদি অর্শ-গেজে মর্দন করা হয় এবং প্রলেপ দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে তা অবশ্যই ফল দেবে।

যাইতূনের তৈলের সাথে কালোজিরার তৈল মিশিয়ে যদি টিউমারে প্রলেপ দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে অবশ্যই তা চলে যাবে। কালোজিরার তৈলের সাথে মিশ্রিত যাইতূনের তৈল গিরাসমূহে মর্দন করাতে গিরাবাত এবং সায়্যাটিকা রোগে এবং পিঠের বিভিন্ন ব্যথা রোগে আল্লাহর হুকুমে উপকার করবে।

আর যাইতূনের তৈল খাওয়া যায় এবং (শরীরে) ব্যবহার করা যায়। আবু উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর ভিত্তিতে তিনি বলেন : "তোমরা যাইতূন খাও এবং তা শরীরে (তৈল হিসেবে) মাখাও। কেননা তা একটি বরকতময় বৃক্ষ হতে উৎপন্ন"। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, সহীহ)।

৩. হে মুসলমান ভাই ! যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে তখন জেনে রাখবে যে নিশ্চয় তা একটি ফযীলতপূর্ণ নিরাপদ শহর। সুতরাং (তথায়) আল্লাহকে ভয় করবে। আর জেনে রাখো :

* নিশ্চয়ই নেকীসমূহকে ফযীলতপূর্ণ জায়গা ও ফযীলতপূর্ণ সময়ে বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং (তথায়) অধিকহারে নেকীর কাজ করবে।

* জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "আর মাসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত নামায আদায় অন্যান্য স্থানে এক লাখ ওয়াক্ত নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম"।

(মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ)। সুতরাং মক্কার হারামে অধিকহারে নামায আদায় করো। আর বিশুদ্ধ মতে (নেকীসমূহ) বহুগুণে বৃদ্ধিকরণ মক্কার সমুদয় হারামই অন্তর্গত ।

* সেখানে কাউকে কথায় বা কাজে বা অন্য যে কোনো ভাবে কষ্ট দেবে না এবং সেখানে পাপসমূহে জড়িত হবে না। যেহেতু ফযীলতপূর্ণ স্থান ও সময়ে অপরাধসমূহকে (পাপসমূহকে) বড় করে ধরা হয়। আর যেহেতু এই হারাম একটি নিরাপদ জায়গা। নিশ্চয় সেথায় সবকিছু নিরাপদ এমনকি চতুষ্পদ জন্তু, গাছপালা এবং তৃণলতাও নিরাপদ। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা সম্পর্কে বলেছেন যে, ''তার ঘাস উৎপাটন করা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না এবং সেখানকার শিকারকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না''.....আল্-হাদীস। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

* মক্কার হারামে পড়ে থাকা কোনো বস্তু কুড়াবে না। তবে শর্ত সাপেক্ষে, তা হলোঃ সেটার মালিককে খুঁজবে এবং তাকে পাওয়া পর্যন্ত অবহিত বা প্রচার করবে। অন্যথায় তুমি তার মালিক হওয়া বা দখল করার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নিলে তা হালাল হবে না। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই বলেছেন : ''আর (হারামে) পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানো হালাল নয়, তবে কেউ ঘোষণার উদ্দেশ্যে উঠিয়ে নিয়ে ঘোষণা করতে পারে''.....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী)। তবে তুমি যদি তা উঠিয়ে নিয়ে তার জন্য প্রস্তুতকৃত আমানতের জায়গাতে অর্পণ করো তবে এটা ভাল কাজ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

৪. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই এ মানব মণ্ডলীর সম্মান একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়িয়ে ধরার মাধ্যমেই রয়েছে (আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সৎকাজ সম্পাদন করার মধ্যে)। সুতরাং যখন সে আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করে তখন সে (মর্যাদায়) সর্ব নিম্নমানের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে যায়। (চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টতর বিভ্রান্ত)।

সুতরাং হে ভাই; এই দ্বীনকে আঁকড়িয়ে ধরার মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণকারী হও। জ্ঞানার্জন, আমল, সততা, সংশোধন ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে তাওফীক্ব দান করুন।

***

سورة العلق

সূরা আল্-আলাক্ব এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَيَطْغَى ﴿٦﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ
الرُّجْعَى ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا
إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿١١﴾
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ
لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ
كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
﴿١٩﴾﴾ العلق: ١ - ١٩

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) পাঠ করো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হতে (৩) পাঠ করো, আর তোমার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (৫) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না (৬) কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে (৭) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে (৮) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে (৯) তুমি কি তাকে দেখেছো যে বাধা দেয় (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় করে (১১) তুমি কি ভেবে দেখেছো যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) আর তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়? (১৩) তোমার কি ধারণা যদি সে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন (১৫) কক্ষনো না, সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথার সামনের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো (১৬) মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ (১৭) অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক (১৮) আমিও অচিরেই আহ্বান করবো আযাবের ফেরেশতাদেরকে (১৯) সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না, তুমি সাজদা করো আর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করো। [সাজদাহ]

আয়াতসমূহের তাফসীর

হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনি শুরুতে আপনার প্রভুর নাম উল্লেখ পূর্বক পড়ুন যিনি তাঁর সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদম বংশধর সমস্ত মানুষকে গাঢ় রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন আর আপনার প্রভু তিনিই, মহানুভবতা ও বদান্যতায় যার সমকক্ষ এবং সমতুল্য অন্য কেউ হতে পারে না। এবং তিনি শীঘ্রই আপনাকে সম্মানিত ও ভূষিত করবেন। যিনি তাঁর বান্দাদেরকে কলম দ্বারা লিখন ও হস্তলিপি শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। ফলে তাকে মূর্খতা থেকে জ্ঞানের দিকে স্থানান্তর করেছেন।

বাস্তবেই আদম সন্তান যখন নিজেকে অভাবমুক্ত (অমুখাপেক্ষী) মনে করে এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তখন সে বাড়াবাড়ি (সীমালঙ্ঘন) করে। আর এটা তার ঈমানের দুর্বলতার দরুন হয়ে থাকে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যেতে হবে (প্রত্যাবর্তন করতে হবে), আর সেটাই প্রত্যেকের গন্তব্য। অতঃপর অতি শীঘ্রই তার সম্পদের হিসাব নিবেন।

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দেয়? আর আল্লাহর আনুগত্য কি অপরাধ যে তা থেকে বাধা দেয়া হবে? বান্দাকে আল্লাহর জন্য নামায পড়তে বাধা দেয়। আর এখানে বাধা দানকারী (দ্বারা উদ্দেশ্য) হচ্ছে আবু জাহ্‌ল। সে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বাধা দেয়। তদ্রূপভাবে তার মত আরও যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাধা দিত। তোমার ধারণায় যদি এই বান্দা যাকে তুমি বাধা দিচ্ছো সে যদি আল্লাহর পথে এবং এমন সহজ সরল পথে, যে পথ ইহকালিন ও পরকালিন জীবনের সৌভাগ্য বয়ে আনে সে পথে থাকে? অথবা ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি বাধা দিচ্ছো সে যদি অন্যকে আল্লাহর তাক্বওয়ার (আল্লাহর ভয়ের) আদেশ দিতে থাকে, তাহলে কিভাবে তাকে তুমি হুমকি দাও?

হে নাবী! আপনি কি লক্ষ করেছেন, যদি এই বাঁধাদানকারী লোকটি (সত্য) দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তা থেকে বিমুখ হয়ে থাকে তাহলে যেদিন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তার কি অবস্থা হবে? এই নিষেধকারী লোকটি কি জানে না যে আল্লাহ তার র্কমগুলিকে দেখছেন এবং সে অনুপাতে তার বদলা দিবেন?

সাবধান! সে আমার রাসূলকে যে দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে এবং আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যে লড়াই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তা থেকে যদি বিরত না হয় তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবো। সম্মুখের কেশওয়ালা এ লোকটি কথায় মিথ্যাবাদী ও কাজে-কর্মে পাপিষ্ঠ। অতএব ঐ মূহুর্তে সে যেন তাকে সাহায্য করার জন্য তার সভাসদবর্গদের (লোকদেরকে) কে আহবান করে। আর তারা যে তাকে সাহায্য করবে তা সুদূর পরাহত (অসম্ভব)।

আমি শীঘ্রই আমার নির্দয়, কঠোর স্বভাবের অধিকারী, আযাবের ফেরেশতাদেরকে আহবান করবো যাতে সে জানতে পারে যে, কে বিজয়ী হয়, আমার দল না তার পরিষদবর্গ? কিছুতেই নয়!

এই কাফের যেরকম ধারণা করে বিষয়টি সেরকম নয়। সুতরাং আপনার ধারাবাহিক ইবাদত ও নামাযে সে যে বাধা দেয় আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং বেশী বেশী নৈকট্য অর্জন করুন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম!

ক/ (اقرأ)

পড়তে শিখুন এবং কুরআন পড়তে শেখা যেন সর্বাগ্রে হয়। (অর্থাৎ অন্য সবকিছুর পূর্বে কুরআন পড়া শিখুন)। যাতে আপনি কুরআনে অভিজ্ঞ হতে পারেন। রাসূল (ﷺ) এর বাণীর বাস্তবায়নার্থে তিনি বলেন : "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, সে অনুগত সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে অথচ তাতে আটকে যায়, এবং তা পড়া তার জন্য কঠিন হয় তার জন্য রয়েছে দু'টি নেকী বা প্রতিদান"। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেছেন)।

খ/ লিখতে শিখুন। যাতে করে আপনি বিদ্যাকে লিখে রাখতে পারেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিখার মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে পারেন। যেহেতু দাপ্তরিক বিদ্যা, বুদ্ধি-ভিত্তিক ও শাব্দিক বিদ্যাকে আবশ্যক করে আর বিপরীতটি তা করে না।

২. (كَلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى - أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)

"কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে"। হে বান্দা! যাকে আল্লাহ তা'য়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন, তুমি এই আয়াতসমূহকে সর্বদা দৃষ্টি স্থাপনায় রাখ, যাতে করে তুমি সীমালঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক হতে পারো। আর অধিকাংশ সীমা লঙ্ঘনকারীদের প্রতি পর্যবেক্ষণকারী লোকেরা দেখতে পায় যে তারা অভাবমুক্ত অঢেল সম্পদের অধিকারী (সম্পদশালী)।

কাজেই বিভিন্ন উন্মুক্ত চ্যানেলগুলি যেগুলি নিকৃষ্ট ও অশ্লীলতা প্রচার-প্রসার করে এগুলির মালিক সম্পদশালীরাই। বিভিন্ন হোটেলগুলি যেগুলিতে হারাম (অবৈধ) বস্তু বিক্রি করে এবং (বেগানা) মহিলা-পুরুষদের সংমিশ্রণে যৌথভাবে কর্মে নিয়োগ করে সেগুলির মালিকও ধনাঢ্যরাই। এবং ঐসমস্ত বাড়ি/বাসস্থান যেগুলিতে মন্দ ও অশ্লীলতার সহযোগী বিভিন্ন মাধ্যম পাওয়া যায় সেগুলির মালিকও ধনীরাই। ঐসমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ যাতে অপচয় ও অপব্যয় রয়েছে, তদ্রূপভাবে ঐসমস্ত রেস্তোরাঁ ও পান করার জায়গা যাতে অপচয় রয়েছে আরও ইত্যাদি ক্ষেত্র, ঐগুলি সবকিছুই ধনীদের জন্যই। অতএব হে ধনবানগণ! তোমরা তোমাদের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করো।

৩. হে মুসলিম! সৎ কাজের আদেশ করো এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করো। আর এর বিপরীতে তাদের মত হয়ো না, যারা অসৎ বা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং সৎ বা ভাল কাজে বাধা দেয়। ফলে সে নামায থেকে বাধা দেয় এবং যাকাত ও দান খয়রাত

হতে বাধা দেয়। বাধা দেয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মপর্যালোচনা করা থেকে। আরো নিষেধ করে হক্ব কথা বলতে। আরও বাধা দেয় কল্যাণের পথ থেকে। দ্বীনী ইল্‌ম বা জ্ঞান অন্বেষণ করতেও বাধা দেয়। আর আদেশ দেয় অভিনয় করতে এবং সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র করতে নির্দেশ দেয়। আরও আদেশ দেয় সুদী কারবার করতে, ধূমপান ও নেশা জাতীয়/মাদকদ্রব্য পান করতে আদেশ করে। আরো অনেক অন্যায় কাজ করতে আদেশ করে। আর অন্যায় কাজের আদেশ ও সৎ কাজের বাধা প্রদান কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অতএব মুসলিম ব্যক্তির উচিত তা থেকে সতর্ক থাকা, যাতে করে সে আবু জাহ্‌লের সদৃশ বা অনুরূপ না হয়। যার দৃষ্টান্ত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন : ''আবু জাহ্‌ল বলেছিলো যে, আমি যদি মুহাম্মাদকে কা'বা ঘরের নিকটে নামায পড়তে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড়কে মটকিয়ে দিবো। অতঃপর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একথাটি পৌঁছালে তিনি বলেন, সে যদি এরকমটি করত তাহলে অবশ্যই ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করত''। (সহীহ বুখারী)।

৪/ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি বলেন : আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সূরা ইনশিক্বাক্ব ও সূরা আলাক্বে সাজদাহ্‌ করেছি। (সহীহ মুসলিম)।

* এই দুই সূরাতে তিলাওয়াত সাজদাহ্‌ রয়েছে। (অনুবাদক)।

***

سورة القدر

সূরা আল্-ক্বদরের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾ ﴾ القدر: ١ - ٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) নিশ্চয়ই আমি এটা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে (ক্বদরের রাত্রিতে) (২) আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জানো? (৩) মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম (৪) ঐ রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ (জিব্‌রাঈল) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজের জন্য তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে (৫) শান্তিময়, এই রাত ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

আয়াতসমূহের তাফসীর

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে (রমাযান মাসে) ক্বদরের মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। আর হে নাবী মহিমান্বিত রজনীর মহত্ত্ব ও ফযীলত সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? ক্বদরের রজনী তার মহত্ত্বতার কারণে ঐ রাত্রের ইবাদত আল্লাহর নিকট এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ রাত্রিতে জিব্‌রীলসহ ফেরেশতাদের অবতরণ অধিকতর হয়ে থাকে। ফলে তাঁরা তাঁদের প্রভুর নির্দেশে আল্লাহ তা'য়ালা সে বৎসরের যা কিছু ফয়সালা করেন সবকিছু (সকল বিষয়) নিয়ে অবতরণ করেন। তা হলো শান্তি, নিরাপত্তা, সর্বপ্রকার কল্যাণ ও বরকত, যাতে কোনো মন্দ বা অনিষ্টতা নেই। এবং ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সে রাতে শয়তান কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। রমাযানে কুরআন পড়ুন, রমাযানে (দান-খয়রাত বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) করুন। তারাবীহ (নামাযের) হিফাজত করুন। রোযাদারদেরকে ইফতার করান। লাইলাতুল্ ক্বদর বা ক্বদরের রাত্রির অনুসন্ধান করুন। বেশি বেশি দু'আ করুন এবং ইফতারের সময় দু'আ করুন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. ক্বদরের রজনী রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিতে অবস্থিত। কেননা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে তাই প্রমাণ হয়। তিনি

বলেন : ''তোমরা ক্বদরের রাত্রিকে রমাযান মাসের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। লাইলাতুল্ ক্বদর (শেষ দিক হতে গণনায়) নবম, সপ্তম, পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে''। (সহীহ বুখারী)।

২. বেজোড় রাতগুলোর মধ্য থেকে সাতাশের রাতটি অধিক প্রত্যাশিত। যেহেতু উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: ''যে রাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (ক্বিয়ামুল লাইল) জাগরণ করে (ইবাদত) করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেটি হচ্ছে সাতাশের রাত''। (সহীহ মুসলিম)।

৩. ক্বদর রজনীর একটি লক্ষণ হচ্ছে যেমনটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''যে রাতে ক্বদর অনুষ্ঠিত হয় তার পরের দিন সকালে যে সূর্য উঠে তা শুভ্র বর্ণের হয় এবং তার কিরণ থাকে না''। (সহীহ মুসলিম)।

৪. ক্বদর রজনী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফে বসে বেজোড় (রাতগুলোতে) এবং শেষ সাত রাতে ইবাদতে কঠোর সাধনা করা বিধি সম্মত। ''আর অবশ্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছরই রমাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন''। (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাহিঃ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : ''(রমাযানের) শেষ দশক শুরু হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে সারা রাত ইবাদতে কাটাতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিতেন। এবং (ইবাদতের জন্য) প্রচেষ্টা করতেন এবং লুঙ্গিকে শক্ত করে বেঁধে নিতেন''। অর্থাৎ এসময় তিনি ইবাদতের কঠোর অনুশীলনের জন্য নিজের মধ্যে শক্তি ও উৎসাহ সৃষ্টি করতেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

''হে আল্লাহ নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী, মহানুভব, ক্ষমা করাকে তুমি ভালবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও''। এই দু'আ পড়া বিধিসম্মত, যেহেতু (নাসায়ী, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমদ শরীফে বিশুদ্ধ রূপে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে)।

হে ভাই! (রমাযানের) শেষ দশকের প্রতি যত্ন নাও এবং তাতে বিভিন্ন ধরণের ইবাদত করো।

***

سورة البينة

সূরা লাম ইয়াকুন তথা আল্-বাইয়্যিনাহ্ এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ البينة: ١ - ٨

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) আহ্লে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো তারা এবং মুশরিকরা আপন মত হতে সরে আসত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসতো (২) (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট হতে একজন রাসূল যিনি পাঠ করেন পবিত্র সহীফা (৩) যাতে সঠিক বিধি-বিধান রয়েছে (৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তারা বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও (৫) তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত সঠিক দ্বীন। (৬) নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট (৭) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট (৮) তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত। যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এটা তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো,তারা তাদের কুফরী থেকে প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত সুস্পষ্ট প্রমাণ আসতো। আর তা হলো আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) যিনি এমন পবিত্র সহীফা পাঠ করেন যাতে (বাতিলের) মিথ্যার কোনো লেশ মাত্র নেই। এই পবিত্র সহীফাগুলোর মধ্যে সরল-সোজা ন্যায়সঙ্গত অনেক কিতাব রয়েছে যেগুলিতে কোন ভুল নেই। বরং তার সবগুলোই হিদায়াত, পথপ্রদর্শন এবং কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ। আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে বিভক্ত তথা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তথা তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির পরেই। ফলে তারা তা চেনা (অবহিত হওয়া) স্বত্ত্বেও তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করেছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾

"অতঃপর যখন তাদের কাছে পৌঁছলো যাকে তারা চিনে রেখেছিলো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো"। (সূরা আল্-বাক্বারাহ্,আয়াত নং ৮৯)।

আর আহ্‌লে কিতাবদেরকে কেবলমাত্র অংশীদারবিহীন এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং ইবাদতকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করতে এবং শির্ক পরিহার করে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট (ধাবিত) হতে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছিলো। আর সেটাই হলো সরল সঠিক মধ্যমপন্থি মিল্লাতের দ্বীন (ধর্ম)। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম (দ্বীন ইসলাম) যে দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনকে আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

নিশ্চয় আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের যারা কাফের তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নামের আগুনে তথায় তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ যে সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে তারাই সর্ব নিকৃষ্ট। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে তারাই সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহ যত সৃষ্টজীব সৃষ্টি করেছেন তাদের সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁরা পুত পবিত্র আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক সম্মানিত। ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য জান্নাত এবং স্থায়ী সুখ-শান্তি। যার তলদেশে নদীসমূহ (নির্ঝরিণী সমূহ) প্রবাহিত। তারা সেখানে বিরতিহীনভাবে অনন্তকাল থাকবে এবং সেখান থেকে বেরও হবে না।

﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾

"তাদেরকে কখনো সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে না"। (সূরা আল্-হিজর, আয়াত নং ৪৮)।

তাদের ঈমান ও সৎ আমলের দরুন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ফলে তিনি তা তাদের পক্ষ থেকে কবূল করেছেন। এবং তারাও তিনি যে তাদেরকে ব্যাপক অনুগ্রহ ও স্থায়ী নি'আমত দান করেছেন তাতে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এই মূল্যবান পুরস্কার তারই জন্য যে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহার করে তাঁর তাক্বওয়া অর্জন করেছে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১। বিভক্তি এবং মতানৈক্য করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা। আর অবশ্য নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''ইয়াহুদীরা ৭১ অথবা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে আর খৃষ্টানরা ৭১ অথবা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে''। (হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ: আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, সহীহ)। এবং আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও এই উম্মতের মধ্য থেকে মাত্র একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে আর বাকী সবগুলো দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)। অতএব হে মুসলিম ভাই, সাবধান হোন!

মুগীরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : ''আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল সবসময় বিজয়ী অবস্থায় থাকবে। এমনকি তাদের নিকট যখন আল্লাহর নির্দেশ তথা ক্বিয়ামত এসে যাবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। আর এই বিজয়ী দল তারাই, যারা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম যে পদ্ধতির উপর ছিলেন তদ্রূপ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

২। নিশ্চয় কাফেররা তারাই সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টজীব। আর সেজন্য (জাহান্নামের) আগুন তাদেরকে পবিত্র করবে না। (যেমন পানি মূল নাপাককে পবিত্র করতে পারে না যতই তদ্বারা ধৌত করা হোক না কেন)।

৩। হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তোমার নিকট

(وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)

(এই আয়াতটি) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি আমার নাম ধরে বলেছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কেঁদে ফেলেন''। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

***

سورة الزلزلة

সূরা আল্-যিলযাল এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ
الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ ﴾ الزلزلة: ١ - ٨

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) যখন পৃথিবীকে তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে (২) এবং পৃথিবী যখন তার অভ্যন্তরের বোঝাসমূহ বের করে দিবে (৩) এবং মানুষ বলবে এর কি হলো? (৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৫) কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবে (৬) সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায় (৭) অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে (৮) আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎকাজ করলে সেও তা দেখতে পাবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

যখন পৃথিবী ঐ ভূকম্পের মাধ্যমে প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে যা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য তাকে আন্দোলিত করবে এবং প্রকণ্ডভাবে তাকে কাঁপিয়ে তুলবে। এবং পৃথিবী যখন তার অভ্যন্তরের মৃত ও ভাণ্ডারসমূহ বের করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। আর মানুষ পৃথিবীর এ বিষয়টিকে হতবুদ্ধি হয়ে খারাপ জানবে বা ঘৃণা করবে। সুতরাং (সে বলবে) ভূমির কি হয়েছে এবং কোন বস্তু তাকে শান্তভাব থেকে পরিবর্তন করে অস্থির ও কম্পমানে পরিণত করলো? ক্বিয়ামত দিবসে পৃথিবী তার পৃষ্ঠে আমলকারীরা ভাল-মন্দ যা কিছু আমল করেছে তার অধিবাসীর বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ সব তত্ত্ব বর্ণনা করে দেবে। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তা বলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেহেতু আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালনার্থে সে বর্ণনা করে দেবে।

ক্বিয়ামতের দিন সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে হিসাবের স্থান থেকে প্রত্যাগমন করবে যাতে করে দুনিয়াতে তারা যে আমল করেছে সেই আমলসমূহকে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করানো হয়। অতঃপর ভালো অথবা মন্দ যে আমল করেছে তার প্রতিদান পায়।

সুতরাং কেউ ভুট্টার ছোট্ট দানার মত অণু পরিমাণ (পিপীলিকার মত) সৎকর্ম করলে আল্লাহর কাছে সে তার প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ (ছোট্ট পিপীলিকার মত) অসৎ কর্ম করলে সেটারও শাস্তি আল্লাহর কাছে সে পাবে, তবে আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা করে দেন (তবে সে কথা ভিন্ন)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই! পুণ্যের কাজে ব্যস্ত থাকো। আর ভালো কাজের কোনটাকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য মনে করো না যদিও তা অতি সামান্য হয়। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ যখন তোমার কাছে খেজুর বা বিস্কুট বা পানি থাকবে তখন তা থেকে একে কিছু দাও, ওকে কিছু দাও এবং ছোট বড় সবাইকে দাও। এবং একথা বলো না যে একটি খেজুর দিয়ে কি হবে? বা এটাতো তুচ্ছ জিনিষ! কেননা নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ''তোমরা একটি খেজুরের অর্ধাংশ দান করে হলেও (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচো''। (এই হাদীসটি ইমাম বুখারী আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

আর যখন (দান করার জন্য) কিছুই থাকবে না তখন তুমি উত্তম কথা বলবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীকে ভিত্তি করে। (তিনি বলেন) ''তোমরা সাদ্‌কাহ করো উত্তম কথার দ্বারা হলেও। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন : কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও সেটা তোমার বালতি থেকে পানকারীর পাত্রে (পানীয়) ঢেলে দেয়ার মাধ্যমে হয় এবং যদিও সেটা এভাবে হয় যে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্লচিত্ত চেহারায় কথা বলবে''.....আল্-হাদীস। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, সহীহ)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন : ''হে মুসলিম নারীরা, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর জন্য ছাগলের খুর দিয়ে হলেও সাদ্‌কাহ করাকে তুচ্ছ মনে করো না''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

فرسن شاة অর্থ ছাগলের খুর।

নিম্নে উল্লেখিত বস্তুসমূহের সবগুলি দিয়ে সাদ্‌কাহ কর :-

ক। খেজুরের অর্ধাংশ বা অর্ধেক খেজুর, খ। উত্তম কথা, গ। পিপার্সাত ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢেলে দেবে, ঘ। উদ্ভাসিত বা প্রফুল্লচিত্ত চেহারায় তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে, ঙ। ছাগলের খুর এছাড়া আরও অন্যান্য কল্যাণ ও সৎ কাজের পন্থায়।

২. হে মুসলিম ভ্রাতৃমন্ডলি! বড় ও ছোট তথা কবীরা ও সগীরা সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে সতর্ক হোন। এবং আমাদের মধ্যে কেউ যেন এটা না বলে যে, এটা ছগীরা বা ছোট গুনাহ্ এটা কোন ব্যাপার নয় (এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই) এবং বিষয়টি সহজ, তদুপরি মতবিরোধ রয়েছে। বরং সমস্ত গুনাহ্ থেকে দূরে থাকবে। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে বলেছেন : ''হে আয়েশা! তুমি ছোটো ছোটো আমলসমূহকে তুচ্ছ মনে করা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলিরও সন্ধানকারী রয়েছে''। (আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, সহীহ)। এবং নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন:

"তোমরা ছোটো ছোটো গুনাহ্সমূহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। কেননা ছোটো ছোটো গুনাহ্সমূহের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দল কোন একটি উপত্যকার অভ্যন্তরে অবতরণ করলো। অতঃপর একজন একটি কাঠ নিয়ে এলো এবং অপরজন একটি কাঠ নিয়ে এলো, এমনকি এতটুকু পরিমাণ তারা বহন করে নিয়ে এলো যে, তদ্বারা তারা তাদের রুটি রান্না করে নিলো। আর ছোটো ছোটো গুনাহ্গুলি যখন গুনাহ্কারী সেগুলি করে তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলে"। (মুসনাদে আহ্মাদ, তাবরানী তাঁর কাবীর গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী তাঁর শুআব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সহীহ)।

অতএব হে মুসলিম ভাই, চিন্তা কর! ছোটো ছোটো গুনাহ্গুলি কখনো বান্দার উপর একত্রিত হয়ে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। যেমনভাবে ছোটো জ্বালানী কাঠ যদি একেকটি করে একত্র করা হয় তাহলে তদ্বারা খাদ্য রান্না করা যায়। অতএব তুমি নিজ আত্মার জন্য সতর্ক হও। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন!

৩. হে ভাই। জেনে রেখো, নিশ্চয় ভূমি অচিরেই আমাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। অতএব আমাদের উচিত যারা সৎর্কম (নেককাজ) করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যাতে করে ভূমি তার পক্ষে সাক্ষী দেয়। এবং পাপ কাজ করবো না যে কারণে ভূমি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। ভাই! তুমি ভূমি ও তার সাক্ষীর ব্যাপারে ভেবে দেখো। (চিন্তাভাবনা করিও)।

***

سورة العاديات

সূরা আল্-আদিয়াত এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ
قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ
نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ
الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ
مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾ ﴾ العاديات: ١ - ١١

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরায় এমন ঘোড়াসমূহের (৩) যারা আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে (৪) এবং ঐ সময় ধূলা উড়ায়; (৫) অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (৬) নিশ্চয় মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ (৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী (৮) এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? (১১) অবশ্য সেদিন তাদের কি ঘটবে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

শপথ করা হয়েছে ঐসমস্ত অশ্বসমূহের যেগুলি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে (চলে) এবং সেই অতিক্রমণের ফলে ঐগুলির হ্রেষা ধ্বনি হয়। এবং ঐসমস্ত অশ্ব বা ঘোড়া সমূহের (শপথ) যেগুলি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে চলার সময় ক্ষুরসমূহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখায়। অতঃপর (শপথ) ঐ ঘোড়াসমূহের যেগুলি ভোরে আল্লাহর শত্রুদের উপর আক্রমণ করে। এবং আল্লাহর শত্রুদের উপর ধূলি উৎক্ষেপণ করে। অতঃপর যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে তখন রণাঙ্গনে শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। সে তার উপর আল্লাহ তা'য়ালার (প্রদত্ত) নিয়া'মতসমূহকে অস্বীকার করে। এবং অবশ্যই সে তার কর্ম ও চালচলনের মাধ্যমে তার পালনকর্তার নিয়া'মতসমূহের অস্বীকার এবং অস্বীকৃতির ব্যাপারে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী (এবং সে তা

অবহিত)। এবং সে অবশ্যই ধন-সম্পদের ভালোবাসায় অধিক মত্ত। (প্রাণভরে অত্যধিক ভালোবাসে)।

মানুষ কি জানেনা তার পশ্চাতে কি রয়েছে? যখন পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান দিবসের জন্য তার কবর থেকে তাকে বের করা হবে? এবং অন্তরে যা কিছু গোপন-ভেদ ছিলো সবকিছু বের করে প্রকাশ করা হবে। অবশ্যই তাদের পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের সমস্ত কর্ম (আমল) সমূহ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত রয়েছেন। তা থেকে কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। এবং ক্বিয়ামত দিবসে উহার প্রতিদান তিনি তাদেরকে দেবেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রে অশ্ব বা ঘোড়ার গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উরওয়া আল-বারিক্বী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ বিধিবদ্ধ রয়েছে। জিহাদের জন্য লালন-পালনের সওয়াব এবং গনীমতের মাল লাভ এর অন্তর্ভুক্ত''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

এজন্য হে ভাই, তোমার পক্ষে যদি কোনো প্রকার ''রিয়া'' তথা আত্মপ্রদর্শন এবং সুনাম-সুখ্যাতির মনোভাব ব্যতিরেকে আল্লাহর রাস্তায় তোমার জন্য একটি ঘোড়া লালনপালন করা সম্ভব হয় তাহলে তাই করো। কেননা তাতে মহান সওয়াব রয়েছে। যেমনটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং (উহার) রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি (সেই লম্বা রশিতে) চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য পুণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য পুণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নদীতে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তাহলে এর ফলেও তার জন্য পুণ্য রয়েছে''.....আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এমনকি গোবর, পানীয়, চারণ ও ঘোড়ার পদক্ষেপেও এ হাদীসের ভাষ্য মতে তার নেকী বা সওয়াব হবে।

২. নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষ তার প্রভুর নি'আমতসমূহকে অস্বীকারকারী এবং সে নিজে তার উপর এ ব্যাপারে সাক্ষী। ফলে তুমি তাকে দেখবে যে, সে আল্লাহর অসংখ্য ও অগণিত নিয়া'মত ও অনুগ্রহ দ্বারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে, কিন্তু সে এই নিয়া'মতগুলোকে মহান আল্লাহর নাফরমানী (অবাধ্যতায়) প্রয়োগ করে। সুতরাং সে মাল-সম্পদকে হারাম কৃত (নিষিদ্ধ) ক্ষেত্রসমূহে এবং অনর্থক ও অপচয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় করে। এবং (আল্লাহর) নিয়া'মত কানকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা শ্রবণে ব্যবহার করে। আর দর্শন শক্তি তথা চক্ষুর (মত)

নিয়া'মতকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ব্যবহার করে। বরং যখনই তার ধন-সম্পদ (অধিক হয়) বাড়ে তখনি তার সীমালঙ্ঘনও বেড়ে যায়, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া বা রহমত করেন সে এর ব্যতিক্রম। সুতরাং আমাদের সকলকে এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত এবং আল্লাহ তার প্রতি যে নিয়া'মত দান করেছেন সে ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। সেগুলি আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতায় প্রয়োগ না করে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করা উচিত।

৩. হে মানবমন্ডলী! হে বুদ্ধিমান, মৃত্যুর পূর্বে তুমি তোমার নিজের জন্য সতর্ক হও! কেননা আমরা জানি না আমাদের জন্য কোন বস্তু অপেক্ষা করছে। (সৎ কর্ম করো, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকো, নিজের ভুলত্রুটির ব্যাপারে ক্রন্দন করো)। রাসূল (ﷺ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আল্লাহর কসম! যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি তবে তোমরা অবশ্যই খুব কম হাসতে এবং নিশ্চয় অধিক পরিমাণে কাঁদতে''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। এবং আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে তিনি বলেন : ''আর অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় কামনা করতঃ রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে''। (তিরমিযী ও হাকেম , হাদীসটি হাসান)।

***

سورة القارعة

সূরা আল্-ক্বারিআহ্ এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑦ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ⑩ نَارٌ حَامِيَةٌ ⑪﴾ القارعة: ١ - ١١

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) প্রচণ্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়) (২) প্রচণ্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়) কি? (৩) প্রচণ্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়) সম্বন্ধে তুমি কী জানো? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত (৬) অতঃপর যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী হবে (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হাল্কা হবে (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ্ (১০) তুমি কি জানো তা কী (১১) অতি উত্তপ্ত আগুন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

ক্বিয়ামত হৃদয়সমূহকে প্রচণ্ড আঘাত করবে যেহেতু তাতে তীব্র আতঙ্ক রয়েছে। কতইনা ভয়ানক করাঘাত! আর তার আতঙ্ক কতই না প্রচণ্ড! এবং তার ভয়ানক আতঙ্ক সম্পর্কে আপনি কি জানেন? ক্বিয়ামত দিবসে মানুষ তাদের বিস্তৃতি, বিচ্ছিন্নতায়, বিভক্তিতে, যাওয়া-আসাতে এবং শঙ্কায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে। আর পর্বতগুলি বিক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত হবে। তখন যার পাল্লা তার গুনাহ্র উপর নেকীর প্রাধান্যতায় ভারী হবে, সে নিয়া'মতপূর্ণ জান্নাতে সুখী জীবন যাপন করবে যাতে সে সন্তুষ্ট। আর যার পাল্লা তার নেকীর উপর গুনাহ্র প্রাধান্য হয়ে হাল্কা হবে। তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, যার গর্তে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর হাবিয়াহ যা তার সাথীকে তার দিকে নিয়ে যাবে তুমি জানো তা কি? তা হলো অতি উত্তপ্ত জলন্ত অগ্নি যার উত্তাপ অত্যন্ত তীব্র।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে আল্লাহর বান্দা! বেশি বেশি পুণ্য বা নেকীর কাজ করার উপর উদ্বুদ্ধ হও। যাতে মিযানে (নেকীর) পাল্লা ভারী হয়। নাবী (ﷺ)-এর বাণী : "দুটি কালেমা বা বাক্য এমন যা

যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (ক্বিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী হবে এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়, কালিমা দুটি হচ্ছে : সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুব্হানাল্লাহিল আযীম''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। অর্থ : আল্লাহর প্রশংসা করার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, কি পবিত্র মহান আল্লাহ! আর পাপ তথা গুনাহ্র কাজ থেকে তাওবাহ করো যাতে পাপ চলে যায় (অবসান হয়) এবং পুণ্যের দ্বারা তা রূপান্তর করা হয়। (ক্বিয়ামত দিবসে তোমার মিযান তথা পাপ পুণ্য মাপার পাল্লা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করো)।

২। জাহান্নামের অগ্নি থেকে সাবধান হও। এবং তোমার নিকট রান্নাঘরে যে আগুন আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো তা কি সহ্য করতে পারবে? পারবে না। তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর নাফরমানী করেছে তার জন্য জাহান্নামের আগুন কিরূপ হবে? অথচ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''তোমাদের (পার্থিব জীবনের) এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিলো। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরও ঊনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

***

سورة التكاثر

সূরা আত-তাকাছুরের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ
الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ
يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾ التكاثر: ١ - ٨

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে (২) এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও (৩) এটা কখনও উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে (৫) কক্ষনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা অবহিত হতে (৬) তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখবে (৮) তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়া'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতা ও তদ্বারা অহংকার করা এবং আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ার ভালবাসা তোমাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে ব্যতিব্যস্ত ও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। অবশেষে তোমরা মৃত্যুবরণ করে কবরের দিকে প্রস্থান করছ। যে জিনিষ চিরস্থায়ী হবে তা থেকে যা নিঃশেষ হয়ে যাবে তার জন্য তোমাদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাজ করা সমুচিত নয়। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। সত্বরই যখন তোমরা কবরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার ত্রুটি জানতে পারবে। বাস্তবেই তোমরা যদি আখিরাত বিমুখ হয়ে (ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য) বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার পরিণতি নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা অবহিত হতে, তাহলে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির মাধ্যমে গর্ব-অহংকার করতে না। এবং ঐসমস্ত কিছু তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং আখিরাতের জন্য আমল করা থেকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতো না। অবশ্যই তোমরা জাহান্নামের অগ্নি চাক্ষুষ দেখবে। অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই বাস্তব দিব্য-

প্রত্যয়ে সন্দেহ ছাড়া দেখবে। এর পর অবশ্যই তোমরা যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাধ উপভোগ করেছো সে সম্পর্কে ক্বিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে। সেগুলির উপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেগুলিকে আল্লাহর আনুগত্যে নিযুক্ত করেছো কিনা?

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! আমাদেরকে মৃত্যু আসা অবধি সুমহান মর্যাদাবান আল্লাহর আনুগত্যকে ছেড়ে দিয়ে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। আর সে জন্য আখিরাতের নিমিত্তে এই দুনিয়াকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো। এবং মৃত্যুর পূর্বে এই সম্পদকে সুর্বণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো। এবং হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়কে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো।

যেমন নাবী (ﷺ) বলেছেন : ''পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো: তুমি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমার যৌবনকে। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে। দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনাঢ্যতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে। মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে''। (উক্ত হাদীসটি হাকেম এবং বাইহাক্বী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, হাদীসটি সহীহ)। এবং রাসূল (ﷺ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''বান্দা বলে থাকে, আমার মাল, আমার সম্পদ। তার মাল-সম্পদ থেকে শুধুমাত্র তিন প্রকার মাল তার নিজস্ব। ক/ যা খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে খ/ যা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলে এবং গ/ যা দান খয়রাত করে আখিরাতের জন্য জমা রাখে। এছাড়া অবশিষ্ট মাল তার কাছ থেকে চলে যাবে এবং সে তা মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে''। (সহীহ মুসলিম)। এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে ''এবং যা দান-সাদকাহ করে ব্যয় করেছে''।

হে আমার ভাই! দান-খয়রাত করো এবং তোমার দান খয়রাতকে সম্পন্ন করো।

২. ভাই আমার : আমরা সকলেই অবশ্যই এই নিয়া'মতরাজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো। সুতরাং আমরা যেন মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই। এবং আনসারী ব্যক্তির হাদীসে বর্ণিত আছে, যার সাথে রাসূল (ﷺ) আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি (আনসারী) তাঁদের জন্য (বকরী) জবাই করেছিলেন এবং (খেজুরের বাগান থেকে) এক ছড়া খেজুর এনে (তাদের সামনে) দিলেন। তাঁরা (তা থেকে এবং খেজুরের ছড়া থেকে) খেলেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললেন, ''সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের এসব নিয়া'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ভেবে দেখো?) জঠর জ্বালা তোমাদেরকে ঘর থেকে (রাস্তায়) বের করে নিয়ে এসেছিলো। অতঃপর তোমরা (ক্ষুধা নিয়ে) ফিরার পূর্বেই এই নিয়া'মত লাভ করলে''। (সহীহ মুসলিম)।

বরং নিশ্চয় পবিত্র আত্মাও নিয়া'মতের অন্তর্ভুক্ত এবং শীঘ্রই সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''যে ব্যক্তি (আল্লাহকে) ভয় করে তার জন্য ধন-সম্পদ হওয়া বা ধনাঢ্য হওয়া দুঃখের কিছু নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ-ভীরু তার জন্য ধন-সম্পদ হওয়ার চেয়ে সুস্বাস্থ্যবান হওয়া উত্তম। এবং (পরিশুদ্ধ) পবিত্র আত্মা নিয়া'মতের অন্তর্ভুক্ত''। (ইবনে মাজাহ্ ও মুসনাদে আহ্মাদ, সহীহ)।

আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''বান্দাকে (যে সমস্ত নিয়া'মত দান করা হয়েছিলো) তন্মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে নিয়া'মতের কথা জিজ্ঞেস করা হবে তা হলো, তাকে বলা হবে যে, আমি কি তোমার জন্য তোমার শরীরকে সুস্থ করে দেইনি? এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমাকে পরিতৃপ্ত বা সিক্ত করিনি''? (তিরমিযী ও হাকেম, সহীহ)। ঠাণ্ডা পানি ও শরীরের সুস্থতা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো।

***

سورة العصر

সূরা আল্-আসরের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾

العصر: ١ - ٣

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) কালের শপথ (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৩) কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।

আয়াতসমূহের তাফসীর

সমস্ত সময়ের (যুগের) শপথ করে (বলা হয়েছে) যে নিশ্চয় মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনে এবং তার রাসূলদের অনুসরণ না করে তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করেছে এবং (খালেছ নিয়্যত ও রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে) সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, আর পরস্পর একে অপরকে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা নির্দেশ দিয়েছেন তা সম্পাদন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করার মাধ্যমে) হক্কের (সত্যের) উপদেশ দিয়েছে। এবং পরস্পর একে অপরকে সর্বপ্রকার ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে। আর ধৈর্যধারণ করেছে আল্লাহর আনুগত্যের উপর এবং আল্লাহর নাফরমানী পরিত্যাগের উপর ধৈর্যধারণ করেছে। আরও ধৈর্যধারণ করেছে আল্লাহর (লিখিত) কষ্টদায়ক তাক্বদীরের উপর (বিপদ মুছীবত যেমন রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি) তারা নয়। অর্থাৎ তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মানুষ! তুমি তোমার সময়ের ব্যাপারে দুই শ্রেণীর যে কোন এক শ্রেণীঃ

হয়তোবা আল্লাহর (ﷻ) আনুগত্যে মশগুল (ব্যস্ত) থাকার ফলে তুমি সবচেয়ে বড় লাভবান হবে। আর সে জন্য তুমি তোমার দিন, ঘণ্টা এবং মিনিটের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে যে সেগুলি কোথায় ব্যয় করবে। আর নিশ্চয় তোমার বয়সটা সম্পূর্ণই তোমার সময়,

সুতরাং তাকে তুমি গনীমত তথা সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করো। যেমন নাবী (ﷺ) বলেছেন: ‘‘তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমার জীবনকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাও’’। অতএব তুমি তোমার সময়গুলোকে আনুগত্য ও পুণ্যের দ্বারা ভরপুর করো। নতুবা তুমি মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকো। আর যে ব্যক্তি এ রকমটি হবে সে ক্ষতিগ্রস্তে নিপতিত। সাবধান! আমাদের কেউ কি জানবো না যে, সে কি লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত?

২/ চারটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করো আর যে ব্যক্তি এগুলিকে সংরক্ষণ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা পাবে।

ক/ খাঁটি ভাবে ঈমান আনয়ন করা।

খ/ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সৎ বা নেক আমল করা।

গ/ পরিবার ও সকল মানুষকে (হক্ব) সত্যের উপদেশ দাও এবং সর্বদা এমনটি হও (যে মানুষকে বলবে) হে ভাই এ ধরণের ভাল কাজ করো। হে ভাই সৎ আমল করো, নামাযের হেফাজত করো, মেহমানকে সম্মান করো, হক্ব (হালাল) খাও।

ঘ/ ধৈর্যের উপদেশ দাও। (বলো) হে ভাই বিপদ-মুছীবতের উপর ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করো। পাপ তথা গুনাহ্ থেকে (তাতে লিপ্ত না হয়ে) ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণকে নসীহত করেছেন। অনন্তর তিনি বলেছেন, ‘‘তোমরা হাউযে কাউছারের নিকটে আমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো’’। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

***

سورة الهمزة

সূরা আল্-হুমাযাহ্ এর তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩ ﴾ الهمزة: ١ - ٩

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ-

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) ধ্বংস প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা বা দুর্নাম করে (২) যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে (৪) কক্ষনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (৫) আর তুমি কি জানো হুতামাহ কী? (৬) তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন (৭) যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে (৮) নিশ্চয়ই তা তাদের উপর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে (৯) উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

প্রত্যেক কথায় নিন্দুক এবং মুসলমানদের গীবতকারীর ধ্বংস এবং সর্বনাশ । এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য (ধ্বংস) যে তার কাজের মাধ্যমে ছিদ্রান্বেষী, মানুষকে ঘৃণা করে এবং তাদের (মর্যাদা) খাটো করে। যে অর্থ জমায় ও গণনা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর হক্ব আদায় করে না। বরং যুগের দুর্ঘটনার উদ্দেশ্যে তা বৃদ্ধি করে। সে মনে করে যে তার অর্থ-সম্পদ যা সে জমা করেছে তা তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে, ফলে সে মৃত্যু বরণ করবে না। সে যেমনটি ধারণা এবং বিশ্বাস করে বিষয়টি তেমন নয়। অনন্তর অবশ্যই সে (জাহান্নামের) সেই অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে, যেই অগ্নিতে যা কিছু নিক্ষেপ করা হয় সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও পিষ্ট করে দেয়। আপনি কি জানেন হুতামাহ্ বা পিষ্টকারী কি? তা হচ্ছে মহা ভয়ানক। সেটা আল্লাহর সেই অগ্নি যাকে আল্লাহর শত্রুদের জন্য প্রজ্বলিত করা হয়েছে। যা তার (তীব্রতা) উষ্ণতা এবং দগ্ধতা নিয়ে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাবে। নিশ্চয় তা তাদের উপর প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া হবে ফলে তারা তা থেকে আর বের হতে পারবে না। যেহেতু তাদেরকে জাহান্নামের লম্বা লম্বা খুঁটিতে (বাঁধা অবস্থায়) শাস্তি দেয়া হবে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম! মুসলমানদের গীবত করা এবং তাদেরকে নিন্দা করা থেকে সতর্ক হও। (গীবতের সংজ্ঞাঃ তোমার ভাইয়ের এমন কোন (দোষ বা) কথা উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে)। এমনকি যদি তুমি কোন ব্যক্তির গাড়ি সম্পর্কে এমন কথা বলো যা সে অপছন্দ করে তাহলে সেটাও গীবত। কেননা নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে যখন তাকে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো তখন বলেছেন : "গীবত হলো তোমার কোন ভাইয়ের এমন কোনো কথা উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি সেই ভাইয়ের মধ্যে থাকে? তিনি বললেন : "তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি গীবত করলে। আর যদি তুমি যা বলছো তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে"। (মুসলিম, আবু দাউদ)। এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমি তামার নখ বিশিষ্ট একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারা নখগুলো দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরীল! এ সমস্ত লোক কারা? জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেন : এরা দুনিয়াতে মানুষের গোশত ভক্ষণ করত এবং তাদের মান সম্মান নষ্ট করত" (অর্থাৎ তারা মানুষের গীবত ও চোগলখোরি করত)। (আবু দাউদ, সহীহ)।

২. মুসলিম ভাই আমার! তোমার সামর্থ্য থাকলে তোমার মু'মিন ভাইকে যে ব্যক্তি তার গীবত করে তার থেকে রক্ষা করো। এবং গীবতকারীকে সতর্ক করো। আর অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায বিন আনাস আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেই হাদীসে বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে কোন মুনাফিক্বের কবল থেকে রক্ষা করবে (রাবী বলেন) আমার ধারণা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন ক্বিয়ামতের দিন সে তার মাংসকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপক্ষে কোন বিষয়ে অভিযোগ করবে যদ্বারা সে তাকে (মুসলমানকে) অসম্মান করতে বা দোষী সাব্যস্ত করতে চায়। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের পুলসিরাতের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত আটক করে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছে তা থেকে বের না হবে তথা পবিত্র না হবে"। (আবু দাউদ, হাদীসটি হাসান)।

***

سورة الفيل

সূরা আল্-ফীলের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿٥﴾﴾ الفيل: ١ - ٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ-

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তুমি কি দেখনি যে, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? (৩) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিসমূহ প্রেরণ করেছিলেন (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলো (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত করে দেন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আপনার জ্ঞানে কি এ খবর পৌঁছেনি? (অর্থাৎ আপনি কি জানেন না?) যে আপনার পালন কর্তা (শাস্তির দ্বারা) আযাব দিয়ে হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস ও সর্বনাশ করে দিয়েছেন। অতঃপর নিশ্চয় তাদের চক্রান্তকে ক্ষতি এবং ধ্বংস করে (নস্যাৎ করে) দিয়েছেন। এবং তাদের উপর তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে ধারাবাহিকভাবে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। ঐ সমস্ত পাখিগুলি তাদের উপর পোড়া মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলো যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে (সে রকম) শস্য পাতা এবং টুকরা টুকরা শুকনো সবজির পাতার মত করেছিলেন যে, যখন চতুষ্পদ জন্তু তাকে ভক্ষণ করে মাড়িয়ে চিবিয়ে (হজম করে) অতঃপর মলত্যাগ করে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মানব মন্ডলি! নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের (কা'বার) তরে ষড়যন্ত্র করবে সে অবশ্যই নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হবে এবং অচিরেই আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন। কেননা অবশ্যই আল্লাহ (ﷻ) মক্কাকে হারাম বা নিষিদ্ধ (এলাকা) ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তা পবিত্র ও নিরাপদ। আর এজন্য যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করে তার জেনে রাখা উচিত যে সে আল্লাহর

পবিত্র সম্মানিত শহরে অবস্থান করছে, সুতরাং সে যেন এই শহরকে সম্মান করে এবং সে যেন মানুষের উপর, জীবজন্তু, গাছপালা এবং তৃণলতার উপর জুলুম-অত্যাচার না করে। এবং তার আরও জেনে রাখা উচিত যে, সে যদি মক্কা এবং তার অধিবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাহলে তার ষড়যন্ত্র নিশ্চয় তারই উপর ক্ষতি এবং ধ্বংস ডেকে আনবে। সুতরাং সে যেন আল্লাহকে (ﷻ) ভয় করে। আর নিশ্চয় নাবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মক্কা থেকে (অর্থাৎ মক্কাতে প্রবেশ করতে) হস্তিবাহীনিকে বাধা দিয়েছেন, এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং মু'মিনদেরকে মক্কার উপর বিজয় ও কর্তৃত্ব দান করেছেন".....আল্-হাদীস। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

নাবী (ﷺ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : "আর (আল্লাহ) শুধু আমাকে এখানে একদিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। তারপর অতীতে এখানে যেভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিলো আজই সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যার্বতন করেছে। (আমার একথা) প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের জানিয়ে দেয়"। (সহীহ বুখারী, সহহি মুসলিম)।

***

سورة قريش

সূরা আল্-ক্বুরাইশের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤﴾ قريش: ١ - ٤

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) কুরাইশদের আসক্তির কারণে, (২) তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে (৩) অতএব তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদাত করে (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দান করেছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

তারা কুরাইশদের আসক্তি ও তাদের সম্মিলনে আশ্চর্যবোধ করে! যেহেতু তারা (কুরাইশরা) শীতকালে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় নিরাপদে নির্বিবাদে ব্যবসার জন্য ভ্রমণে অন্তরঙ্গ বা অভ্যস্ত ছিলো। তাতে কি তারা এই নিয়া'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো?

সুতরাং শরীকবিহীন এই কা'বার পালনকর্তার কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে এবং এই ঘরের (কা'বার) মাধ্যমে তাদেরকে যে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর হক্ব আদায়ার্থে তাঁর ইবাদত করা উচিত। সেই মর্যাদাবান পরাক্রমশালী আল্লাহ যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন এবং (ভীতি থেকে) নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তাদেরকে অংশীদারবিহীন একমাত্র এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. হে মুসলিম ভাই। নিশ্চয় যিনি আমাদেরকে ক্ষুধায় আহার করান তিনি হলেন পুত পবিত্র আল্লাহ।

তিনি বলেন : ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾

"তিনি সেই সত্ত্বা যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন"। (সূরা আশ্-শুয়ারা, আয়াত নং ৭৯)।

ক্ষুধা দুনিয়ার জীবনের মুছীবতসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর আখিরাতে তা জাহান্নামে শাস্তি স্বরূপ।

যেমন আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামবাসীর খাদ্য সম্পর্কে বলেন : ﴿لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ "তা তাদের পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না"। (সূরা আল্-গাশিয়াহ্, আয়াত নং ৭)।

আর বান্দার জন্য শরীয়ত সম্মত হলো

ক/ আল্লাহর (ﷻ) শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করা যিনি তাকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন। আর এটা বান্দার উপর অবশ্য কর্তব্য, ওয়াজিব। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং পুত পবিত্র ও সমুচ্চ তাঁরই জন্য সকল অনুগ্রহ ও করুণা।

খ/ বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষুধা বা অভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বিধিসম্মত। যেমন: নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন :

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ)

"হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! কেননা অবশ্যই তা খারাপ সঙ্গী। এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি খেয়ানত করা থেকে, কেননা তা খারাপ সাথী"। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। সহীহ)।

গ/ বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট এমন আত্মা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বিধিসম্মত যা পরিতৃপ্ত হয় না। যেমন: নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন :

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন ইল্ম (জ্ঞান) থেকে আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসবে না এবং এমন অন্তঃকরণ থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না এবং এমন আত্মা থেকে যা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এবং এমন দু'আ থেকে যা কবূল হয় না"। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ)।

২. হে মানব মন্ডলি! নিশ্চয় ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা একটি মহান নিয়া'মত। সুতরাং আমরা কি এই নিরাপত্তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি? এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সংরক্ষণ করছি বা যত্ন নিচ্ছি?

ক/ আমরা মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবো যিনি আমাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে আমাদের বাসস্থানে, রাস্তায়, আমাদের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

খ/ আমরা আল্লাহর আনুগত্য সম্পাদন এবং হারামকৃত বিষয়াদি পরিত্যাগের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা হেফাজতের প্রচেষ্টা করবো । কেননা আনুগত্যই নিরাপত্তা। আর হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুই হলো ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক।

গ/ যারা মুসলমানদের মাঝে ভয়-ভীতি বিস্তারের অপচেষ্টা চালায় তাদের নির্মূল করণে পরস্পর সহযোগিতা করা।

আর নিশ্চয় সুমহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"আর তোমরা নেক কাজ করতে এবং আল্লাহ-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করো না"। (সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত নং২।)

আর এই সহযোগিতার মধ্যে ঐ সমস্ত কর্তৃপক্ষ যারা বিভিন্ন অপরাধ, পাপাচার ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদেরকে সহযোগিতা করা। আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।

***

سورة الماعون

সূরা আল্-মাঊনের তাফসীর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
﴿٧﴾ ﴾ الماعون: ١ - ٧

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করে? (২) সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় (৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না (৪) সুতরাং দুর্ভোগ সেই সব নামায আদায়কারীদের জন্য (৫) যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে (৭) এবং তারা প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস সাহায্য দানে বিরত থাকে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে নাবী (ﷺ)! আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? আর ঐ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী তো সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং তার অধিকারে নির্যাতন করে। যেহেতু সে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা বলে সেহেতু সে শাস্তিকে ভয় করে না। সে নিজেকে এবং অপরকে মিসকীনকে খাদ্য দানে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে উৎসাহ প্রদান ও অনুপ্রাণিত করে না। সুতরাং কঠিন শাস্তি এবং ধ্বংস সেসব নামায আদায়কারীদের জন্যে, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে তার নির্দিষ্ট সময় হতে বিলম্বে আদায়ের মাধ্যমে এবং তার (নামাযের) শর্তসমূহে এবং তার রুকন সমূহে বা তার ওয়াজিবসমূহে বা উহাতে বিনয়ীতায় বা তার ধ্যানমগ্নতায় এছাড়া আরও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় নামাযে ওয়াজিব বা ফরয এবং তার প্রভাব সমূহে লঙ্ঘনের মাধ্যমে অমনোযোগী। যারা তাদের আমলসমূহ লোকদেরকে দেখায় এবং তাতে আল্লাহর জন্য (নিয়্যত) খালেছ তথা একনিষ্ঠ করে না। এবং (নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু) যেগুলি অন্যকে ধার বা ঋণ দেওয়াতে কোন ক্ষতি নেই তা দেয় না বা অন্যকে দিতে বাধা দেয়। সুতরাং তারা তাদের পালনকর্তার ইবাদত সুন্দরভাবে করেনি এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতিও এমনকি ধার দিয়ে হলেও অনুগ্রহ করেনি।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাইঃ- ইয়াতীমদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব বা মনোযোগ দাওঃ

ক। তাদের প্রাপ্যসমূহ তাদেরকে প্রদান করা এবং তাদের প্রতি জুলুম না করা। নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর দু'জন দুর্বলের অধিকার বা প্রাপ্যের ব্যাপারে জটিল মনে করছি। তারা হলো ইয়াতীম এবং মহিলা"। (হাকেম, হাদীসটি হাসান)।

খ। ইয়াতীমদের জিম্মাদারি নিয়ে এবং যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেয়াতে পুণ্য রয়েছে সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। যেহেতু তাতে মহান সওয়াব রয়েছে।

২. তুমি নিজেকে এবং অন্যকে উৎসাহিত করো এবং দরিদ্র, মিসকীন, বিধবা ও অভাবীদেরকে খাদ্য প্রদান করতে অনুপ্রাণিত করো।

৩. আত্মপ্রদর্শন বা লোক দেখানো (ইবাদত করা) থেকে সাবধান! অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো ছোটো শির্ক। (সাহাবায়ে কিরাম) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছোট শির্ক কী? তিনি বললেন, 'রিয়া' বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল"। (মুসনাদে আহমদ, সহীহ)।

৪. নামাযের যত্ন নেওয়া ফরয, হে আমার ভাই! তুমি তোমার নামাযে, তার পবিত্রতা অর্জনে তার রুকনগুলিতে এবং তা মসজিদসমূহে মুসলমানদের জামাতের সাথে আদায়ের মাধ্যমে (তবে ইহা পুরুষের উপর) এবং তার শর্তাবলী, ওয়াজিবসমূহ এবং বিনয়ী ও একাগ্রতার সাথে আদায়ের মাধ্যমে যত্ন নাও। আর নামায কি আমাদেরকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছে?

৫. যে সমস্ত বস্তু ধার দেওয়াতে কোন ক্ষতি নেই যখন ধার প্রার্থী আবেদন করবে তখন তাকে তা ধার দেওয়া ওয়াজিব। এবং ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই গ্রহণযোগ্য মত। (অর্থাৎ ধার দেওয়া ওয়াজিব) কেননা আল্লাহ (ﷻ) ধার দেওয়া বারণকারীর নিন্দা করেছেন। আর নিন্দা কেবলমাত্র ওয়াজিব তথা ফরয পরিত্যাগ করার উপরেই হয়ে থাকে।

***

سورة الكوثر

সূরা আল্-কাউসারের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾ الكوثر: ١ - ٣

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) আমি অবশ্যই তোমাকে (হাউজে) কাউছার প্রদান করেছি (২) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করো এবং কুরবানী করো (৩) নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! নিশ্চয় আমি আপনাকে আখিরাতে (কাউছার) নহর দান করেছি, যাতে অঢেল কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং আমি যেভাবে আপনাকে অনেক কল্যাণ দান করেছি, সেভাবে আপনি খাঁটি বা খালেছভাবে আপনার পালনকর্তার জন্য নামায এবং আল্লাহর সমস্ত আনুগত্য করুন। এবং একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রু এবং আপনি যে হিদায়াত ও সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন তার শত্রু সে-ইতো লেজ কাটা অধিক লাঞ্ছিত যার কল্যাণ কর্তন করা হয়েছে এবং তার বংশ নির্মূল করা হয়েছে। আর হে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই আপনার খ্যাতি ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যয়নকারীদের সামনে অবশিষ্ট রাখবেন।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. (একথার প্রতি) ঈমান বা বিশ্বাস রাখা যে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি নহর রয়েছে। তা হলো জান্নাতের কাউছার। আর তা নিম্নরূপ:-

ক। তাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "তোমরা কি জানো কাউছার কী? তখন আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, সেটা একটি নহর, মহান পরাক্রমশালী আমার পালনকর্তা আমাকে তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে রয়েছে পর্যাপ্ত কল্যাণ".....আল্-হাদীস (সহীহ মুসলিম)।

খ। তা একটি প্রবাহমান নদী, এবং তা খনন করা হয়নি, তার দু'ধারে মুক্তার গম্বুজ রয়েছে, তার মাটি অতি তীব্র সুগন্ধি মিশ্‌কে আম্বরের আর সেটার কঙ্কর বা নুড়ি মুক্তার তৈরি। দলীলঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীস যে নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "আমাকে হাউজে

কাউছার দান করা হয়েছে, আমি তা দেখেছি প্রবাহমান নদী আর সেটা খনন করা হয়নি। আর সেটার দু'ধারে মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। অতঃপর আমি তার মাটিতে আমার হাত দ্বারা স্পর্শ করে দেখি তা তীব্র সুগন্ধযুক্ত মিশ্‌কে আম্বরের, আর তার পাথর বা নুড়ি মুক্তার''। (হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্)। (এবং এরূপ অর্থে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিঃ) ও বর্ণনা করেছেন)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তার (কাউছারের) দু'ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। (সহীহ বুখারী)।

গ। হাউজে কাউছারের দু'ধার স্বর্ণের তৈরি এবং তা মুক্তা ও ইয়াক্বূত পাথরের (নীলকান্তমণির) উপর দিয়ে প্রবাহমান। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আল-কাউছার জান্নাতের একটি ঝর্ণা যার দু'ধার স্বর্ণের (তৈরি) এবং তা মুক্তা ও ইয়াক্বূত পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহমান, তার মাটি মিশ্‌ক এর চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত, আর উহার পানি মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা''। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, সহীহ)।

ঘ। তাতে (হাউজে কাউছারে) কিছু পাখি আসবে যেগুলির ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। যেমন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউছার সম্পর্কে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি, তাতে এমন কিছু পাখি উপস্থিত হবে যেগুলির ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, (একথা শুনে) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল তাহলে নিশ্চয় তা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তাকে খেয়েছি,তা তারচেয়ে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ''। (আহ্‌মাদ, হাকেম তদ্রূপ বর্ণনা করেছেন, সহীহ)।

ঙ। উহার পান পাত্রগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকার সমান। যেমনটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে যখন আল্লাহর বাণী–

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছেন : ''তা একটি ঝর্ণা যা তোমাদের নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দান করা হয়েছে। তার দুধারের উপর ফাঁপা মুক্তা রয়েছে। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার ন্যায়''। (সহীহ বুখারী)।

২. নিশ্চয়ই প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঘৃণা ও অপছন্দ করবে সে নিকৃষ্ট, তুচ্ছ, বিকলাঙ্গ ও নির্বংশ তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

***

سورة الكافرون

সূরা আল-কাফিরূনের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾ الكافرون: ١ - ٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) বলঃ হে কাফেররা! (২) আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো (৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৪) আমি তার ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা করে থাকো (৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে নাবী আপনি কাফেরদেরকে বলুন, হে লোকেরা যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছ (আল্লাহর সাথে কুফরী করেছ) এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, তোমরা যে সমস্ত বাতিল মিথ্যা উপাস্য যেমন প্রতিমাসমূহ এবং তা ছাড়া আরও অন্যান্য যে সব উপাস্যের ইবাদত করো আমি সেগুলির ইবাদত করি না। বরং আমি একমাত্র একক লা-শারীক আমার পালনকর্তার ইবাদত করি এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সবার থেকে (নিজেকে) দায়মুক্ত করি। আর তোমরা আমার একমাত্র একক পালনকর্তা যার কোনো অংশীদার নেই তার ইবাদত কারী নও। বরং তার সাথে অন্যেরও ইবাদত করো। আর তোমরা যার ইবাদত করো আমি ভবিষ্যতেও তার ইবাদত করবো না। বরং আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতে (সবসময়) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী। আর তোমরা ভবিষ্যতে আমার একমাত্র একক লা-শারীক পালনকর্তার ইবাদতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমরা যে শিরকী ধর্মের উপর রয়েছ সেই দ্বীন। আর তা হলো বাতিল (মিথ্যা) ধর্ম। আর আমার জন্য আমার সত্য ধর্ম ইসলাম। অতএব তা আমি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত কখনও ছাড়বো না।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. শির্ক ও মুশরিক (শির্ককারী) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন বা দায়মুক্ত করা ওয়াজিব। এবং তা কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর শর্তসমূহের একটি শর্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি শির্ক ও মুশরিক থেকে নিজেকে দায়মুক্ত না করবে সে মু'মিন নয়। বরং সে বড় ধরণের কুফরী করার কারণে কাফের।

২। নিম্নোক্ত সময়গুলোতে

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ তথা সূরা কাফিরূন এবং ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ তথা সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত।

ক। (কা'বা ঘর) তাওয়াফের পর দুই রাকআত (সুন্নাত) নামাযে। যেহেতু (সহীহ মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে তা প্রমাণিত হয়েছে)।

খ। ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামাযে। (যেহেতু সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে তা প্রমাণিত হয়েছে)।

গ। মাগরিবের পরে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামাযে। (যেহেতু মুস্নাদে আহ্মাদে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তা এসেছে, হাদীসটি সহীহ)।

ঘ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ''যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন পাঠ করবে ''ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন'' শেষ পর্যন্ত তা পাঠ করবে। কেননা তা শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা''। (মুসনাদে আহ্মাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

৩। ''ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন'' সূরাটি ক্বুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (অর্থাৎ তা পাঠ করলে ক্বুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করার সমান ছাওয়াব পাওয়া যায়)। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)।

***

سورة النصر

সূরা আন্-নাসরের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ ﴾

النصر: ١ - ٣

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে (৩) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি নিশ্চয়ই তাওবাহ গ্রহণকারী।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে আমাদের রাসূল (ﷺ)! যখন তোমার শত্রুদের উপর তোমার জন্য আল্লাহর সাহায্য এবং মক্কা বিজয় আসবে! এবং লোকদেরকে দেখতে পাবে তারা দ্বীন ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করছে। তখন তুমি (তাস্‌বীহ ও তাহ্‌মীদ) বিভিন্ন দোষ ও ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ঐ ব্যক্তির তাওবাহ কবূলকারী যে ব্যক্তি তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং তাওবাহ করে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১। মুসলিম ভাই আমার! জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন-

﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"। (সূরা আছ্-ছফ, আয়াত নং-৮)।

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন-

﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(তবে মনে রেখো) "আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিলো"। (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত নং ৪০)।

আর বর্তমানে আমরা যে খৃষ্টান যোদ্ধা দলের (খৃষ্টান বানানো) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপপ্রয়াস চালাতে দেখছি; তবে শীঘ্রই এমন একদিন আসবে যেদিন ক্রুশকে ধ্বংস

করা হবে। যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র (ঈসা) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসাবে আগমন করবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি জিযিয়া কর বিলুপ্ত করবেন (তথা যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সাজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম (মূল্যবান) বলে গণ্য হবে''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

২। মুসলিম ভাই আমার। রুকু ও সিজ্‌দাতে বেশী বেশী তাস্‌বীহ (অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) এবং তাহ্‌মীদ (অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা) করো। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিক পরিমাণে (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) এই দুয়াটি পাঠ করতেন।

অর্থাৎ (হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন) পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিঃ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন)। (এর দ্বারা সূরা নাসর এর ৩নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। (অনুবাদক)।

৩। হে মুসলিম ভাই! তুমি বেশি বেশি ইস্তিগ্‌ফার (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ''হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও''। (رَبِّ اغْفِرْ لِي) হে আমার রব্ আমাকে ক্ষমা করে দাও'' পাঠ করো।

কারণ যেহেতু রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন : ''আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও অধিক ইস্তিগ্‌ফার ও তাওবাহ্ করে থাকি''। (সহীহ বুখারী)।

৪। আমাদেরকে অধিক হারে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাওবাহ্ করা উচিত। আর অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''আমি অবশ্যই প্রতিদিন আল্লাহর (ﷻ) কাছে সত্তর বার তাওবাহ্ করি''। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, সহীহ)। (আমরা যেন প্রতিদিন সত্তরবার বা তার অধিকবার তাওবাহ্ করি)।

৫। তুমি তোমার সমস্ত সময়গুলোতে অধিক হারে তাস্‌বীহ্ ও তাহ্‌মীদ পাঠ করো। যেহেতু তা জিহ্বার জন্য বেশ হালকা ও সহজ। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই বলেছেন : ''দু'টি কালিমাহ বা বাক্য এমন আছে যেগুলো মুখে উচ্চারণ খুবই সহজ, (ক্বিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী হবে এবং দয়াময় আল্লাহর কাছে অতিশয় প্রিয়''। সে দু'টি বাক্য হচ্ছে :

(سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ)

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী ওয়া সুবহানাল্লাহীল আযীম। অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ (যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে) অতি পবিত্র। (উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন)।

***

سورة الهب

সূরা আল্-লাহাবের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾﴾ المسد: ١ - ٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) আবূ লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে (২) তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসেনি (৩) অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে (৪) এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে (৫) আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। এবং তার কর্ম (আমল) ও প্রচেষ্টা ভ্রষ্ট (অকেজো) হয়ে গেছে। আর সে স্বয়ং নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং তার ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়ার কারণে। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জিত বস্তু (আল্লাহর আযাবকে) প্রতিহত করেনি। আর কখনো তা তাকে রক্ষা করবে না এবং আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধকে তার থেকে রোধ করবে না। শীঘ্রই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তদ্বারা তপ্ত এবং দগ্ধ করা (পোড়ানো) হবে। আর সেই আগুন ভয়ানক প্রজ্বলিত এবং বিরাট অগ্নিশিখা। এবং তার স্ত্রী তার সাথে শাস্তি পাবে। যে লাকড়ি (জ্বালানিকাঠ) ও কাঁটা বহন করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য তাঁর রাস্তায় রেখে দিতো। তার ঘাড়ে থাকবে আঁশের রশি জাহান্নামের আগুনে তাকে তা আগুনের পিড়া দেবে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) কষ্ট দেওয়া হারাম এবং মহান আল্লাহর পথে আহ্বানকারী (দায়ীদের) কে কথা বা কর্মের দ্বারা কষ্ট দেওয়া হারাম। এবং যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ বা খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান কাজে এবং ব্যাপকভাবে সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে যারা নিয়োজিত তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম এবং মুসলমান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অমুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আর যারা (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) দায়ী এবং মুমিনদেরকে কষ্ট দেয় তাদের জেনে রাখা উচিত যে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুখোমুখি

হয়। এবং হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : ''যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর (সৎ কর্মশীল আল্লাহর বন্ধু) সাথে শত্রুতা করে, সে নিশ্চয় আমার সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়'' .....আল্-হাদীস। (হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সহীহ)

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় সে নিশ্চয় পরাজিত নিকৃষ্ট এবং হীন। সুতরাং ঐ সমস্ত লোকেরা যেন তাদের পাপ থেকে তাওবাহ করে এবং তাদের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারা যে সমস্ত পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে বিরত থাকে।

২. হে মুসলিম! তোমার দু'হাতকে পাপ বা অপরাধে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করো। কেননা দু'হাতকে তার মালিক যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহলে উভয় (হস্তদ্বয়কে) বিপদের সম্মুখীন করবে। আর নাবী (ﷺ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন : ''আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত (লিপিবদ্ধ) করা হয়েছে। সে তা অবশ্যই করবে। সুতরাং দু'চোখ, তাদের ব্যভিচার দেখা, দু'কান, তাদের ব্যভিচার শোনা। জিহ্বা, তার ব্যভিচার কথা বলা। হাত তার ব্যভিচার ধরা''.....আল-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)। ''এবং নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে (স্বপ্ন-যোগে দেখলেন তার দু'হাত ছাড়া সবকিছুকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূল (ﷺ) (তার জন্য দু'আ করে বললেন) হে আল্লাহ তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দাও''। (সহীহ মুসলিম)। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই যেন ক্বিয়ামতের দিন তার দু'হাত পাপের দ্বারা কলুষিত অবস্থায় উপস্থিত হওয়া থেকে সতর্ক হয়।

৩. হে মুসলিম! ধন-সম্পদ ও উপার্জিত বস্তুর দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক হও। যার ফলে তুমি অবাধ্যতায় পতিত হবে। আল্লাহ বলেন :

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾

''আদৌ নয় নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে''। (সূরা ইক্বরা, আয়াত নং ৬-৭)।

আর জেনে রেখ ধন-সম্পদ ও উপার্জিত বস্তু বান্দা হতে আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করবে না, যদি তার মালিক জাহান্নামের আগুনের যোগ্য হয়। আর তুমি তোমার ধন-সম্পদকে তোমার পক্ষে নিযুক্ত করো, তোমার বিপক্ষে এবং অন্যের জন্য নিযুক্ত করো না। সুতরাং খরচ করো যেমনটি নাবী (ﷺ) আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : ''হে আদম সন্তান! তোমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মালামাল রয়েছে তা খরচ করতে থাকো। এটা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি তুমি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো তাহলে এটা তোমার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ রাখায় কোন দোষ নেই। এজন্য তোমাকে ভর্ৎসনাও করা হবে না। এবং যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদেরকে দিয়েই দান শুরু করো। আর উপরের হাত তথা দাতার (দানকারীর) হাত নিচের হাত তথা দান গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম''। (সহীহ মুসলিম)।

৪. নারীদের প্রতি এক (বিশেষ) বার্তা :

হে রমণী, তুমি সৎকর্মশীলা নারী হও। এবং আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানীতে (অবাধ্যতাতে) স্বামীর আনুগত্য করতে এবং তাকে সহযোগিতা করা থেকে সতর্ক থাকো। এবং আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী হবে সেক্ষেত্রে যেকোন সৃষ্টজীবের আনুগত্য করা থেকে সতর্ক থাকো। এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী পুরুষ ও মহিলাদেরকে কথার্বাতা বা যে কোনো ভাবে কষ্ট দেওয়া থেকে সতর্ক থাকো। এবং তুমি তোমার নফ্সকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো এবং তোমার ঘর ও পরিবারকে বাঁচাও। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ''আর মহিলা তার স্বামীর ঘরে রাখাল বা রক্ষণাবেক্ষণকারিনী এবং সে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে''..... আল-হাদীস। (সহীহ বুখারী)।

৫. যে ব্যক্তি কোনো বস্তু দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানী করবে সে অবশ্যই জাহান্নামের অগ্নিতে সেই বস্তু দিয়ে শাস্তি পাবে। সুতরাং যারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দায়ী এবং সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে বেঁধে রেখে এবং প্রহার করে কষ্ট দেয়, তারা যেন তাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকে। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদেরই রসি দিয়ে বাঁধা হবে। আর তা হবে আগুনের যা তাদের উপর দহন বা জ্বালা করবে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾

''আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই''। (সূরা আশ-শূরা, আয়াত নং ৪০)।

এর সমর্থনে আরো যে সমস্ত দলীল রয়েছে তন্মধ্যে:- রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী : ''আর নিশ্চয় যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে সেই অস্ত্র দিয়েই তাকে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে''.....আল-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)।

***

سورة الإخلاص

সূরা আল্-ইখলাছের তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ

﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴾ الإخلاص: ١ - ٤

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) বল, তিনি আল্লাহ এক (অদ্বিতীয়) (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী) (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি (৪) এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে রাসূল (ﷺ), আপনি বলুন! উলূহিয়্যাতে (ইবাদতের ক্ষেত্রে) তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি এককভাবে ইবাদতের উপযুক্ত তাতে আর কেউ অংশীদার নেই। এবং রুবূবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) তিনি এক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। এবং তিনি আসমা ওয়াস্সিফাত তথা তিনি তাঁর (সুন্দর সুন্দর) নামসমূহ ও গুণাবলীতেও তিনি এক। আল্লাহ বলেন :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ-শূরা, আয়াত নং ১১)।

আল্লাহ এমন কর্তা যাতে তাঁর সমস্ত কর্মসমূহ ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর প্রতি চূড়ান্ত হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত প্রয়োজনে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হয়। এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তাদের প্রয়োজন পূরণে তাঁর প্রতি বাসনা করে। তিনি সেই সত্তা যিনি আহার করান এবং তাঁকে আহার করানো হয় না। সৃষ্টজীবের পরে তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোনো সন্তান, পিতা এবং স্ত্রী বা সহধর্মিণী নেই। তিনি অন্যের থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। আর অন্যরা সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তাঁর জাত বা সত্তায়, রুবূবিয়্যাতে (প্রভুত্বে), উলূহিয়্যাত বা ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে তাঁর কোনো উদাহরণ বা উপমা, শরীক বা সমকক্ষ, অনুরূপ এবং সদৃশ নেই। আল্লাহ বলেন-

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনি সব শুনেন সব দেখেন"। (সূরা আশ-শূরা, আয়াত নং ১১)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. এই সূরাটি রহমান আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত সূরা। অতএব হে ভাই তুমি কি এই সূরাটি পাঠ করতে (এবং এর দ্বারা নামাযে কিরাআত পড়তে) ভালবাসো? আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, ''একদা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে কোনো এক সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরণ করলেন। লোকটি সাথীদেরকে নিয়ে নামায পড়ানোর সময় প্রতি রাকআতে ক্বিরাত পাঠের শেষে ''ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ'' সূরা পাঠের মাধ্যমে শেষ করতেন। বাহিনী (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করলে লোকেরা বিষয়টি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থাপন করলো। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে এরূপ করত? তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সূরাটি মহান আল্লাহর (গুণাবলী) পরিচয় সম্পর্কিত, তাই আমি তা পড়তে ভালবাসি। তখন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে তোমরা জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তা'য়ালাও তাকে ভালবাসেন''। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

কোনো কোনো হাদীসের ভাষ্যে পাওয়া যায় ''এবং সে এরকমটি (অর্থাৎ সূরা ইখলাস পাঠ) প্রত্যেক রাকআতেই করত''। (সহীহ বুখারী)।

২. এই সূরাটি ক্বুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। সুতরাং আমাদের উচিত তা তিলাওয়াত করা। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''শপথ ঐ সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় এই সূরাটি ক্বুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান''। (এই হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

সুতরাং হে আমার ভাই! এই সূরাকে তিলাওয়াত করতে তুমি কমতি বা ঘাটতি করো না। আর অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে বলেছেন: ''তোমাদের কেউ কি এক রাতে ক্বুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে অক্ষম? সাহাবাদের কাছে এটা বড় কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এর ক্ষমতা রাখে? তিনি বললেন, ক্বুল হুআল্লাহু আহাদ আল্লাহুসসমাদ'' অর্থাৎ সূরা ইখলাছ হচ্ছে ক্বুরআনের এক তৃতীয়াংশ''। (সহীহ বুখারী)।

৩. ''ক্বুল হুআল্লাহু আহাদ'' দশ বার পাঠ করো। মুয়ায বিন আনাস আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর কারণে (তিনি বলেন) ''যে ব্যক্তি ''ক্বুল হুআল্লাহু আহাদ'' তথা সূরা ইখলাছ শেষ পর্যন্ত দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন''.....আল্-হাদীস। (মুসনাদে আহ্মাদ, সহীহ)।

৪. এই সূরাটিতে (ইসমে আ'জম) আল্লাহর মহান নাম রয়েছে। দলীলঃ বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, ''নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনলেন :

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি একথার সাক্ষ্য দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য সত্য কোনো মা'বূদ নেই। এমন এক সত্তা যিনি অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্ম দেন নাই জন্ম নেন নাই। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই)। অতঃপর তিনি বললেন : নিশ্চয় তুমি আল্লাহর কাছে তাঁর ঐ নাম ধরে প্রার্থনা করেছ যে নাম ধরে প্রার্থনা করলে তিনি প্রদান করেন। এবং যদি ঐ নাম ধরে তাঁকে ডাকা হয় তাহলে সে ডাকে তিনি সাড়া দেন''। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ)। (সহীহ)। সুতরাং আমাদের উচিত এই দু'আ দিয়ে তাঁকে ডাকা (দু'আ করা)।

৫. ''কুল হুআল্লাহু আহাদ'' (সূরা ইখলাছ) পাঠ করো। কারণ নিশ্চয় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন : ''আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আগমন করলাম এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে ''কুল হুআল্লাহু আহাদ আল্লাহুসসামাদ'' পড়তে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী অবধারিত হয়ে গেছে? তিনি উত্তরে বললেন, জান্নাত''। (তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ)।

৬. যে সমস্ত সময়ে সূরা কাফিরূনের সাথে এই সূরা ইখলাছ (ক্বিরাতে) পাঠ করতে হয় তা সূরা কাফিরূনের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়ে গেছে।

৭. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এই সূরা পাঠ করা :

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, ''নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রতি রাতে শয্যা গ্রহণ করতে বিছানায় আসতেন, তখন দু'হাতকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ'দিতেন এবং পড়তেন (কুল হুআল্লাহু আহাদ) এবং (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব) ও (কুল আউযু বিরাব্বিন নাস) তারপর হাত দুটি দিয়ে সাধ্যানুযায়ী শরীরের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। প্রথমে মাথা, তারপর মুখ এবং তারপর শরীরের সম্মুখ ভাগ মাসাহ্ করতেন। এরূপ তিনি তিন বার করতেন''। (সহীহ বুখারী)।

৮. সূরা ইখলাছ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার করে পাঠ করা এবং মাগরিব ও ফজর নামাযের পর তিন বার করে পাঠ করা।

৯. এক রাকাত বিশিষ্ট বিত্র নামাযে সূরা ইখলাছ পাঠ করা। আর যদি তিন রাকাত বিত্র পড়া হয় তাহলে প্রথম রাকআতে (সূরা আল-আ'লা) এবং দ্বিতীয় রাকআতে (সূরা কাফিরূন) পাঠ করবে। আর তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে।

***

سورة الفلق

সূরা আল্-ফালাক্বের তাফসীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥ ﴾ الفلق: ١ - ٥

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদঃ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে (৩) আর অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় (৪) এবং (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গ্রন্থিতে ফুঁৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে রাসূল (ﷺ)! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, আঁকড়ে ধরছি, শরণাপন্ন হচ্ছি, সাহায্য চাচ্ছি এবং নিরাপত্তা কামনা করছি প্রভাতের প্রভুর কাছে। যিনি প্রভাতকে রাত থেকে উন্মোচন করেছেন।

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾

"তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মোচক"। (সূরা আল্ আনআম, আয়াত নং ৯৬)।

তিনি মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ। জীব-জড় এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। এবং রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং তার ভিতরের অনিষ্ট থেকে। এবং ঐ সমস্ত যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয় যাতে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সদয় হয় অথবা স্ত্রী থেকে যেন বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং এ ছাড়াও আরও অন্যান্য অনিষ্টতা থেকে (আশ্রয় চাচ্ছি)। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে তার হিংসাকে নিয়া'মত বিলুপ্তি বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রকাশ করে।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলমান ভাই আমার। এই সূরা এবং সূরা নাস ও কুল হুআল্লাহু আহাদ তথা সূরা ইখলাছ দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আর উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নিশ্চয় নাবী (ﷺ) বলেছেন : "হে উকবা (কুল হুআল্লাহু আহাদ) এবং (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব) ও (কুল আউযু বিরাব্বিন নাস) (অর্থাৎ) সূরা (ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস) এই সূরাগুলোর অনুরূপ দিয়ে) কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করেনি"। (নাসাঈ, সহীহ)।

২. যখন তুমি নিদ্রা যাবে এবং (ঘুম থেকে) জাগ্রত হবে তখনই (মুআব্বেযাতাইন) তথা সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করবে। এবং এ দু'টি সূরা দিয়ে প্রার্থনা করবে। কেননা উকবা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ''হে উকবা আমি কি তোমাকে পঠনের দিক দিয়ে সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দিবো না? (তা হচ্ছে) (ক্বুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব) ও (ক্বুল আউযু বিরাব্বিন নাস) তথা সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস। হে উক্বা তুমি উক্ত সূরাদ্বয়কে যখনই তুমি শয্যা গ্রহণ করবে এবং ঘুম থেকে উঠবে তখন পাঠ করবে। উক্ত সূরাদ্বয়ের অনুরূপ দিয়ে কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করেনি এবং কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করেনি''। (মুসনাদে আহ্মাদ ও নাসাঈ, হাসান)।

৩. নিদ্রা যাওয়ার সময় ''সূরা ইখলাছের'' সাথে এই দু'টি সূরা অর্থাৎ ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা। আর এর আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সূরা ফালাক্ব ও নাস প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার করে এবং ফজর ও মাগরিবের পর তিন বার করে পাঠ করো।

৫. যাদুকৃত ব্যক্তির (চিকিৎসার) জন্য :-

সাতটি কুল (বরই) পাতা নিয়ে দুইটি পাথর (বা অন্য কিছু দিয়ে) বেটে (একটি পাত্রে রাখবে এবং তাতে পানি মিশ্রিত করবে)। পানি এমন পরিমাণ হওয়া চাই যা দ্বারা গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে। এরপর উক্ত পানিতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস্ এবং আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁক দিবে। তারপর উক্ত পানি থেকে তিন ঢোক পানি রোগী পান করবে। এবং অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করবে। কেননা এটা তার জন্য উত্তম। এবং অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিকে (হিংসুকের) বদ নযর লাগবে তাকে উক্ত সূরাগুলি দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত ।

***

سورة الناس

সূরা আন্-নাসের তাফসীর

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦﴾ الناس: ١ - ٦

আয়াতসমূহের সরল বাংলা অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের (২) মানুষের অধিপতির (৩) মানুষের প্রকৃত মা'বূদের (৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।

আয়াতসমূহের তাফসীর/ব্যাখ্যা

হে রাসূল (ﷺ)! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, আঁকড়ে ধরছি, শরণাপন্ন হচ্ছি এবং নিরাপত্তা কামনা করছি মানুষের পালনকর্তার এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতির কাছে। তিনিই মানুষের অধিপতি, তাদের মাঝে কর্তৃত্বকারী এবং হুকুমদাতা। অন্যকে ছাড়া মানুষের (প্রকৃত) সত্য একক মা'বূদ (উপাস্য)। মানুষের (অন্তরে) কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের অনিষ্ট থেকে যে আত্মগোপন করে এবং অন্তর থেকে পশ্চাদ্বরন করে যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার (যিক্‌র) স্মরণ করা হয়। জ্বিন ও মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকে যে মানুষের অন্তরের মাঝে সংশয়-সন্দেহ, কু-প্রবৃত্তি এবং পাপাচারের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে (তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় শিক্ষা

১. মুসলিম ভাই আমার। বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। এবং এই দু'টি সূরা (ফালাক্ব ও নাস) দিয়ে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় কামনা করো। কেননা নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : ''এই সূরা দু'টির অনুরূপ দিয়ে কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় কামনা করেনি''। সহীহ।

২. মুসলিম ভাই আমার। যখন তুমি কুরআন পড়তে আরম্ভ করবে তখন তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (অর্থাৎ আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম বলবে)। আল্লাহ তা'য়ালার এই বাণীর ভিত্তিতে :

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

"সুতরাং আপনি যখন কুরআন পাঠ করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন"। (সূরা আন-নাহ্‌ল, আয়াত নং ৯৮)।

৩. নিশ্চয় শয়তান আত্মগোপন করে (আল্লাহর যিক্‌র থেকে পলায়ন করে)। অতএব তুমি আল্লাহকে স্মরণকারী (বান্দা) হও। আর নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় শয়তান যখন নামাযের আযান শুনতে পায় তখন বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে যেন আযানের শব্দ তার কানে পৌঁছতে না পারে। (মুয়াজ্জিন) যখন আযান শেষ করে তখন সে ফিরে এসে (নামাযীদের মনে) সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে".....আল্-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)।

৪. মুসলিম ভাই আমার। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী হও। আর অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "নিশ্চয় শয়তান বলেছে, হে রব! আমি তোমার ইজ্জত (সম্মানের) কসম করে বলছি, আমি তোমার বান্দাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে রূহ (আত্মা) থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপথগামী করবো। রব (পালনকর্তা জবাবে) বলেছেন, আমি আমার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ করে বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো"। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, হাকেম,হাদীসটি হাসান)।

৫. মুসলিম ভাই আমার। তুমি তোমার ও মুসলমানদের কারো মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির সম্মতি থেকে সতর্ক থাকো। কেননা উত্তেজনা বা উস্কানি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এবং নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে যে নামাযীরা আরব উপদ্বীপে তার ইবাদত করবে। তবে সে তাদের (পরস্পরের) মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকবে"। (উস্কানি দিতে থাকবে)। (সহীহ মুসলিম)।

৬. হে মুসলিম ভাই! তুমি তোমার আহারের পূর্বে, ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে, পান করার পূর্বে এবং স্ত্রী মিলনের প্রাক্কালে আরও অন্যান্য কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর নাম নাও। (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ বল)। যেহেতু অবশ্যই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন : "নিশ্চয় শয়তান ঐ খাদ্যকে হালাল করে নেয় যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না".....আল-হাদীস। (সহীহ মুসলিম)

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন : জেনে রেখো, তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের প্রাক্কালে এই দু'আ পাঠ করেঃ

(بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)

অর্থ: (শুরু করছি আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ)। অতঃপর তাদের জন্য যদি কোন সন্তান হয় বা সন্তান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান কখনই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। (সহীহ বুখারী)।

৭. যদি তোমার কোনো কিছু (দুর্ঘটনা) ঘটে যায়,তখন তুমি "শয়তান ধ্বংস হোক" একথা বল না। বরং তুমি "বিসমিল্লাহ্" বলবে। কেননা নিশ্চয় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "শয়তান ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেননা তুমি যদি এরূপ বল তাতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করতে

থাকে এমনকি ঘরের মত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজের শক্তি দ্বারা একাজ করেছি। বরং এরূপ মুহূর্তে বলবে "বিসমিল্লাহ্" কেননা যখন তুমি তা বলবে তখন সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ হয়ে যায়। (আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থ ইহাকে বর্ণনা করেছে, সহীহ)।

৮. আমার মুসলিম ভাই। নিশ্চয় শয়তান (কুমন্ত্রণা দানকারী), বান্দাকে ধ্বংস করতে লোভী। সুতরাং সে তার জন্য বান্দার সকল পথে উপবেশন করেছে, যেরূপ নাবী (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার সাথে বিপথে যাওয়া থেকে আমরা সতর্ক থাকবো। এবং আমাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁরই নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

মুসলিম ভাই আমার। আমরা যেন মানুষ শয়তানদের থেকে সতর্ক থাকি। তাদের সংখ্যা কতই না অধিক!! এবং পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টি এবং গোলযোগ সৃষ্টির কতই না চেষ্টা তাদের! এবং আমরা অবলোকন করছি বিধ্বংসী উন্মুক্ত চ্যানেলগুলি কত ধরণের অন্যায়-পাপাচার এবং গোলযোগ প্রতিষ্ঠা করছে। এবং মুনাফিক্বরা (কপটরা) এবং আরও অন্যান্যরা যারা সমাজে অপরাধ ও পাপসমূহ বিস্তার ও প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা কি তাদের ব্যাপারে সচেতন? এবং তারা কি চায়? এবং আমরা কি তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছি?

﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

"যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জ্বিনদের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে"।

পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণের উপর অগণিত দুরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। আমীন!!

সমাপ্ত